উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

সেনসেক্স : ৮৪,৩৯১.২৭ (-২৭৫.০১)

নিফটি : ২৫,৭৫৮.০০ (-৮১.৬৫)

বাংলা দখলের হুংকার শা'র

লোকসভায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির সঙ্গে বাগযুদ্ধের মধ্যেও পশ্চিমবঙ্গ দখলের হুঁশিয়ারি শোনা গেল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র মুখে। সৌজন্যে সেই অনুপ্রবেশ ইস্যু। » ৭

দূষণে দিল্লিকে ছাড়িয়ে

কলকাতার বায়ু দূষণের মাত্রা ছাড়াল দিল্লিকেও। মঙ্গলবার রাতের পরিসংখ্যান বলছে, কলকাতায় এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (একিউআই) যখন ৩৪২, তখন দিল্লিতে তা ২৯৯। » ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৭°	১২°	২৭°	১২°	২৭°	১২°	২৫°	১১°

কলকাতায় মহাকাশ আড্ডায় শুভাংশু » ৫

২৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 11 December 2025 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 202

দীপাবলিতে ঐতিহ্যের আলো

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর : দুর্গাপুজোর পর দীপাবলি। ভারতের সাংস্কৃতিক মুকুটে নতুন পালক। বিভিন্ন দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে চিহ্নিত করতে নয়াদিল্লিতে ইউনেসকো'র ইন্টার গভর্নমেন্টাল কমিটির ২০তম সম্মেলনে বুধবার ওই ঘোষণা হয়েছে। ৮ ডিসেম্বর থেকে শুরু হওয়া ওই সম্মেলন চলবে ১৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত। আলোর উৎসব দীপাবলিকে ইউনেসকো বিশ্ব ঐতিহ্যের স্বীকৃতি দিয়েছে।

ইউনেসকো'র ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ অফ হিউম্যানিটি বা মানবজাতির অমূল্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতিনিধিত্বমূলক তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ভারতের দীপাবলি উৎসব। এক্স হ্যান্ডেলে ইউনেসকো'র পক্ষ থেকে লেখা হয়েছে, 'দীপাবলিকে হেরিটেজ স্বীকৃতি। অভিনন্দন ভারত।'

এক বার্তায় ইউনেসকো'র পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, দীপাবলি অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে শুভ শক্তির জয়ের প্রতীক। দীপাবলির আলো শুভর বার্তা দেয়। জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে সবাই এই উৎসবে যোগ দেন। শুধু আধ্যাত্মিক কারণে নয়, দীপাবলি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যেরও প্রতীক। উৎসব উপলক্ষ্যে বাড়ির মেয়েরা দরজার সামনে রঙ্গোলি দেন। তৈরি করা হয় রঙিন প্রদীপ।

দীপাবলির পাশাপাশি ইউনেসকো'র এবারের হেরিটেজ তালিকায় স্থান পেয়েছে আইসল্যান্ডের সুইমিং পুল সংস্কৃতি, হাইতির কম্পাস, ঘানার সংগীত ও নৃত্য, জর্জিয়ার গম সংস্কৃতি ও ইথিয়োপিয়ার নববর্ষ গিফাতা ওলাইতা। এই হেরিটেজ স্বীকৃতিতে নয়াদিল্লিতে অকাল দীপাবলির আয়োজন করা হয়েছে। মূল কেন্দ্রটি হচ্ছে লালকেল্লা। প্রদীপ জ্বালানোর পাশাপাশি সেখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। দিল্লির সংস্কৃতিমন্ত্রী কপিল শর্মা জানিয়েছেন, আলো জ্বালানো হবে সমস্ত সরকারি ভবনে। শহরজুড়ে তৈরি হয়েছে দীপাবলির বিশেষ বাজার।

চার বছর আগে বিশ্ব ঐতিহ্যের (ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ) তকমা পায় কলকাতার দুর্গাপুজো। ২০২১-এর ১৫ ডিসেম্বর প্যারিসে ইউনেসকো'র আন্তঃসরকারি কমিটির ১৬তম অধিবেশনে ওই স্বীকৃতি দেওয়া হয়। সামাজিক মিলন ও শিল্পসৃষ্টির আদর্শ ক্ষেত্র হিসেবে ইউনেসকো'র স্বীকৃতি পাওয়ায় বিশ্বের কাছে মর্যাদা বেড়েছে দুর্গাপুজোর।

এরপর দশের পাতায়

শিকারপুরে চিতাবাঘের আতঙ্ক

বুল নমদাস

নয়ারহাট, ১০ ডিসেম্বর : বুধবার ভরদুপুরে চিতাবাঘের আতঙ্ক ছড়াল শিকারপুরের মতো জায়গায়। যার ধারেকাছে ৩০ কিলোমিটারের মধ্যে কোনও জঙ্গল নেই। মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের বড়দোলার বাসিন্দা গণেশ বর্মন গোরুকে জল খাওয়াতে নিয়ে গিয়েছিলেন স্থানীয় জলাশয়ে। তখন তাঁর ওপর কোনও বুনো হামলা চালায়। বছর পঞ্চাশের গণেশের মাথায় থাবা দিয়ে আঘাতের মতো জখম রয়েছে। তাঁর একটি চোখও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গণেশ নিশ্চিত করে বলতে না পারলেও সেই ঘটনা জানাজানি হতেই এলাকায় চিতাবাঘের আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

এদিন রক্তাক্ত অবস্থায় গণেশকে প্রথমে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। জখম গণেশের সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হয়নি। তবে জীবন বর্মন নামে স্থানীয় এক ব্যক্তির দাবি, তিনি চিতাবাঘটি দেখেছেন। হামলা চালিয়ে চিতাবাঘটি পাশেই এক ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ। কোচবিহারের ডিএফও অসিতাভ চট্টোপাধ্যায়, এডিএফও বিজন নাথ, মাথাভাঙ্গার রেঞ্জ অফিসার সুদীপ দাস সহ বন দপ্তরের কর্মীরাও ঘটনাস্থলে যান। প্রাক্তন বনমন্ত্রী হিতেন বর্মন ঘটনাস্থলে আসেন। বন দপ্তরও চিতাবাঘের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছে না। ডিএফও'র বক্তব্য, 'হামলার ধরন ও পায়ের ছাপ খতিয়ে দেখে রাতভর এলাকায় নজরদারি চালানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। খাঁচাও বসানো হয়েছে। এলাকার মানুষকে সাবধানে থাকতে চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'সরকারি নিয়ম অনুযায়ী আহত ব্যক্তির চিকিৎসার খরচ বন দপ্তর বহন করবে।'

এদিন দুপুর একটা নাগাদ বাড়ির কাছে বাঁশঝাড়ের পাশে গোরুকে জল খাওয়াতে গিয়েছিলেন গণেশ।

তখন আহত ব্যক্তির চিকিৎসা চলছিল মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে।

বলা হয়েছে। সেইসঙ্গে আতঙ্কে না ভোগার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।'

কয়েকদিন আগেই পার্শ্ববর্তী বৈরাগীরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সাতগাছি গ্রামে চিতাবাঘের হামলায় এক তরুণী সহ ছয়জন জখম হয়েছিলেন। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই এদিন বড়দোলায় অজানা জন্তুর হামলায় নতুন করে আতঙ্ক ছড়াল। সাতগাছিতে হামলাকারী চিতাবাঘটিকে বন দপ্তর শেষপর্যন্ত পাকড়াও করতে পেরেছিল। কিন্তু এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত বড়দোলায় কোনও চিতাবাঘের হদিস মেলেনি। ডিএফও অসিতাভ অদূরেই রয়েছে মরা সুটঙ্গা নদী। নদীর পাড়ে বাঁশঝাড় ও ঝোপজঙ্গল রয়েছে। আচমকাই সেই বুনো তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই তাঁর বাম চোখ ও মাথায় থাবা বসিয়ে দেয়। গণেশের আর্তচিৎকারে আশপাশের লোকজন জড়ো হন। তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। স্থানীয় মঙ্গলচন বর্মনের বক্তব্য, 'চিৎকার শুনে আমরা দৌড়ে এসে দেখি তাঁর চোখ দিয়ে রক্ত পড়ছে। তাঁর মুখেই শুনেছি চিতাবাঘ তাঁর ওপর হামলা চালিয়েছে।' জখম ব্যক্তির দাদা দীনেশ বর্মনেরও বক্তব্য,

এরপর দশের পাতায়

জীবনের হাতে ভোটের ঘুঁটি

রাজবংশী ভোটে নয়া সমীকরণ

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১০ ডিসেম্বর : উত্তরবঙ্গের শীত এখনও সেভাবে কুয়াশার পর্দা নামায়নি, কিন্তু রাজনৈতিক আবহাওয়ায় কুয়াশার ঘনত্ব যেন কয়েকগুণ বেড়ে গিয়েছে। ২০২৬-এর ভোট যত এগিয়ে আসছে, ততই জল্পনা গাঢ় হচ্ছে গুয়াহাটির এক অজ্ঞাত ঠিকানাকে ঘিরে। যেখানে নিরাপত্তাবলয়ের ভেতরে বসে কেএলও সুপ্রিমো জীবন সিংহ ভোটের ঘুঁটি সাজাচ্ছেন; চেষ্টা করছেন নতুন সমীকরণ তৈরির। আর সেই সমীকরণের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে রাজবংশী ভোট, আর তার চারপাশে ঘুরছে উত্তরের রাজনীতির অদৃশ্য চাকা। জীবনকে অজ্ঞাতবাসে রেখেছে কেন্দ্রীয় সরকার। সেখানে বসে জীবনের ভোট নিয়ন্ত্রণের চেষ্টায় যে কেন্দ্রীয় সরকারি দল বিজেপিরই মুনাফা হবে আপাতত তা স্পষ্ট। সেই আবহেই বিধানসভার আগে উত্তরের রাজবংশী ভোটব্যাংক নিয়ে নতুন করে হিসেব কষা শুরু হয়েছে। জীবন সক্রিয় হতেই মেপে পা ফেলতে চাইছে তৃণমূল নেতৃত্বও।

উত্তরবঙ্গের বহু আসনে রাজবংশী ভোট নির্ণায়ক ভূমিকা নেয়। তাই সেই ভোট পেতে মরিয়া শাসক, বিরোধী দুই পক্ষই। বঞ্চনা, পৃথক রাজ্যের দাবি সহ নানা কারণে শেষ কয়েকটি নির্বাচনের নিরিখে উত্তরের রাজবংশী ভোটের একটা বড় অংশই বিজেপির দিকে ঝুঁকে রয়েছে। রাজবংশী ভোট নিশ্চিত করতে নগেন রায়কে সাংসদ বানিয়েছিল পদ্ম শিবির। তবে সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে সমীকরণের ছবি ক্রমেই বদলাচ্ছে। সাংসদ হওয়ার পর থেকেই নানা সময় প্রকাশ্যেই বিজেপির বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন নগেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে নগেনের সখ্য বিজেপির অভ্যন্তরে নানা প্রশ্ন তুলেছে। গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের আর এক পক্ষের নেতা বংশীবদন বর্মনের ভূমিকা নিয়েও জল্পনা তুঙ্গে। তৃণমূলের সহযোগী দল হিসাবে গত কয়েকটি নির্বাচনে ঘাসফুলে ভোট দেওয়ার আবেদন করেছিলেন বংশীবদনরা। এবার উত্তরের রাজবংশী অধ্যুষিত ২৫টি আসন তাদের না ছাড়লে তাঁরা যে তৃণমূলের সঙ্গ ছাড়তে পিছপা হবেন না সেকথা ইতিমধ্যেই ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিয়েছেন বংশীবদন। এতদিন রাজবংশী ভোটের মূল নিয়ন্ত্রক হিসাবে নগেন এবং বংশীবদন এই দুই পক্ষকেই বোঝানো হত। ২০২৬-এর বিধানসভার আগে তিনি যে তৃতীয় পক্ষ হিসাবে মাঠে নামছেন তা স্পষ্ট করেছেন জীবন।

গুপ্ত ছক

- গুয়াহাটির অজ্ঞাত ঠিকানা থেকেই উত্তরের রাজবংশী ভোট নিয়ন্ত্রণে ছক কষছেন জীবন সিংহ
- কামতাপুর সেপারেট স্টেট ডিমান্ড কমিটির মাধ্যমেই কাজের পরিকল্পনা করেছেন
- তৃণমূলের বিরোধিতা করলেও রাজ্য বিজেপির নেতাদের উপর ভরসা নেই কেএলও সুপ্রিমোর
- বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের উপর আস্থা রয়েছে স্টেট ডিমান্ড কমিটির নেতৃত্ব এবং জীবন উভয়েরই
- নগেন ও বংশীপন্থী গ্রেটার কোচবিহারের নেতা, কর্মীদেরও একত্রিত করতে বৈঠক শুরু

এক্সক্লুসিভ উত্তরবঙ্গ সংবাদ

কেএলও চিফের কথা, 'পৃথক রাজ্যের দাবিদার সব পক্ষের সঙ্গেই কথা হয়েছে। আমাদের সব বোঝাপড়া কেন্দ্রের সঙ্গে। তৃণমূল এবং বিজেপির বেশ কিছু নেতার সঙ্গেও আমার নিয়মিত যোগাযোগ আছে। সবাইকে নিয়েই ঐক্যবদ্ধভাবেই এবার মাঠে নামছি।' প্রশাসনের অন্দরে কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে, কামতাপুর সেপারেট স্টেট ডিমান্ড কমিটির মাধ্যমেই কাজের পরিকল্পনা করেছেন জীবন। কমিটির নেতারাও অবশ্য সেকথা অস্বীকার করেননি। গোপন আস্তানায় গিয়ে দিনকয়েক আগেই জীবনের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ বৈঠক করেছেন কমিটির মুখপাত্র অনন্ত বর্মন। তাঁর বক্তব্য, 'আমাদের দল কয়েক বছর আগে তৈরি হলেও জীবন সিংহই আমাদের অভিভাবক।

এরপর দশের পাতায়

সাক্ষীকে মেরে ফেলার ছক, নিশানায় শাহজাহান

রিমি শীল

কলকাতা, ১০ ডিসেম্বর : জেলে বসে একে-তাকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে ছিলই। বুধবার তাঁর বিরুদ্ধে মামলার এক সাক্ষীর দুর্ঘটনায় পড়া নিয়েও অতীতে সন্দেশখালির 'বেতাজ বাদশা'র দিকে আঙুল উঠেছে। ওই দুর্ঘটনায় সাক্ষী জখম হয়েছেন। নিহত হয়েছেন তাঁর ছেলে ও গাড়িচালক। সাক্ষী দিতে যাওয়ার পথে বুধবার দুর্ঘটনাটি ঘটে বাসন্তী হাইওয়েতে।

ডিসানে নার্সিং পড়ে
ডিসানেই নার্স!
হ্যাঁ, তাই।
90 5171 5171
Desun Nursing School & College
Kolkata | Siliguri
(A Desun Hospital Initiative)

শাহজাহানের বিরুদ্ধে সিবিআইয়ের একটি মামলায় আদালতে সাক্ষ্য দিতেই যাচ্ছিলেন ভোলানাথ ঘোষ। ভাগ্যক্রমে তিনি বেঁচে গিয়েছেন। একটি ১০ চাকার লরি সামনে থেকে এসে তাঁদের গাড়িকে ধাক্কা মারে বলে অভিযোগ। দুর্ঘটনার জেরে দুটি গাড়িই রাস্তার পাশে নয়ানজুলিতে পড়ে যায়। তাতে ভোলানাথ ও তাঁর সহযাত্রীরা গাড়িতে আটকে পড়লেও লরিচালক পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ।

এরপর দশের পাতায়

খেলা ও ছেলেবেলা

ধু-ধু প্রান্তরে শুধুই আনন্দ। জীবন যেন মধুময়। কুমারগঞ্জে অভিজিৎ সরকারের তোলা ছবি।

কোচবিহার ভবনের ভাড়ায় চক্ষু চড়কগাছ

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১০ ডিসেম্বর : কলকাতার সল্টলেকে থাকা কোচবিহার ভবনের ঘরভাড়া যেন মূল্যবৃদ্ধির নতুন রেকর্ড তৈরি করেছে। গত বছরদুয়েকের মধ্যে কোচবিহার ভবনের বিভিন্ন ঘরের ভাড়া চার-পাঁচগুণ করে বেড়ে গিয়েছে। সেই ঘর ভাড়া করতে হয় কোচবিহারে জেলা শাসকের দপ্তরে গিয়ে। আগ্রহীরা সস্তায় কলকাতায় থাকার জায়গা খুঁজতে সেখানে যাচ্ছেন। আর ঘরের ভাড়া শুনে চোখে সর্ষেফুল দেখছেন।

পকেটে টান

- ডর্মিটরির ভাড়া ৬০ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ৩০০ টাকা
- ২০০ টাকার নন-এসি ঘরের ভাড়া হয়েছে ১০০০ টাকা
- শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরের ভাড়া ৪০০ টাকা থেকে হয়েছে ১৫০০ টাকা

কোচবিহারের উন্নয়নের জন্য তথা কোচবিহারবাসীর সুবিধার জন্য মহারাজারা একটা মোটা পরিমাণ অর্থ রেখে গিয়েছিলেন। তা কোচবিহার ডেভেলপমেন্ট ফান্ড হিসাবে পরিচিত। মহারাজাদের রেখে যাওয়া সেই ডেভেলপমেন্ট ফান্ডের টাকা দিয়েই কোচবিহারবাসীর সুবিধার জন্য কলকাতার সল্টলেকে কোচবিহার ভবন তৈরি করা হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল চিকিৎসা, লেখাপড়া সহ বিভিন্ন জরুরি কাজে কলকাতায় যাওয়া কোচবিহারের সাধারণ মানুষ যাতে সেখানে কম খরচে থাকতে পারেন। কিন্তু সেই ভবনের ভাড়া এখন সাধারণ মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে চলে গিয়েছে।

আগে যে ডর্মিটরির ভাড়া ছিল ৬০ টাকা, সেটা বেড়ে হয়েছে ৩০০ টাকা। ২০০ টাকার নন-এসি ঘরের ভাড়া করা হয়েছে ১০০০ টাকা। আর শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরের ভাড়া ছিল ৪০০ টাকা। সেটা হয়েছে ১৫০০ টাকা। কোচবিহারের বাসিন্দা শিবশংকর বসু বলেন, 'দেড়-দুই বছর আগেও কোচবিহার ভবনে গিয়ে থেকেছি। তখন তো ভাড়া অনেক কম ছিল। ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় ছেলের একটা পরীক্ষা পড়েছে।

এরপর দশের পাতায়

এডিশন স্পেশাল

যৌন হিংসার শিকার শত কোটি

» সাতের পাতায়

'নকল' ভিনটেজ কারে শখপূরণ বরবাবাজির

বিয়ে জীবনের একটা মাইলস্টোন। দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে কসুর করেন না কেউই। পকেটের একটু জোর থাকলে তো হয়েই গেল। এই যেমন এখন পাত্রের পছন্দের তালিকায় ঢুকে পড়েছে ভিনটেজ কার। কিন্তু আসল গাড়ি আর কোথায় মেলে!

বিয়ে অভিযান

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ১০ ডিসেম্বর : মালদা শহরের অতুল চন্দ্র মার্কেট। সারে সারে দাঁড় করানো রোলস রয়েস, ল্যাম্বরগিনি, বিএমডব্লিউয়ের মতো চোখধাঁধানো গাড়ি। কাছে গিয়ে একটু খুঁটিয়ে দেখলেই অবশ্য ভুল ভাঙবে। এসব একদম আসলের মতো দেখতে নকল গাড়ি। তবে দুধের স্বাদ তো ঘোলেও মেটে। মালদায় এখন এই নকল রোলস রয়েস বা ল্যাম্বরগিনি চেপেই বিয়ে করতে যান বরমশাই।

বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে সেই গাড়িগুলো ভাড়া দেওয়া হয়। মূলত বিয়ের অনুষ্ঠানে, বরযাত্রীর শোভাযাত্রায় সুসজ্জিত এই গাড়িগুলোতে মধ্যমণি হয়ে বসে থাকেন বর। ইদানীং মালদা শহরে বিয়ের অনুষ্ঠানে এই ধরনের গাড়ির চাহিদা বেড়েছে। ভাড়াও আয়ত্তের মধ্যেই থাকে। ৫ থেকে ১০ হাজার টাকার মধ্যে। তবে দূরত্বের উপর নির্ভর করে এই অঙ্কটা বাড়ে-কমে। 'দামি বিদেশি কোম্পানি'র গাড়ি ছাড়া এখন যেন বরের আগমন শোভাই পায় না শহরে।

অতুল চন্দ্র মার্কেটে দাঁড় করানো এই গাড়িগুলো নিয়ে প্রশ্ন করলে রাজেশ বিহারি নামে এক ব্যক্তি বললেন, 'গাড়িগুলো শুধু ব্র্যান্ডেড কোম্পানির ডিজাইনকে অনুকরণ করে বানানো হয়েছে। একটিও বিদেশি নয়। বরং সবক'টি গাড়ির বডি বা বাইরের অংশটা স্থানীয় গাড়ির মিস্ত্রিরাই বানিয়েছেন।' কিন্তু এভাবে পরিচিত গাড়ি কোম্পানির লোগো ব্যবহার করা কি বেআইনি নয়? সেকথা অবশ্য মেনে নিয়েছেন গাড়ির মালিকরা। তবে তাঁদের কথায়, 'খারাপ কাজ তো করছি না। এভাবে না বানালে কি আর লক্ষ লক্ষ টাকার গাড়ি বিয়েবাড়িতে ভাড়া খাটত? লোকজনের শখপূরণ হত?' এক গাড়ির মালিকের সাফাই, 'অনুষ্ঠান বাড়ি ছাড়া এই গাড়ি রাস্তায় চলে না। আমরা শোভাযাত্রা ছাড়া এই গাড়ি ভাড়াও দিই না। হতে পারে, এমনটা করা অবৈধ, কিন্তু কারও কোনও ক্ষতি না করে লোকজন একটু খুশি হলে ক্ষতি কী?'

বিয়ের জন্য সাজানো হয়েছে গাড়ি।

আসলে বরযাত্রীর শোভাযাত্রার চেহারাই তো আমূল বদলে গিয়েছে। জমিদারবাড়ির বিয়েতে একটা সময় হাতি, ঘোড়া ও পালকির চল ছিল। মালদা শহরের বিশিষ্ট জমিদার আশুতোষ চৌধুরী, মনমোহন সাহা কিংবা বরকত গনি খান চৌধুরীর বাবা হায়াত খান চৌধুরীরা হাতির পিঠে চেপে বিয়ে করতে গিয়েছিলেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে। আর কনে আসত পালকিতে চেপে। তার জন্যও শোভাযাত্রার আয়োজন করা হত। আশুতোষ চৌধুরী পরিবারের তৃতীয় প্রজন্মের সদস্য ব্রতেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বললেন, 'আশুতোষ আমার প্রপিতামহ। বাবার কাছে শুনেছি তিনি হাতির পিঠে চেপে পালকি নিয়ে বিয়ে করতে গিয়েছিলেন।'

এখন সেই জমিদারি প্রথাও নেই, সেই হাতির পিঠে চাপা বরও নেই। তবে বিএমডব্লিউ চেপে বিয়ে করতে যাওয়ার ইচ্ছতই আলাদা। হোক না সে নকলই। বলছে মালদার তরুণ প্রজন্ম। এখন বর চাপেন ফুল দিয়ে সাজানো গাড়িতে। সঙ্গে থাকে ভ্রাম্যমাণ আলোকসজ্জার সারি। শহরের ১ নম্বর গভঃ কলোনি এলাকার বাসিন্দা শংকর চক্রবর্তীর কথায়, 'সপ্তাহখানেক আগেই ছেলের বিয়েরজন্য ল্যাম্বরগিনি গাড়িটি ভাড়া করেছিলাম। ফুল দিয়ে সাজিয়ে ভাড়া পড়েছিল ১০ হাজার টাকা। ইচ্ছে ছিল রোলস রয়েস নেওয়ার। কিন্তু সেটা আগে থেকেই বুক হয়ে গিয়েছিল।' স্মৃতিচারণ করে শংকর বললেন, 'আমরা তো সাদা অ্যাম্বাসাডরে চেপে বিয়ে করতে গিয়েছিলাম। যুগের সঙ্গে সবকিছু বদলেছে। বরযাত্রীর শোভাযাত্রা এখন এইসব গাড়ি ছাড়া মানায় না।'

পাহাড় কাঁপছে, দিনেই সমতল উষ্ণ

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১০ ডিসেম্বর : এবার আর গুড় খেতে হবে না, কথাগুলি বলার সময় আক্ষেপ ঝরে পড়ল আব্বাসউদ্দিনের গলায়। শীতের চাদর একটু ভারী হলেই গজলডোবার টাকিমারিতে ব্যস্ততা বেড়ে যায় প্রৌঢ় আব্বাসউদ্দিনের। সাতসকালে খেজুরের রস কেনা, জ্বাল দিয়ে গুড় তৈরি করে আমবাড়ি, শিলিগুড়িতে তা নিয়ে এসে বিক্রি করা। ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি, তিন দশকের বেশি সময় ধরে শীতের রুটিন। এসময় তাঁর ব্যস্ততা এতটাই থাকে যে, 'পরে কথা হবে' বলে পাশ কাটান। কিন্তু এখন দুপুরের রোদ অলস শরীরে মাখছেন আব্বাসউদ্দিন। কাজ, ব্যস্ততা নিয়ে প্রশ্ন করতেই, উত্তর এল, 'শীত কোথায় যে রস পাব?'

ঠান্ডার প্রকোপ যে নেই, তা নয়। রাত হলেই পারদ পতন ঘটছে হুহু করে। বুধবার তো দার্জিলিংয়ের তাপমাত্রা পৌঁছে যায় ৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে। গ্যাংটক দাঁড়িয়ে ৭.৮-এ। অথচ শিলিগুড়ির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৩.৭ এবং কোচবিহারে অনেকটা কমে ৯.৯ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। পাহাড়ে শুধু রাতে নয়, দিনের আলোতেও রয়েছে ঠান্ডার প্রকোপ। কিন্তু সমতলে দিনে সেই পরিস্থিতি নেই। আব্বাসউদ্দিনের কথায়, 'সূর্য উঠতেই তো শীত উধাও। রাতের রস দিনে জল হয়ে যাচ্ছে।' জাঁকিয়ে ঠান্ডা না পড়লে যে খাঁটি খেজুর গুড় মিলবে না, স্পষ্ট হয় তাঁর বক্তব্যে। শীতের এমন সময় ঠান্ডা না পড়া, অতীতে দেখা যায়নি বলে শিলিগুড়ি থেকে কোচবিহার, সর্বত্র আলোচনা। নিউ আলিপুরদুয়ারের রত্না দেবনাথের বক্তব্য, 'রাত এবং দিনের আবহাওয়ায় এমন পার্থক্য আগে দেখিনি। দিনে তো যথেষ্ট গরম লাগছে।' জলপাইগুড়িতে এদিন

খামখেয়ালি শীত

- শক্তিশালী পশ্চিমী ঝঞ্ঝার অভাবে জলীয় বাষ্পের জোগান বন্ধ, মেঘমুক্ত আকাশ
- উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে আসছে না উত্তুরে হাওয়া, কাঁপনহীন উত্তরের সমতল
- বঙ্গোপসাগরে একাধিক নিম্নচাপ সৃষ্টিতে বিপরীতধর্মী ঘূর্ণাবর্ত তৈরি না হওয়ায় এমন পরিস্থিতি

দিনের তাপমাত্রা ছিল ৩০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। পান্ডাপাড়ার জিতেন সরকার বললেন, 'মনেই হচ্ছে না আজ ডিসেম্বরের ১০ তারিখ।'

দু'-একদিনের মধ্যে উত্তরে জাঁকিয়ে ঠান্ডা পড়বে, এমন পূর্বাভাস দিতে পারছে না আবহাওয়া দপ্তরও। বরং এবার কনকনে শীত যে বিলম্বিত, তা স্পষ্ট করে দিচ্ছেন আবহবিদরা। সাধারণত পশ্চিমী ঝঞ্ঝার ওপর নির্ভরশীল এই অঞ্চলের শীত। কিন্তু এখনও শক্তিশালী ঝঞ্ঝার উপস্থিতি নেই। তাৎপর্যপূর্ণভাবে অক্টোবরের শেষ এবং নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে শক্তিশালী ঝঞ্ঝা পাওয়া গিয়েছিল, যার জন্য পূর্ব ও উত্তর সিকিমে তুষারপাত ঘটেছিল। কিন্তু অসময়ে মিললেও, সময়ে দেখা নেই। মিলছে না উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে আসা উত্তুরে হাওয়াও। ফলে দিনে মিলছে না শীতের আমেজ। আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহার কথায়, 'কয়েকটি ঝঞ্ঝা এলেও তা শক্তিশালী না হওয়ায় উপর দিয়ে উত্তরে বেরিয়ে যাচ্ছে। এই অঞ্চলের হিমালয়ে ধাক্কা খাওয়ার মতো ঝঞ্ঝা এখনও অনুপস্থিত। ফলে দিনের তাপমাত্রায় তেমন হেরফের ঘটছে না। তার জন্য আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।'

এমন পরিস্থিতি কেন? আঙুল তোলা যায় বঙ্গোপসাগরের দিকেই। বঙ্গোপসাগরে একের পর এক নিম্নচাপ সৃষ্টি হওয়ায় বিপরীতধর্মী ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়নি বা হওয়ার সুযোগ মেলেনি। ফলে উত্তরের আকাশ দিনের পর দিন থাকছে মেঘমুক্ত। জলীয় বাষ্পের অভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনাও তৈরি হচ্ছে না। ফলে মেঘমুক্ত আকাশের তেজে উত্তরবঙ্গ টেরই পাচ্ছে না এখন অগ্রহায়ণ।

খেজুরের রস গাঢ় না হলে পৌষের পিঠে-পায়েস কি জমাট বাঁধবে, দুশ্চিন্তা বাঙালির উৎসবের হেঁশেলে!

পর্যটনকেন্দ্র তো হল, বনছায়ার প্রচার কই

সমীর দাস

কালচিনি, ১০ ডিসেম্বর : রাজ্য সরকার তথা আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এক নতুন পর্যটনস্থল তৈরি হয়েছে কালচিনি ব্লকের বনছায়াবস্তিতে। পুজোর আগে সেখানে জেলা প্রশাসনের আর্থিক সহযোগিতায় কয়েকটি হোমস্টেও চালু হয়েছে। তবে পুজোর ভরা মরশুমে হাতেগোনা কিছু পর্যটক সেখানে এসেছেন। এই অবস্থায় স্থানীয় হোমস্টের মালিক ও বাসিন্দারা আশা করছেন আসন্ন পর্যটন মরশুমে হয়ত পর্যটন ব্যবসার প্রসার ঘটবে সেখানে। স্থানীয়দের দাবি, প্রশাসনের তরফে যদি ওই পর্যটনস্থলের প্রচার করা হয়, তাহলে হয়তো চাঙ্গা হবে বনছায়ার পর্যটনশিল্প।

প্রায় দু'বছর আগে কালচিনি ব্লকের গাঙ্গুটিয়া বনবস্তি ও কুমারগ্রাম ব্লকের ভুটিয়া বনবস্তির ৬৫টি পরিবারকে ভাটপাড়া চা বাগান সংলগ্ন সরকারি জমিতে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। তবে এখনও সেখানে পরিকাঠামোগত উন্নয়নের কাজ অসমাপ্ত। তাই পরিকাঠামোগত কাজ দ্রুত শেষের দাবিও উঠেছে স্থানীয় মহলে। এই বিষয়ে আলিপুরদুয়ারের এডিএম (ল্যান্ড) আদিত্য বিক্রম সাইনি জানিয়েছেন, গ্রামবাসীদের তরফে এখনও কোনও লিখিত দাবি জানানো হয়নি। দাবি জানানো হলে জেলা শাসককে জানিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।

হোমস্টে তৈরি করে প্রস্তুত বনছায়াবস্তি।

স্থানীয় বাসিন্দা মণি লামা বলেন, 'পুনর্বাসন দেওয়া হলেও বাসিন্দাদের রুজিরোজগার নেই। জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় অনেকেই হোমস্টে খুলেছেন। তবে সেভাবে প্রশাসনের তরফে প্রচার না হওয়ায় পর্যটকরা নতুন ওই পর্যটনকেন্দ্রের কথা জানতে পারছেন না।' আরেক বাসিন্দা তথা পর্যটন উদ্যোক্তা রামকুমার লামা জানিয়েছেন, ওই গ্রামটিকে আর্ট ভিলেজ হিসেবে গড়ে তুলতে তাঁরা উদ্যোগ নিয়েছেন। সেখানে বিভিন্ন জনজাতির শিল্প ও সংস্কৃতি তুলে ধরা হবে। জেলা প্রশাসনের তরফে পরিকাঠামো তৈরি হচ্ছে ঠিকই তবে আরও দ্রুত কাজ হলে পর্যটনশিল্পের প্রসার ঘটবে।

এলাকায় দীর্ঘদিন আগে একটি কমিউনিটি হল ও একটি মুক্তমঞ্চ তৈরির কাজ শুরু হলেও এখনও অর্ধসমাপ্ত রয়েছে। জেলা প্রশাসনের তরফে বনছায়াবস্তি সংলগ্ন বায়োডাইভার্সিটি পার্ক তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হলেও সেই কাজও শুরু হয়নি। এসব হলে বনছায়াবস্তি জেলার অন্যতম পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে জায়গা করে নেবে বলে মনে করছেন বাসিন্দারা।

অন্যদিকে, ওই বস্তিতে ১৬টি হোমস্টে তৈরি হচ্ছে প্রশাসনের সহযোগিতায়। জেলা প্রশাসনের তরফে ১ লক্ষ টাকা করে এর জন্য অনুদান দেওয়া হচ্ছে। ১০টি হোমস্টের মালিক ৫০ শতাংশ অনুদানের টাকা ইতিমধ্যে পেয়েছেন। ৭টি হোমস্টে ইতিমধ্যে তৈরি হয়ে গিয়েছে। এবার জেলা তথা রাজ্যের বিভিন্ন পর্যটনমেলায় নতুন ওই পর্যটনকেন্দ্রের তথ্য তুলে ধরার দাবি জানিয়েছেন বাসিন্দারা।

জেসিআই-এর স্বীকৃতি পেল ডিসান

নিউজ ব্যুরো

১০ ডিসেম্বর : ডিসান হাসপাতাল, কলকাতা, একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক অর্জন করল। ডিসান জয়েন্ট কমিশন ইন্টারন্যাশনাল (জেসিআই)-এর স্বীকৃতি লাভ করল। এই স্বীকৃতি স্বাস্থ্য পরিষেবার মান এবং রোগী সুরক্ষার বিশ্বমানের পরিমাপক। এই স্বীকৃতি পাওয়ার ফলে ডিসান হাসপাতালের নাম বিশ্বের সেইসব 'এলিট' হাসপাতালের তালিকায় যুক্ত হল, যারা প্রতিনিয়ত সর্বোচ্চ গুণমানের স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করে। হাসপাতালের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর সজল দত্ত বলেন, 'ডিসান পূর্ব ভারতের একমাত্র হাসপাতাল হিসেবে এই স্বীকৃতি পেল।'

রাস্তায় গন্ডার

নাগরাকাটা, ১০ ডিসেম্বর : বুধবার সকালে একটি গন্ডারকে রাস্তা পেরোতে দেখে চমকে যান স্থানীয়রা। গন্ডারটি গ্রাসমোড় চা বাগান লাগোয়া ১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক পেরিয়ে জঙ্গলের দিকে চলে যায়। জলপাইগুড়ি ডিভিশনের ডিএফও বিকাশ ভি জানিয়েছেন, গন্ডারটিকে বনকর্মীরা নজর রেখেছেন। এদিন সকালে দোকান খুলে বাইরে বেরিয়েছিলেন নারায়ণ প্রধান। তিনি গন্ডারটিকে দেখতে পেয়ে হতবাক হয়ে যান। নারায়ণ বলেন, 'দ্রুত এক পাশের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে গন্ডারটি রাস্তা পেরিয়ে অন্য পাশে চলে যায়। এর আগে এখানে গন্ডার দেখা যায়নি।'

দিল্লির প্যারেডে তন্ময়

ডালখোলা, ১০ ডিসেম্বর : শ্রী অগ্রসেন মহাবিদ্যালয়ের মুকুটে জুটল নতুন পালক। ২০২৬ সালে দিল্লিতে ৭৭তম প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পেলেন কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র তন্ময় সরকার। ২০২৬ সালের প্রজাতন্ত্র দিবসে দেশের বিভিন্ন কলেজের এনএসএস-এর ১০০ জন স্বেচ্ছাসেবক দিল্লির জমকালো অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পেয়েছেন। এঁদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের চার পড়ুয়া রয়েছেন। উত্তরবঙ্গ থেকে তন্ময়ই একমাত্র সুযোগ পেয়েছেন।

Uttar Banga Krishi Viswavidyalaya
Pundibari, Cooch Behar
Notice Inviting Tender (NIT)
Online tenders are being invited from reputed agencies for supply and installation of various laboratory instruments. For details please visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Registrar (Actg.)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৮৩৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৯০০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২২৬০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৮৭৬৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৮৭৭৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

যোগাযোগের মূল ভিত্তির জন্য ৪ × ৪৮ ফাইবার ওএফসি সরবরাহ

টেন্ডার নং : এন_০১_এইচকিউ-২০২৫-২৬, তারিখ : ০৮-১২-২০২৫, নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; কাজের নাম : এইচইউএন৬ সেকশনের অধীনে রঙিয়া ডিভিশনের নিউ বোঙ্গাইগাঁও - গোয়ালপাড়া টাউন - কামাখ্যা (১৭৬ আরকেএম) এবং গোলকগঞ্জ থেকে অভয়াপুরী (৮৪.৮৪ আরকেএম) সেকশনে যোগাযোগের মূল ভিত্তির জন্য ৪ × ৪৮ ফাইবার ওএফসি -এর ব্যবস্থা। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য : ২৬,৩৫,৬৬,৫৬৭.৪২/- টাকা; বায়না মূল্য : ১৪,৬৭,৮০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০৭-০১-২০২৬ তারিখে ১২:০০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডেপুটি সিএসটিই/এইচকিউ, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: কেআইআর/ইএনজিজি./৬৯ অব ২০২৫, তারিখ: ০৫-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং. ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: কাটিহার ডিভিশনের কানকি (কেকেএ) স্টেশনে র‍্যাম্প সহ ৬ মিটার প্রশস্ত এফওবির ব্যবস্থা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। টেন্ডার মূল্য: ৮,৪১,৯৬,৭৮৪.০২ টাকা; বিড সিকিউরিটি: ৫,৭১,০০০.০০ টাকা। টেন্ডার নং. ২। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: এডিইএন/মালদা টাউনের অধিক্ষেত্রের অধীনে একলাখি-গুম্ড মালদা সেকশনে এলসি-১১৬ এর সাথে একত্রিত করে এলসি গেট নং. এলসি-১১৭-এর বিলুপ্তি। টেন্ডার মূল্য: ৪,৬৬,৪৩,৫৮৫.৭৪ টাকা; বিড সিকিউরিটি: ৩,৮৩,২০০.০০ টাকা। টেন্ডার নং. ৩। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: সিনি. ডিইএন/III/কাটিহারের অধিক্ষেত্রের অধীনে সুকনা থেকে দার্জিলিং সেকশনের মধ্যে এনজি টিটিআর ১-এ ৮.৫ (মোট = ৫৩ সেট)। টেন্ডার মূল্য: ১,৪৩,৪৭,২৮৬.১৩ টাকা; বিড সিকিউরিটি: ২,২১,৭০০.০০ টাকা। ৪। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: নিউ জলপাইগুড়ি:- এবিএন/আরপিএসএফ/নিউ জলপাইগুড়ির ব্যারাক নং ৭ এবং ৮ এর জিওয়াইএম-এর দিকে সিপিসি ক্যাপিন টিন শেড প্রতিস্থাপন। টেন্ডার মূল্য: ২৬,২৪,৮৬৫.২৮ টাকা; বিড সিকিউরিটি: ৫২,৫০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ০২-০১-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ০২-০১-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০২-০১-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

e-Tender Notice
Office of the BDO,
Banarhat Block, Jalpaiguri
Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. **e-NIT NO BANARHAT/BDO/NIT-032/2025-2026** Last date of online bid submission **05/01/2026 Hrs 09:00 AM.** For further details you may visit **https://tenders.wb.gov.in**
Sd/-
BDO, Banarhat Block

e-TENDER NOTICE
Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invited e-tender vide N.I.T No:-
1) WBMAD/JM/APAS/eNIT-25/2025-26
Memo No. 4240/JM Date: 08/12/2025
Tender ID: 2025_MAD_5001029_1
Tender ID: 2025_MAD_5001029_2
Tender ID: 2025_MAD_5001029_3
Tender ID: 2025_MAD_5001029_4
Tender ID: 2025_MAD_5001029_5
Tender ID: 2025_MAD_5001029_6
Tender ID: 2025_MAD_5001029_7
Tender ID: 2025_MAD_5001029_8
Tender ID: 2025_MAD_5001029_9
Tender ID: 2025_MAD_5001029_10
Tender ID: 2025_MAD_5001029_11
Tender ID: 2025_MAD_5001029_12
Tender ID: 2025_MAD_5001029_13
Last date of bidding (On line) dated:- December 24, 2025 at 6.55 P.M
Details of which are available in the web portal tenders.wb.gov.in & www.jalpaigurimunicipality.org & in the office of the undersigned during the office hours.
Sd/- Executive Officer
Jalpaiguri Municipality

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং ইএল-এমএলডিটি-টিআরডি-ই-টেন্ডার-০৯৩-এর জন্য ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, তারিখ ০৯.১২.২০২৫। সিনিয়র ডিইই/টিআরডি, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, কার্যালয় ভবন, পো. - ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন - ৭৩২১০২ (প.ব.) নিম্নলিখিত কাজের জন্য অভিজ্ঞ এবং আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন নামী সংস্থা/এজেন্সি/কন্ট্রাক্টরদের থেকে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন : টেন্ডার নং : ইএল-এমএলডিটি-টিআরডি-ই-টেন্ডার-০৯৩। কাজের নাম : পূর্ব রেলওয়ের মালদা ডিভিশনের বর্তমান স্কাডা প্রণালীটি আরডিএসও কর্তৃক জারি করা সাম্প্রতিকতম স্পেসিফিকেশন নং টিআই/এসপিসি/আরসিসি/স্কাডা/০১৩৪ দ্বারা উন্নয়ন। টেন্ডার মূল্যমান: ৯,১৮,৯৫,০০০ টাকা। বায়নামূল্য: ৬,০৯,৫০০ টাকা। টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য: শূন্য। ই-টেন্ডার জমার তারিখ এবং সময়: ১৯.১২.২০২৫ থেকে ০২.০১.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে পর্যন্ত। ওয়েবসাইট বিবরণ এবং নোটিস বোর্ড : www.ireps.gov.in এবং সিনিয়র ডিইই/ টিআরডি, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস। টেন্ডারদাতাদের ওয়েবসাইটে বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও নথিপত্র দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারের জন্য কোনও পরিস্থিতিতেই ম্যানুয়াল অফারগ্রাহ্য হবে না। (MLD-261/2025-26)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

কর্মখালি

পাবলিক রিলেশন এজেন্সি, কোচবিহারে কম্পিউটার ও ইংরেজিতে দক্ষ ব্যাক অফিস কর্মী চাই। আজ ইন্টারভিউ। M : 9775273453. (C/118936)

অ্যাফিডেভিট

অসম রাইফেলসে কর্মরত স্বামী Ashim Kr. Dey-র সার্ভিস বুকে নিজ নাম Jhimi Dey (wife) থাকায় 05.12.2025 দিনহাটা নোটারিতে 01 নং অ্যাফিডেভিট বলে আধার কার্ড অনুযায়ী আমি Jhimi Deb Dey হলাম। Vill. বালাডাঙ্গা, P.O. বোরোডাঙ্গা, P.S.- দিনহাটা, Dist. কোচবিহার। (S/M)

●

নিজ ভোটার ও আধারে ইংরেজিতে Kanupad Bhadra, LR খতিয়ানে (নং 113) Kanai Bhadra থাকায় দিনহাটা JM (1st. Cl.) কোর্টে (9.12.2025) 2627 নং অ্যাফিডেভিট বলে Kanupada Bhadra, Kanupad Bhadra এবং Kanai Bhadra একই ব্যক্তি হলাম। সাং- রাখালমারি, সাহেবগঞ্জ। (S/M)

●

আমি Krishna Oraon আমার মেয়ের আধার কার্ডে D/O-এর জায়গায় ভুল করে আমার নামের পরিবর্তে, স্ত্রী-র নাম উল্লেখ থাকায় গত 10.12. 25 তারিখে শিলিগুড়ি 1st ক্লাস 3rd কোর্টে J.M দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে, D/O Archana Tirkey পরিবর্তে D/O Krishna Oraon করা হলো। (C/113644)

●

তুফানগঞ্জে জে এম কোর্টে 25/9/25-এ অ্যাফিডেভিট বলে আমার আধার ও ভোটার কার্ডে আমি মনোয়ার হোসেন এবং আমার মেয়ে মৌসুমী খাতুনের জন্ম শংসাপত্রে বাবার নাম হিসেবে আমি মনোয়ার আলি এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। (S/A)

Abridged E-Tender Notice
Tender for eNIT No.- 32(2025-26) Memo No- 4277/BDO, Last date of submission is 22.12.2025. eNIT No.- 33(2025-26) Memo No. 731/PS, last date of submission is 17.12.2025, of Block Development Officer, Balurghat, Dakshin Dinajpur is invited by the undersigned. The details of NIeT may be viewed & downloaded from the website of Govt. of West Bengal **http://wbtenders.gov.in** & viewed from office notice board of the undersigned during office hours.
Sd/- BDO, BLG

বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন ঠিকার ডিসপ্লের জন্যে ই-নিলাম

তিনসুকিয়া মণ্ডলের অন্তর্গত ডিব্রুগড় টাউন, নিউ তিনসুকিয়া, দুলিয়াজান, নাহরকটিয়া এবং মরিয়নির লেভেল ক্রসিং গেট এবং রেলওয়ে কলোনিসমূহে বিজ্ঞাপন ঠিকার ডিসপ্লের জন্যে ই-নিলাম। রেট ইউনিট: বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। ট্রিপস/দিন: ১০৯৬।

অঙ্কন ক্যাটালগ সংখ্যা. টিএসকে-ওওএইচ-২০২৫-৩২

এসাইনিড সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	বিবরণ
এএ/১	এডিভিটি-টিএসকে-ডিবিআরটি-ওএইচ-৮-২২-১ (এডভার্টাইজিং - আউট অফ হোম)	ডিব্রুগড় টাউনের ০৫ টি রেলওয়ে কলোনিতে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন
এএ/২	এডিভিটি-টিএসকে-ডিবিআরটি-ওএইচ-৪-২২-১ (এডভার্টাইজিং - আউট অফ হোম)	ডিব্রুগড় থেকে তিনসুকিয়া স্টেশন খণ্ড পর্যন্ত ৫৯ টি এলসি গেটে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন
এএ/৩	এডিভিটি-টিএসকে-জিএলজিটি-ওএইচ-৭-২২-১ (এডভার্টাইজিং - আউট অফ হোম)	ফরকাটিং থেকে মরিয়নি খণ্ড পর্যন্ত ১৪ টি এলসি গেটে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন
এএ/৪	এডিভিটি-টিএসকে-এনটিএসকে-ওএইচ-১০-২২-১ (এডভার্টাইজিং - আউট অফ হোম)	নিউ তিনসুকিয়া কলোনিতে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন
এএ/৫	এডিভিটি-টিএসকে-এনএইচকে-ওএইচ-১০২-২২-১ (এডভার্টাইজিং - আউট অফ হোম)	নাহরকটিয়া রেলওয়ে কলোনি স্থিত ৩ টি হোর্ডিং বোর্ডের (সর্বমোট এলাকা ১৮৪০.৬৩ বর্গফুট) ডিসপ্লের জন্যে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের ঠিকা
এএ/৬	এডিভিটি-টিএসকে-এমজেএন-ওএইচ-৫-২২-১ (এডভার্টাইজিং - আউট অফ হোম)	মাকুম থেকে ডাংরি খণ্ড পর্যন্ত ১৮ টি এলসি গেটে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন
এএ/৭	এডিভিটি-টিএসকে-এফকেজি-ওএইচ-৬-২২-১ (এডভার্টাইজিং - আউট অফ হোম)	তিনসুকিয়া থেকে ফরকাটিং খণ্ড পর্যন্ত ৪০ টি এলসি গেটে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন
এএ/৮	এডিভিটি-টিএসকে-ডিজেজি-ওএইচ-১০১-২২-১ (এডভার্টাইজিং - আউট অফ হোম)	দুলিয়াজান রেলওয়ে কলোনিতে অবস্থিত ৩ টি হোর্ডিং বোর্ডে (মোট এলাকা ২৩৫৭ বর্গফুট) ডিসপ্লের জন্যে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন ঠিকা

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ৩০-১২-২০২৫ তারিখে ১১.০০ ঘণ্টায় এবং বন্ধ হবে: ১২.৪০ ঘণ্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। লট অনুযায়ী বন্ধ হওয়ার সময় আইআরইপিএসের ই-নিলাম মডিউলে অবলোকন করতে পারবেন।
টোকা: বিস্তৃত তথ্যের জন্যে প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মণ্ডল বাণিজ্য প্রবন্ধক (আইসি), তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

বিভিন্ন ট্রেনে এসএলআর লিজে-এর লাইসেন্স প্রদানের জন্য ই-নিলাম

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অন্তর্গত বিভিন্ন ট্রেনের এসএলআর লিজিং-এর জন্য ই-নিলাম ক্যাটালগ। বিবরণ : এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট)। রেট ইউনিট : প্রতি ট্রিপ লাইসেন্সিং মাসুল।

নিলাম ক্যাটালগ নং: সি-এপি-পিসিএল-লিজ

এসাইনিড নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	ট্রিপস/দিন
এএ/১	১৫৪৬৮-এসএলআর-এফ১-বিএফটি-এসজিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/২	১২৩৭৮-এসএলআর-এফ১-এনওকিউ-এসডিএএইচ-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/৩	১৫৪৬৮-এসএলআর-আর১-বিএফটি-এসজিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/৪	১৫৭৬৯-এসএলআর-এফ২- এপিডিজে-এমএক্সএন-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/৫	১৩১৪২-এসএলআর-আর১-এনওকিউ-এসডিএএইচ -২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/৬	১৫৭৬৯-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-এমএক্সএন-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/৭	১৫৭৬৮-এসএলআর-আর১- এপিডিজে-এসজিইউজে-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/৮	১৫৭৬৮-এসএলআর-এফ২- এপিডিজে-এসজিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/৯	১৩১৫০-এসএলআর-এফ১- এপিডিজে-এসডিএএইচ-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/১০	১৫৭৫৩-এসএলআর-এফ২-এপিডিজে-জিএইচওয়াই -২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/১১	১৫৭৭৮-এসএলআর-এফ২-এপিডিজে-এনজেপি-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/১২	১৫৭৬৮-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-এসজিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/১৩	১৫৪৬৮-এসএলআর-এফ২- বিএফটি-এসজিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/১৪	১৫৪১৭-এসএলআর-এফ২- এপিডিজে-এসএইচটিটি-২২-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৩১৩
এএ/১৫	১৫৪১৭-এসএলআর-এফ১- এপিডিজে-এসএইচটিটি-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৩১৩
এএ/১৬	১৫৭৫৩-এসএলআর-এফ১- এপিডিজে-জিএইচওয়াই-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/১৭	১৫৭৫৩-এসএলআর-আর১- এপিডিজে-জিএইচওয়াই-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/১৮	১৫৭৬৯-এসএলআর-আর১- এপিডিজে-এমএক্সএন-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/১৯	১৩১৪২-এসএলআর-এফ২- এনওকিউ-এসডিএএইচ-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/২০	১৩১৪৮-এসএলআর-এফ১- বিএফটি-এসডিএএইচ-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/২১	১৩১৪২-এসএলআর-এফ১- এনওকিউ -এসডিএএইচ-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/২২	১৫৪৮৩-এসএলআর-এফ১- এপিডিজে-ডিএলআই-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০

নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (প্রতিটি লট) : ১২-১২-২০২৫ তারিখের ১১.০০ ঘণ্টা, নিলাম বন্ধের তারিখ/সময় : ১২-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা। উপরের নিলাম বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যে ই-নিলাম লিজিং মডিউলের অধীনে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

Abridge Copy of e-Tender for Corrigendum-II being invited by the Executive Engineer, WBSRDA, Alipurduar Division vide e-NIT No-12/APD/WBSRDA/RR/2025-26, Dated- 25-10-2025. Details may be seen in the state govt. portal **https://wbtenders.gov.in**, **www.wbprd.nic.in** & office notice board.

কর্মখালি
উত্তরবঙ্গ সংবাদ চাইছে
শিলিগুড়ি অফিসের জন্য ডিটিপি অপারেটর
ডিটিপি অপারেটর
ইনডিজাইনে কাজের অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যিক। ফোটোশপ এবং কোরেল ড্র জানা থাকলে তা অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে গণ্য হবে।
কর্মস্থল : শিলিগুড়ি
কাজের সময় : বিকেল ৫টা থেকে রাত ১টা।
যোগ্য ও আগ্রহী প্রার্থীরা ২০ ডিসেম্বর, ২০২৫-এর মধ্যে আবেদন করুন।
ubs.torchbearer@gmail.com

আজ টিভিতে

ঝাঁপি আর দীপ কি পারবে কাসাই-নিলুর চার হাত এক করতে। **লক্ষ্মী ঝাঁপি (বিয়েবাড়ি সরগরম) সন্ধে ৬.৩০ স্টার জলসা**

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ গোলমাল, দুপুর ১.০০ বলো না তুমি আমার, বিকেল ৪.৩০ সংগ্রাম, সন্ধে ৭.৪৫ দেবা, রাত ১১.০০ তুমি আসবে বলে
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ মহান, দুপুর ১.০০ নাটের গুরু, বিকেল ৪.০০ বিদ্রোহ, সন্ধে ৭.০০ ছোট বউ, রাত ১০.০০ দুই পৃথিবী
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ মায়ের আশীর্বাদ, দুপুর ১২.০০ সত্য মিথ্যা, ২.৩০ মায়া মমতা, বিকেল ৫.০০ রাজার মেয়ে পারুল, রাত ১০.৩০ জীবন যোদ্ধা
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিস্ট্যান্ট
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ নবাব নন্দিনী
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ বলিদান
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.১৫ চেন্নাই ভার্সাস চায়না, দুপুর ১.৫৬ গীত গোবিন্দম, বিকেল ৪.৩২ দ্য গ্রেটেস্ট অফ অল টাইম
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.২০ এলান, বিকেল ৩.৫০ হমকো তুমসে পেয়ার হ্যায়, সন্ধে ৬.৫০ ক্রোধ, রাত ১০.০০ যোদ্ধা
সোনি ম্যাক্স ওয়ান : সকাল ১০.৫৪ স্টাইল, দুপুর ২.১৮ জানু, সন্ধে ৭.৫৫ পাগলপন্তি, রাত ১০.৪৬ ঝুন্ড
জি অ্যাকশন : বেলা ১১.৩৯ ধরতীপুত্র, দুপুর ২.২২ দবং টু, বিকেল ৪.৪৯ চক্র কা রক্ষক
জি বলিউড : সকাল ১০.৪৯ ফুল

ঝুন্ড রাত ১০.৪৬
সোনি ম্যাক্স ওয়ান

ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিস্ট্যান্ট
দুপুর ২.৩০ ডিডি বাংলা

অওর কাঁটে, দুপুর ২.০৪ বিবি হো তো অ্যায়সি, বিকেল ৫.১৫ দানবীর, সন্ধে ৭.৫৯ জাল দ্য ট্র্যাপ, রাত ১০.৪৬ ইন্সান
জি সিনেমা : দুপুর ১.৪৩ বিবাহ, বিকেল ৫.১০ দ্য রোড, সন্ধে ৭.৫৫ রথনম, রাত ১০.৫৬ অহো বিক্রমার্কা

এলিফ্যান্টস আপ ক্লোজ রাত ৯.০০ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : অপ্রত্যাশিত অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। প্রেমের সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি কেটে যাবে। বহুদিনের কোনও স্বপ্নপূরণ আজ। বৃষ : অংশীদারি ব্যবসায় সাফল্য মিলবে। দাম্পত্যে সুখ-শান্তি বজায় থাকবে। বহুদিনের দেনা শোধ করতে পেরে স্বস্তি। মিথুন : মায়ের স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাখুন। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সহযোগিতায় জটিল কাজের সমাধান করতে পেরে পুরস্কৃত হবেন। কর্কট : আধ্যাত্মিক কাজে যোগ দিয়ে শান্তি পাবে। বহুদিনের বকেয়া টাকা ফেরত পেয়ে স্বস্তি পাবেন। সিংহ : উত্তরাধিকার সূত্রে প্রচুর সম্পত্তির মালিকানা পাওয়ার সম্ভাবনা। স্বাস্থ্যের বিষয়ে বিশেষ নজর দিন। কন্যা : কর্মক্ষেত্রে নতুন সুযোগ পেতে চলেছেন। পারিবারিক বিবাদ বোঝাপড়ার মাধ্যমে মিটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করুন। তুলা : পুরোনো রোগের থেকে মুক্তি পাবেন। স্ত্রীর সঙ্গে মনোমালিন্য কেটে যাবে। খেলাধুলোর সঙ্গে যুক্তরা চাকরির সুযোগ পাবেন। বৃশ্চিক : আর্থিক পরিকল্পনা সঠিকভাবে করতে না পারলে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। উচ্চশিক্ষার্থীরা বিদেশে পড়ার সুযোগ পাবেন। ধনু : সামান্য কথার ভুলে পরিবারের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা কেটে যাবে। মকর : কর্মক্ষেত্রে কোনও সমস্যা হলে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে মিটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করুন। ব্যবসায়ীদের অর্থলাভ। কুম্ভ : কোনও কাজ ফেলে রাখবেন না। নইলে অনুতাপ করতে হতে পারে। সম্পত্তি নিয়ে আইনি সমস্যা মিটে যাবে। মীন : সম্পত্তি কেনাবেচার জন্য দিনটি খুব ভালো। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। সন্ধের পর পরিবারের সঙ্গে আনন্দে কাটবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৪ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২, ভাঃ ২০ অগ্রহায়ণ, ১১ ডিসেম্বর ২০২৫, ২৪ অঘোন, সংবৎ ৭ পৌষ বদি, ১৯ জমাঃ সানি। সূঃ উঃ ৬।১২, অঃ ৪।৪৯। বৃহস্পতিবার, সপ্তমী রাত্রি ৬।৫২। মঘানক্ষত্র দিবা ৮।১৫। বিষ্কুম্ভযোগ সন্ধা ৫।১৫। বিষ্টিকরণ দিবা ৭।৩ গতে ববকরণ রাত্রি ৬।৫২ গতে বালবকরণ। জন্মে- সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, দিবা ৮।১৫ গতে নরগণ বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে- একপাদদোষ, রাত্রি ৬। ৫২ গতে দোষ নাই। যোগিনী- বায়ুকোণে, রাত্রি ৬।৫২ গতে ঈশানে। কালবেলাদি ২।১০ গতে ৪।৪৯ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।৩১ গতে ১।১১ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ৮।১৫ গতে যাত্রা মধ্যম দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ৩।১৬ গতে পুনঃ যাত্রা নাই, সন্ধ্যা ৪।৪৯ গতে পুনঃ যাত্রা মধ্যম দক্ষিণে বায়ুকোণে ও নৈর্‌ঋতে নিষেধ, রাত্রি ৬।৫২ গতে মাত্র দক্ষিণে নিষেধ। শুভকর্ম- দিবা ৮।১৫ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন ধান্যচ্ছেদন, দিবা ৮।১৫ গতে ২।১০ মধ্যে বিক্রয়বাণিজ্য, বৃক্ষাদিরোপণ, রাত্রি ৬।৫২ মধ্যে গর্ভাধান। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- সপ্তমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহধর্মিণী শ্রীশ্রী মা সারদামণি দেবীর জন্মতিথি ও পুজো। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৪৭ মধ্যে ও ১।২৭ গতে ২।৫২ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৫৩ গতে ৯।২৭ মধ্যে ও ১২।৭ গতে ৩।৪১ মধ্যে ও ৪।৩৫ গতে ৬।১৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী ফিরে যেতেই 'ডিগবাজি' রবির

'ওগুলি ক্লোজড চ্যাপ্টার'

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১০ ডিসেম্বর : তৃণমূল যুব নেতা অমর রায়ের খুনের সঙ্গে তাঁর নাম জড়ানোয়, কয়েকদিন আগেও দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক (হিপ্পি) এবং উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহর বিরুদ্ধে তোপ দেগেছিলেন কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। শুধু রবি নন, তাঁর অনুগামীরাও অভিজিৎ এবং উদয়নের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেছিলেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী ফিরে যেতেই 'ডিগবাজি' খেলেন রবি। নিজের আগের বয়ান থেকে ১৮০ ডিগ্রি সরে এসে বুধবার রবি বলেন, 'ওগুলি ক্লোজড চ্যাপ্টার।' মুখ্যমন্ত্রীর জনসভার পরের দিনই রবির এই ভোল বদল নিয়ে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর আলোচনা।

এই বছর ৯ অগাস্ট কোচবিহারের ডোডেয়ারহাটে খুন হন তৃণমূল যুব নেতা অমর রায়। প্রকাশ্যেই অমরের ওপর এলোপাতাড়ি গুলি চালানো হয়। সম্প্রতি অমরের পরিবারের তরফে পুলিশের কাছে এই খুনের পিছনে রবি এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ নেতাদের হাত রয়েছে বলে অভিযোগ দায়ের করা হয়। লিখিত অভিযোগ যায় মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও। সেসময় রবি জানিয়েছিলেন, উদয়ন এবং হিপ্পি চক্রান্ত করে অমরের খুনের সঙ্গে তাঁর নাম জড়াচ্ছেন। রবির হুংকার শুনে মনে হয়েছিল, এরপর এই ইস্যুতে তিনি উদয়ন এবং হিপ্পির বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়ে মাঠে নামবেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর সভার পরদিনই রবির এই ভোল বদলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে তৃণমূলের অন্দরে।

এদিন কোচবিহার পুরসভায় তাঁর চেয়ারে বসে রবি বলেন, 'ওইসব এখন ক্লোজড চ্যাপ্টার। মুখ্যমন্ত্রী সবাইকে একসঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতে বলেছেন। তাঁর নির্দেশ মেনে আমরা সবাই একসঙ্গে কাজ করব।'

শেষ কয়েকদিনের রবির হুংকারে মনে হয়েছিল, এবার তিনি সর্বশক্তি দিয়ে উদয়ন এবং অভিজিতের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামবেন। হঠাৎ রবির এই 'সংঘর্ষ বিরতি'-র ডাক স্বাভাবিকভাবেই জল্পনার জন্ম দিয়েছে। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, রবির এই সুর বদলে একটা জিনিস পরিষ্কার যে মুখ্যমন্ত্রী রবিকে এমন কোনও বার্তা দিয়ে গিয়েছেন যে, এই নিয়ে তিনি আর উচ্চবাচ্য করবেন না বা বলা ভালো মুখ্যমন্ত্রী রবিকে এমন 'দাওয়াই' দিয়েছেন যে, রবি আর এই প্রসঙ্গে উচ্চবাচ্য করার সাহস দেখাবেন না।

এই বিষয়ে প্রশ্ন করায় উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, 'আমি এই বিষয় নিয়ে আগেও কিছু বলিনি। এখনও কিছু বলব না।'

সম্প্রতি কোচবিহারের ঘাসফুল শিবির গোষ্ঠীকোন্দল নিয়ে যথেষ্ট বিব্রত ছিল। সে দলের নির্দেশের পরও পুরসভার চেয়ারম্যানের পদ থেকে রবির ইস্তফা না দেওয়া হোক, কিংবা সম্প্রতি যুব নেতার খুনের সঙ্গে রবির নাম জড়ানো; প্রতিটি ইস্যুতেই সামনে এসেছে ঘাসফুলের গোষ্ঠীকোন্দল। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে গোষ্ঠীকোন্দল থামাতে মুখ্যমন্ত্রী অভিজিৎকে পরামর্শ দেন, 'রবিকে পার্টি অফিসে ডেকে এনে চা খাওয়া।'

অভিজিৎ রবিকে চা খাইয়েছিলেন কি না এদিন তিনি ফোন না ধরায় সেটা জানা যায়নি। তাঁকে একাধিকবার ফোন করলেও সাড়া মেলেনি। এই প্রসঙ্গে তৃণমূলের জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশেই রবির এই ভোল বদল। কোচবিহারে যে দলে এখন আর কোনও গোষ্ঠীকোন্দল নেই তা ওঁর কথাতেই পরিষ্কার। নির্বাচনে আমরা সকলে মিলে একসঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করব এবং কোচবিহারে নয়ে নয় করব। এটাই এখন আমাদের সকলের ব্রত।'

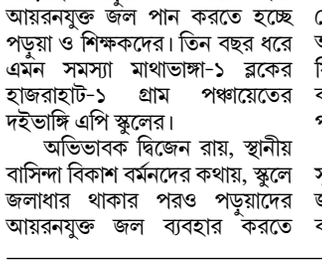

সাংবাদিক সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ ঘোষ।

কী ঘটেছিল

- রবির অভিযোগ ছিল, উদয়ন এবং অভিজিৎ চক্রান্ত করে অমর রায়ের খুনের সঙ্গে তাঁর নাম জুড়ছেন
- রবির কথায় মনে হয়েছিল তিনি উদয়ন এবং অভিজিতের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে মাঠে নামবেন
- কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী কোচবিহার থেকে ফিরতেই নিজের অবস্থান থেকে সরে এসেছেন
- রবির ভোল বদলে জোর চর্চা তৃণমূলের অন্দরে

মেলার আড়ালে জুয়া, চটুল নাচ

আয়োজক কারা, জানে না প্রশাসন

অমৃতা দে

দিনহাটা, ১০ ডিসেম্বর : শীতকাল মানেই উৎসবের মরশুম। উৎসব অর্থে, বিভিন্ন ধরনের মেলা। দিনহাটা-১ ব্লকে শৌলমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের ধরলা নদীর ধারে চলতি বছর থেকে শুরু হয়েছে একটি নতুন মেলা। আর ওই মেলার আড়ালে রাতভর রমরমিয়ে জুয়া খেলার আসর বসছে বলে অভিযোগ। এলাকার তরুণরা জুয়ায় মাতোয়ারা হয়ে যথেচ্ছ পরিমাণে টাকা খরচ করছেন। তার সঙ্গেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নামে চটুল নাচ চলছে বলেও অভিযোগ। মেলার আয়োজক কারা, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে।

শৌলমারি পঞ্চায়েতের প্রধান বিমলকুমার রায় অবশ্য বলছেন, '১২ দিনের জন্য মেলার বৈধ অনুমতি নেওয়া রয়েছে। তবে আমার কাছে এ বিষয়ে কোনও অভিযোগ আসেনি। জুয়া চলছে বলেও জানা নেই।' শিঙ্গিমারি পঞ্চায়েতের সদস্য ফিরদৌস রহমানের বক্তব্য, 'মেলা হচ্ছে বলে জানি। তবে মেলা কমিটির ব্যাপারে জানি না। জুয়া চলছে না,

শুধু পুতুলনাচ হচ্ছে।' তবে বুধবার গ্রামবাসী পুলিশকে সবকিছু বিশদে জানিয়েছেন। দিনহাটা থানার তরফে বলা হয়েছে, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে। বাইরে থেকে আপাতদৃষ্টিতে দেখলে বোঝার উপায় নেই, ভেতরে অসামাজিক কার্যকলাপ চলছে। মনে হবে, উৎসবের আমেজে মেতে উঠেছে বড় শৌলমারি পাকার মাথা এলাকা। বিশাল আকৃতির প্রবেশদ্বার। সেখানে বড় বড় অক্ষরে লেখা 'মাসান বাবার পুজো উপলক্ষ্যে বিরাট মেলা'। ভেতরে যদিও মাত্র ১০-১২টি হরেক জিনিসের দোকান। চাষের জমিতে মেলা বসেছে। ধান কাটার চিহ্ন এখনও জমিতে স্পষ্ট। একদিকে পুতুলনাচের আয়োজন। অন্যদিকে সাংস্কৃতিক মঞ্চ। সেখানেই অশালীন নাচ চলছে বলে অভিযোগ।

এসবের মধ্যেই গোপনে সক্রিয় কয়েকটি জুয়াচক্র। স্থানীয়দের ভাষায় এই জুয়াকে বলা হয় 'ডাবু'। কমবয়সি তরুণদের কাছে মূল আকর্ষণ এটাই। এক স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, 'রাতভর জুয়া চলছে। তরুণরা টাকা উড়িয়ে দিচ্ছে। কিন্তু কেউ কিছু বলার সাহস পাচ্ছে না।' স্থানীয় রোকেয়া বিবির কথায়, 'হঠাৎ করে এই মেলা গজিয়ে উঠেছে। অশ্লীল নাচ চলছে। প্রশাসনের পদক্ষেপ করা উচিত।'

ছেলেদের নামে নালিশ দম্পতির

শীতলকুচি, ১০ ডিসেম্বর : শীতলকুচি ব্লকের বড়মরিচা গ্রামে শারীরিক ও মানসিক অত্যাচারের অভিযোগে বুধবার দুই ছেলের বিরুদ্ধে পুলিশের দ্বারস্থ বৃদ্ধ দম্পতি। যদিও অভিযুক্তরা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে।

অভিযোগকারী বৃদ্ধ নিবারণ সরকার জানিয়েছেন, তাঁর দুই ছেলে রাজেশ সরকার ও বিকাশ সরকার দীর্ঘদিন ধরে ভরণপোষণ দিচ্ছে না। নানা অজুহাতে চলছে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন। সম্প্রতি তাঁকে ও তাঁর স্ত্রীকে গলা টিপে মেরে ফেলার চেষ্টা করা হয় বলেও অভিযোগ। দুই ছেলেই ক্রমাগত সম্পত্তি তাঁদের নামে লিখে দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করছে। রাজি না হওয়ায় অত্যাচারের মাত্রা বেড়েছে। রাজেশের বক্তব্য, 'বাবা-মাকে মারধর করা হয়নি। ভুল বোঝাবুঝির কারণে এমনটা হয়েছে।'

SATIN CREDITCARE NETWORK LIMITED
JOB VACANCY
POST: TM/BM/ABM/SR.CSO/CSO/TCSO
Salary: CTC 19,000-30,000
Qlfn: 12th Pass/Graduation
Age: 19-35 Years(Male & Female), Bike & Licence compulsory
Benefits: PF, Free Accommodation, Promotions, Group Mediclaim, Accidental, Insurance & Gratuity
- WALK-IN INTERVIEW -
13th DEC 2025 (SATURDAY) - TIME: 10 AM - 3 PM
Madhab More New Town, Alipurduar, Dist Alipurduar 736121
Alipurduar: 7002358518
New Coochbehar Station Road, Cooch Behar, W.B. 736179
Coochbehar: 7428546035
Ground Floor, 13/240 Desh Bandhu Para. Falakata, Alipurduar 735211
Falakata: 9641037536
Ground Floor, Ghosh Para, Pathagarh Lene, Jalpaiguri, Kotwali 735101
Jalpaiguri: 9205255740
Dalua, Hospital More Opp-Chopra, Honda Showroom, W.B. 733207
Chopra: 7719181188
Vill - Bogram, Raigani, Karnoiora, Uttar Dinaipur, W.B. 733130
Raiganj: 7001989560
2rd floor, Nanda Complex (Near Silver Arcade Hotel), Rathbari English Bazar Malda, W.B. 732101
Malda: 7303637358

জয়েন্ট ব্রিজ সংস্কার

মাথাভাঙ্গা, ১০ ডিসেম্বর : মাথাভাঙ্গা শহর এবং পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে সংযোগস্থাপন করেছে ১৬ নম্বর রাজ্য সড়কের ধরধরা নদীর ওপরের জয়েন্ট ব্রিজ। দিনসাতেক ধরে পূর্ত (সড়ক) দপ্তরের তরফে ধরধরা জয়েন্ট ব্রিজের গাইনেটিং এবং শর্ট ক্রিয়েটিংয়ের কাজ শুরু হয়েছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মাথাভাঙ্গার অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার শংকর রায় জানান, সেতুকে সুদৃঢ় রাখতে প্রতি দু-আড়াই বছর অন্তর এই কাজ করা হয়। তবে রাস্তা সম্প্রসারণ শুরু হলে সেতুর পাশেই নতুন করে চওড়া সেতুর প্রস্তাব পাঠানো হবে। মাথাভাঙ্গা বাস, মিনিবাস ও ম্যাক্সি ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের টোটন ভৌমিক বলেন, 'রাজ্য সড়ক যখন সম্প্রসারিতই হবে, তখন শক্তপোক্ত চওড়া কংক্রিটের সেতু ছাড়া কোনও বিকল্প নেই।'

সমস্যায় দইভাঙ্গি এপি স্কুল

আয়রন জলে মিড-ডে মিল

রাজেশ দাস

গোপালপুর, ১০ ডিসেম্বর : স্কুলের জলাধারের ফিল্টার মেশিন খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে। ফলে সেটি থেকে মিলছে না পরিশ্রুত পানীয় জল। আর এতেই সমস্যায় পড়েছে পড়ুয়ারা। বাধ্য হয়ে আয়রনযুক্ত জল পান করতে হচ্ছে পড়ুয়া ও শিক্ষকদের। তিন বছর ধরে এমন সমস্যা মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের হাজরাহাট-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের দইভাঙ্গি এপি স্কুলের।

অভিভাবক দ্বিজেন রায়, স্থানীয় বাসিন্দা বিকাশ বর্মনদের কথায়, স্কুলে জলাধার থাকার পরও পড়ুয়াদের আয়রনযুক্ত জল ব্যবহার করতে হচ্ছে। ছাত্রছাত্রীদের কথা মাথায় রেখে দ্রুত জলাধার সারাই করা প্রয়োজন।

প্রায় বছর পাঁচেক আগে গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে স্কুলে পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে জলাধার তৈরি করা হয়েছিল। জলাধার বসানোর পর বেশ কিছুদিন সেটি থেকে সঠিকভাবে পানীয় জল মিললেও তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে ওই জলাধার থেকে আর পানীয় জল মিলছে না। সেটির ফিল্টার মেশিন খারাপ থাকায় বর্তমানে আয়রনযুক্ত জলই ভরসা পড়ুয়া ও শিক্ষকদের।

এবিষয়ে স্কুলের সহ শিক্ষক সুব্রত সরকার বলেন, 'স্কুলে পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে জলাধার বসানো হয়েছিল। বসানোর পর কিছুদিন ঠিকমতো পরিষেবা মিললেও জলাধারের ফিল্টার মেশিন বিকল হয়ে যাওয়ায় সেটি থেকে আর জল মিলছে না। স্কুলে যে নলকূপ রয়েছে তার জলেও আয়রন। ফলে বাধ্য হয়ে জলাধারের আয়রনযুক্ত জল দিয়ে মিড-ডে মিলের রান্না সহ পানও করতে হচ্ছে। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি।'

হাজরাহাট-১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রূপা সরকার জানালেন, বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। মাথাভাঙ্গা-১ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য রুপন শীলশর্মার বক্তব্য, 'বিষয়টি আমার জানা নেই। খোঁজ নিয়ে তারপর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনব।'

হাওড়া ডিভিসনে নন-ইন্টারলকিং কাজের জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ

সংযোজনী

উপরিউক্ত শিরোনামবিশিষ্ট বিজ্ঞাপনে হাওড়া ডিভিসনে বর্ধমান-খানা শাখায় খানা স্টেশনে নন-ইন্টারলকিং কাজের কারণে ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে যে বিজ্ঞপ্তি পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল, তার প্রেক্ষিতে আরও জানানো যাচ্ছে যে উক্ত নন-ইন্টারলকিং কাজের সময়সীমা বৃদ্ধির কারণে নিম্নোক্ত ট্রেনগুলিকেও নিম্নরূপে নিয়ন্ত্রণ করা হবে: ● আপ মেল/এক্সপ্রেস ট্রেনের পথপরিবর্তন: ১৩০১৭ হাওড়া-আজিমগঞ্জ গণদেবতা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১ ও ১২,১২,২০২৫) এবং ১৩০২৭ হাওড়া-আজিমগঞ্জ কবিগুরু এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১ ও ১২,১২,২০২৫) নবদ্বীপ ধাম, কাটোয়া, সালার, খাগড়াঘাট রোড ও লালবাগ কোর্ট রোড স্টেশনগুলোতে অতিরিক্ত স্টপেজ সহ ব্যান্ডেল-কাটোয়া-আজমগঞ্জ হয়ে পরিবর্তিত পথে চলবে। ১৩১৫৩ শিয়ালদহ-মালদা টাউন গৌড় এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১ ও ১২,১২,২০২৫), ১৩০৫৩ হাওড়া-রাধিকাপুর কুলিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১ ও ১২,১২,২০২৫), ১৩১৬১ কলকাতা-বালুরঘাট তেভাগা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১ ও ১২,১২,২০২৫), ১২৩৪৫ হাওড়া-গুয়াহাটি সরাইঘাট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১ ও ১২,১২,২০২৫), ১৩১৪৭ শিয়ালদহ-বামনহাট উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১ ও ১২,১২,২০২৫), ১২৩৪৩ শিয়ালদহ-হলদিবাড়ি দার্জিলিং মেল (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১ ও ১২,১২,২০২৫), ১৩১৭৩ শিয়ালদহ-সবরুম কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১ ও ১২,১২,২০২৫), ১২৩৭৭ শিয়ালদহ-নিউ আলিপুরদুয়ার পদাতিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১ ও ১২,১২,২০২৫), ১২৩৬৩ কলকাতা-হলদিবাড়ি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১.১২.২০২৫) এবং ১৩১৫৯ কলকাতা-জোগবানি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১২.১২.২০২৫) ব্যান্ডেল, নবদ্বীপ ধাম, কাটোয়া, সালার, খাগড়াঘাট রোড, লালবাগ কোর্ট রোড, আজিমগঞ্জ এবং জানগিপুর রোড স্টেশনগুলোতে অতিরিক্ত স্টপেজ সহ ব্যান্ডেল-কাটোয়া-আজিমগঞ্জ হয়ে পরিবর্তিত পথে চলবে। ১৩০১৫ হাওড়া-জামালপুর কবিগুরু এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১ ও ১২,১২,২০২৫) ও ১৩১৮৭ শিয়ালদহ-রামপুরহাট মা তারা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১ ও ১২,১২,২০২৫) নবদ্বীপ ধাম, কাটোয়া ও আহমদপুর স্টেশনগুলোতে অতিরিক্ত স্টপেজ সহ ব্যান্ডেল-কাটোয়া-আহমেদপুর হয়ে পরিবর্তিত পথে চলবে। ১২৩৪৭ হাওড়া-রামপুরহাট শহীদ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১ ও ১২,১২,২০২৫) ব্যান্ডেল, নবদ্বীপ ধাম, কাটোয়া ও আহমদপুর স্টেশনগুলোতে অতিরিক্ত স্টপেজ সহ ব্যান্ডেল-কাটোয়া-আহমেদপুর হয়ে পরিবর্তিত পথে চলবে। ২২৩২১ হাওড়া-সিউড়ি হুল এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১ ও ১২,১২,২০২৫) নবদ্বীপ ধাম, কাটোয়া, আহমদপুর ও সাঁইথিয়া স্টেশনগুলোতে অতিরিক্ত স্টপেজ সহ ব্যান্ডেল-কাটোয়া-আহমেদপুর হয়ে পরিবর্তিত পথে চলবে। ● ডাউন মেল/এক্সপ্রেস ট্রেনের পথ পরিবর্তন: ১৩০১৮ আজিমগঞ্জ-হাওড়া গণদেবতা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১ ও ১২,১২,২০২৫), ১৩০২৮ আজিমগঞ্জ-হাওড়া কবিগুরু এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১ ও ১২,১২,২০২৫) লালবাগ কোর্ট রোড, খাগড়াঘাট রোড, সালার, কাটোয়া ও নবদ্বীপ ধাম স্টেশনগুলোতে অতিরিক্ত স্টপেজ সহ আজিমগঞ্জ-কাটোয়া-ব্যান্ডেল হয়ে পরিবর্তিত পথে চলবে। ১৩১৫৪ মালদা টাউন-শিয়ালদহ গৌড় এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১ ও ১২,১২,২০২৫), ১৩০৫৪ রাধিকাপুর-হাওড়া কুলিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১ ও ১২,১২,২০২৫), ১৩১৬২ বালুরঘাট-কলকাতা তেভাগা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১ ও ১২,১২,২০২৫), ১২৩৪৬ গুয়াহাটি-হাওড়া সরাইঘাট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১ ও ১২,১২,২০২৫), ১৩১৪৮ বামনহাট-শিয়ালদহ উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১ ও ১২,১২,২০২৫), ১২৩৪৪ হলদিবাড়ি-শিয়ালদহ দার্জিলিং মেল (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১ ও ১২,১২,২০২৫), ১৩১৭৪ সবরুম-শিয়ালদহ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১.১২.২০২৫), ১৩১৭৬ শিলচার-শিয়ালদহ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১২.১২.২০২৫), ১২৩৭৮ নিউ আলিপুরদুয়ার-শিয়ালদহ পদাতিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১ ও ১২.১২.২০২৫) এবং ১৩১৬০ জোগবনি-কলকাতা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১.১২.২০২৫) জঙ্গিপুর রোড, আজিমগঞ্জ, লালবাগ কোর্ট রোড, খাগড়াঘাট রোড, সালার, কাটোয়া, নবদ্বীপ ধাম ও ব্যান্ডেল স্টেশনগুলোতে অতিরিক্ত স্টপেজ সহ আজিমগঞ্জ-কাটোয়া-ব্যান্ডেল হয়ে পরিবর্তিত পথে চলবে। ১৩০১৬ জামালপুর-হাওড়া কবিগুরু এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১ ও ১২,১২,২০২৫) এবং ১৩১৮৮ রামপুরহাট-শিয়ালদহ মা তারা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১ ও ১২,১২,২০২৫) আহমদপুর, কাটোয়া ও নবদ্বীপ ধাম স্টেশনগুলোতে অতিরিক্ত স্টপেজ সহ আহমদপুর-কাটোয়া-ব্যান্ডেল হয়ে পরিবর্তিত পথে চলবে। ১২৩৪৮ রামপুরহাট-হাওড়া শহীদ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১ ও ১২,১২,২০২৫) আহমদপুর, কাটোয়া, নবদ্বীপ ধাম ও ব্যান্ডেল স্টেশনগুলোতে অতিরিক্ত স্টপেজ সহ আহমদপুর-কাটোয়া-ব্যান্ডেল হয়ে পরিবর্তিত পথে চলবে। ২২৩২২ সিউড়ি-হাওড়া হুল এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১ ও ১২,১২,২০২৫) সাঁইথিয়া, আহমদপুর, কাটোয়া ও নবদ্বীপ ধাম স্টেশনগুলোতে অতিরিক্ত স্টপেজ সহ আহমদপুর-কাটোয়া-ব্যান্ডেল হয়ে পরিবর্তিত পথে চলবে। ● আপ মেল/এক্সপ্রেস ট্রেন বাতিল: ১৩১৭৯ শিয়ালদহ-সিউড়ি মেমু এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১ ও ১২,১২,২০২৫) বাতিল থাকবে। ● ডাউন মেল/এক্সপ্রেস ট্রেন বাতিল: ১৩১৮০ সিউড়ি-শিয়ালদহ মেমু এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১২ ও ১৩.১২.২০২৫) বাতিল থাকবে। ● ডাউন মেমু ট্রেন বাতিল (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১ ও ১২.১২.২০২৫): আসানসোল-বর্ধমান: ৬৩৫০৬, ৬৩৫০৮, ৬৩৫১৬, ৬৩৫১৮, ৬৩৫২২, ৬৩৫২৪। আন্ডাল-বর্ধমান: ৬৩৫৫০। আসানসোল-আন্ডাল: ৬৩৫৫২। গোড্ডা-শিয়ালদহ: ৬৩১৪২। রামপুরহাট-বর্ধমান: ৬৩০১২। রামপুরহাট-আজিমগঞ্জ: ৬৩০২২। ● আপ মেমু ট্রেন বাতিল (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১ ও ১২.১২.২০২৫): বর্ধমান-আসানসোল: ৬৩৫০৫, ৬৩৫০৭, ৬৩৫১৫, ৬৩৫১৭, ৬৩৫২১, ৬৩৫২৩, ৬৩৫৪৯। শিয়ালদহ-গোড্ডা: ৬৩১৪১। বর্ধমান-রামপুরহাট: ৬৩০১১। আজিমগঞ্জ-রামপুরহাট: ৬৩০২১। ● ট্রেনের সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু ও সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ: ৬৩৫০৯ বর্ধমান-ঝাঁঝা মেমু (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১ ও ১২,১২,২০২৫) এবং ৬৩৫১৯ বর্ধমান-বোকারো স্টিল সিটি মেমু (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১ ও ১২,১২,২০২৫) আসানসোল থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে। ৬৩৫১০ ঝাঁঝা-বর্ধমান মেমু (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১ ও ১২,১২,২০২৫) এবং ৬৩৫২০ বোকারো স্টিল সিটি-বর্ধমান মেমু (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১, ১২ ও ১৩,১২,২০২৫) আসানসোলে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে। বিশেষ দ্রষ্টব্য: ১৩৪২৭/১৩৪২৮ হাওড়া-সাহিবগঞ্জ-হাওড়া ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১ ও ১২,১২,২০২৫) বর্ধমান ও রামপুরহাটের মাঝের সমস্ত স্টেশনে থামবে। দ্রষ্টব্য: ব্লক চলাকালীন সময়ে কোনো বিশেষ ট্রেন, দেরিতে চলা ট্রেন, অথবা নতুনভাবে চালু হওয়া ট্রেন/পার্সেল ট্রেন/টিওডি থাকলে তা প্রয়োজন মতো নিয়ন্ত্রণ/পথ পরিবর্তন করা হবে। যাত্রীদেরকে স্টেশনগুলির পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমের ঘোষণা শুনতে অনুরোধ করা হচ্ছে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, হাওড়া

পূর্ব রেলওয়ে

কমপ্লেক্স থাকতেও রাস্তায় মাছের নিলাম

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ১০ ডিসেম্বর : মাথাভাঙ্গা বাজারের প্রাণকেন্দ্রে দাঁড়িয়ে বিশালাকৃতি মাছ ও মাংসের বাজার কমপ্লেক্স। ছয় কোটি টাকার সেই বহুতল ভবন যেন এখন দাঁড়িয়ে আছে ব্যবহারহীনতার প্রতীক হয়ে। ২০১৭ সালে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের অর্থানুকূল্যে বেসমেন্ট সহ দ্বিতল এই কমপ্লেক্স তৈরি হলেও যথাযথ পরিকল্পনার অভাবে আজও বেসমেন্ট এবং দোতলা পুরোপুরি বন্ধ। বাজার বসে শুধুই একতলায়। আধুনিক বাজার নির্মাণের স্বপ্ন আটকে আছে ইট-সিমেন্টের অন্ধকার ঘরে।

এই অচল কমপ্লেক্সের দূরবস্থাই মাথাভাঙ্গা শহরবাসীর নিত্য দুর্ভোগের প্রধান কারণ। নিলামের নির্দিষ্ট জায়গা না থাকায় প্রতিদিন ভোর থেকে কমপ্লেক্স লাগোয়া পুরসভার রাস্তার উপরই জমে ওঠে মাছের পাইকারি নিলাম। টোটো-ভ্যান-সাইকেল আর খদ্দেরের ভিড়ে রাস্তাটি মুহূর্তেই অচল হয়ে পড়ে। এমন অবস্থায় পথচারীদের নাভিশ্বাস ওঠে। যানবাহন তো দূরের কথা, দু'পা ফেলার জায়গা থাকে না।

তার ওপর বরফগলা জল, মাছের আঁশ, সংস্কারহীন রাস্তাজুড়ে জমে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ফলে ছড়ায় তীব্র দুর্গন্ধ। স্থানীয় বাসিন্দাদের কথায়, সকালে দরজা খুলতেই মাছের গন্ধ নাকে ঢুকে মাথা ধরিয়ে দেয়। বাসিন্দা বিমল রায় বলেন, 'রাস্তার ওপর নিলাম বন্ধ না হলে বাঁচব না। পরিবেশ পুরো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।' তাঁর কথায় সায় জানান আরেক বাসিন্দা রতন সাহাও।

সমস্যার কথা স্বীকার করেছেন ওয়ার্ড কাউন্সিলার মাধবী চৌধুরীও। নতুন চেয়ারম্যান প্রবীর সরকার তাই শুরুতেই কঠোর সুরে জানিয়েছেন, রাস্তার ওপর নিলাম আর চলবে না। তিনি পাইকারদের টেলিফোনে সতর্ক করে দিয়ে জানিয়েছেন, নিয়ম ভাঙলে পুরসভা ব্যবস্থা নেবে। পাইকারদের একাংশ নিলাম স্থানান্তরের জন্য পঞ্চানন মোড়ের কৃষক বাজারের প্রস্তাব দিয়েছে। চেয়ারম্যানও এতে আপত্তি করেননি, যদিও সিদ্ধান্ত আরএমসির হাতে।

কিন্তু মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির আপত্তি বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমিতির সম্পাদক অনিল দাসের যুক্তি, দোতলায় ভারী মাছের কার্টন ওঠানো-নামানো অসম্ভব, আর কৃষক বাজারে নিলাম হলে দরিদ্র ব্যবসায়ীদের খরচ বাড়বে। তিনি স্পষ্ট বলেন, 'রাস্তার ওপরই নিলাম হবে, সেটাও শুধু সকালবেলায়। পুরসভা বন্ধ করলে আমরা প্রশাসনের দ্বারস্থ হব।' ফলে মাথাভাঙ্গা বাজারের এই জটিল সমস্যার সমাধান যেন দূর অস্ত। ছয় কোটি টাকার কমপ্লেক্স কার্যকর হবে কি? নিলাম কি নতুন জায়গায় সরবে? নাকি পুরসভা কঠোর পদক্ষেপ করবে? উত্তর মিলবে আগামীদিনে।

রাস্তার ওপর এভাবেই প্রতিদিন চলে মাছের নিলাম।

সমস্যা যেখানে

- মাথাভাঙ্গা বাজারের প্রাণকেন্দ্রে দাঁড়িয়ে বিশালাকৃতি মাছ ও মাংসের বাজার কমপ্লেক্স
- ছয় কোটি টাকার সেই বহুতল ভবনের বেসমেন্ট এবং দোতলা পুরোপুরি বন্ধ
- নিলামের নির্দিষ্ট জায়গা না থাকায় ভোর থেকে কমপ্লেক্স লাগোয়া রাস্তার উপরই জমে ওঠে মাছের পাইকারি নিলাম
- টোটো-ভ্যান-সাইকেল আর খদ্দেরের ভিড়ে রাস্তাটি মুহূর্তেই অচল হয়ে পড়ে
- এমন অবস্থায় পথচারীদের নাভিশ্বাস ওঠে

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

স্কুল ছুটির পরে।। *শিলিগুড়ির হায়দারপাড়ায় ছবিটি তুলেছেন সুবীর বর্মন।*

উদাসীনতার ছবি হাসপাতালে

রোগীর পাশে কুকুর-বিড়াল

বাবাই দাস

তুফানগঞ্জ, ১০ ডিসেম্বর : রোগীর বেডের নীচে তিড়িংবিড়িং করে ঘুরে বেড়াচ্ছে বিড়ালছানা। খুটে খুটে খাচ্ছে টুকিটাকি। কখনও মুখ দিচ্ছে রোগীর খাবারে, আবার কখনও চিকিৎসার কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন সরঞ্জাম শুঁকে দেখছে, চেটে দিচ্ছে। সঙ্গ দিচ্ছে কুকুরও। মাঝেমধ্যে সারমেয়দের গায়ে পা লেগে গেলে তারস্বরে চিৎকার শুনে ভয়ে লাফিয়ে উঠছেন কেউ কেউ।

পুরুষ থেকে প্রসূতি ও শিশুবিভাগ, এমনকি আইসিইউ রুমের বাইরেও একই দৃশ্য। তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালের ভেতরে কুকুর এবং বিড়ালের অবাধ ঘোরাফেরায় দীর্ঘদিন ধরে এভাবেই আতঙ্কে রয়েছেন রোগীর পরিজন। অথচ ভ্রূক্ষেপ নেই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের। দীর্ঘদিন ধরে একই অভিযোগ উঠলেও এত উদাসীনতা কেন? হাসপাতালের সুপার মৃণালকান্তি অধিকারীর সাফাই, 'হাসপাতালের ভেতরে কুকুর-বিড়ালের আনাগোনা বন্ধ রাখতে সতর্ক থাকা হচ্ছে। তারপরেও ঢুকে পড়ছে। এরপর যাতে আর এরকমটা না হয়, সেজন্য নিরাপত্তারক্ষীদের সতর্ক করা হবে।'

তুফানগঞ্জ মহকুমার ২৫টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং একটি পুরসভা সহ নিম্ন অসমের ধুবড়ি ও কোকরাঝাড় জেলার মানুষ এই হাসপাতালে আসেন চিকিৎসা করাতে। সংখ্যাটা ষাট থেকে সত্তর হাজারের মতো। এত মানুষ যেখানে পরিষেবা নিতে আসেন, সেই হাসপাতালের অবস্থা দেখে চক্ষু চড়কগাছ রোগীর আত্মীয়দের।

এদিন হাসপাতালে এসে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন রোগী এবং তাঁর আত্মীয়রা। চিকিৎসা করাতে আসা অন্দরান ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা শুভম দাস বলেন, 'মাকে হাসপাতালে ভর্তি করানোর পর থেকে দেখছি, সারাদিন এখানে কুকুর-বিড়ালের দৌরাত্ম্য। ওরা আপন খেয়ালে হাসপাতালে ঘুরে বেড়াচ্ছে। খেলা করছে। কখন যে কী হয়, আতঙ্কে আছি।'

আরেক রোগী চন্দনা বসাকের গলাতেও অসন্তোষের সুর স্পষ্ট। তাঁর কথায়, 'বারান্দার ডাস্টবিনে খাবার পড়ে থাকে। সেই লোভেই হয়তো কুকুর, বিড়ালগুলো আসে। ওয়ার্ডে গুটিশুটি মেরে বসে থাকে খাবারের সন্ধানে। ওদের বাধা দেওয়ার তো কেউ নেই। এমনিতেই ওয়ার্ডে বেডের তুলনায় রোগীর সংখ্যা বেশি। তার ওপর সারমেয়রা যদি ভিড় করে, এর থেকে অস্বাস্থ্যকর আর কী হতে পারে?

মাস চারেক আগে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে কুকুরের হানায় এক রোগীর মৃত্যু হয়। সেই ঘটনায় গোটা রাজ্যে শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। তারপরও কি হুঁশ ফেরেনি তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেল, ১৪ জন নিরাপত্তারক্ষী রয়েছেন। সবসময় পাঁচজন নিরাপত্তারক্ষী থাকেন। অথচ তাঁদের এড়িয়ে দিব্যি ওয়ার্ডে ঢুকে পড়ে সারমেয় এবং মার্জারি বাহিনী। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সাফাই, হয়তো গেটের ফাঁকফোকর দিয়ে প্রাণীগুলো ঢুকে পড়ছে। সেটা বন্ধের চেষ্টা চলছে।

এটা তো এক-দু'দিন ধরে হচ্ছে না, এতদিনেও কেন কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হল না, সেই প্রশ্নই তুললেন রোগীর আত্মীয়রা।

তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগের ভেতরে বিড়াল।

তাদের দখলে

- রোগীর বেডের নীচে ঘুরে বেড়াচ্ছে বিড়াল, কুকুরছানা, খুটে খাচ্ছে খাবার
- কখনও আবার মুখ দিচ্ছে রোগীর খাবারে
- আবার কখনও চিকিৎসার কাজে ব্যবহৃত সরঞ্জাম শুঁকে দেখছে, চেটে দিচ্ছে

দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালের মেঝেতে পড়ে বৃদ্ধ। বুধবার।

মেঝেতে পড়ে রোগী

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ১০ ডিসেম্বর : বার্ধক্যজনিত অসুস্থতা নিয়ে ভর্তি ছিলেন এক বৃদ্ধ। হাসপাতালের বেড থেকে মেঝেতে পড়ে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেখানেই পড়ে রইলেন তিনি। তাতে গোদের উপর বিষফোড়া মাথায় আঘাত আর তা থেকে রক্তপাত। এই পরিস্থিতিতেও তাঁকে বেডে তোলার কোনও উদ্যোগ নেই। বুধবার এমনই অমানবিক ছবি দেখা গেল বুধবার দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালের পুরুষ বিভাগে। বহু ঘণ্টা পরে হাসপাতালের স্বাস্থ্যকর্মীরা ওই বৃদ্ধকে বেডে তুলে মাথায় ব্যান্ডেজ করে দেন। এই ঘটনায় হাসপাতালের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালের সুপার রণজিৎ মণ্ডল জানান, এরকম কোনও অভিযোগ তাঁর কাছে আসেনি। এলে অবশ্যই বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।

এক রোগীর পরিজন বলেন, 'আজ হঠাৎই আমার এক পরিচিতকে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করতে গিয়ে আচমকা লক্ষ করি এই ঘটনা। বিষয়টি হাসপাতাল প্রশাসনের গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত।'

এই হাসপাতালে আয়াদের দাদাগিরি নিয়ে এর আগেও একাধিক ঘটনার নজির রয়েছে। যেখানে একাধিকবার নার্সদের জায়গায় আয়াদের সক্রিয়তা নিয়ে অভিযোগ তুলতে দেখা গিয়েছে। এবার এখানেই এই ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন হাসপাতালে আসা অন্য রোগীর পরিজনেরা। পরে ওই রোগীর চিকিৎসা করা হলেও এতক্ষণ কেন পড়ে ব্যথায় কাতরালেন তিনি? এই নিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ উঠে আসছে। জানা গিয়েছে, ওই রোগীর তেমন কোনও পরিজন নেই। এই ঘটনার পরও তাঁদের কোনও খোঁজ মেলেনি।

এ বিষয়ে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান তথা উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, 'যদি একজন রোগী হাসপাতালের মেঝেতে পড়ে থাকে। দীর্ঘক্ষণ পরেও তাঁকে না ওঠানো হয়, এটা গাফিলতি ছাড়া আর কিছু নয়। সেই সময় যাঁরা ডিউটিতে ছিলেন তাঁদের উপযুক্ত শাস্তি হওয়া প্রয়োজন।'

টুকরো খবর

ফের কাজ শুরু

চ্যাংরাবান্ধা, ১০ ডিসেম্বর : নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগে সোমবার চ্যাংরাবান্ধা বাজার দুর্গামণ্ডপের পুনর্নির্মাণ বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখিয়েছিল বিজেপি নেতৃত্ব। পরে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার এসে জিনিসপত্রের মান নিজে যাচাই করে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলেন। মণ্ডপ কমিটির সদস্য বিধান সাহা বলেন, 'কিছু ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল। সমস্ত সঠিক সামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছে বলে ইঞ্জিনিয়ার জানিয়েছেন। নির্মাণকাজে ব্যবহৃত পাথর বদলের কথা বলা হয়েছে।' বুধবার থেকে ঢালাইয়ের কাজ পুরোদমে শুরু হয়েছে বলে জানালেন তিনি।

প্রশিক্ষণ

ফুলবাড়ি, ১০ ডিসেম্বর : স্পাইস বোর্ড অফ ইন্ডিয়ার উদ্যোগে বুধবার মশলা তৈরির জন্য তিনদিনের প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হয়েছে মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের কাঁচাখাওয়ায়। এলাকার খনা কৃষিপ্রশিক্ষণ সেবাসদনকেন্দ্রে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলার মোট ৩০ জন মহিলাকে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। উপস্থিত ছিলেন স্পাইস বোর্ড অফ ইন্ডিয়ার ডেপুটি ডিরেক্টর পিটি লেপচা। মাথাভাঙ্গা সুফল ফার্মার্স প্রোডিউসার কোম্পানি লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর সরকার জানান, শিবিরে আদা, হলুদ, রসুন চাষের পদ্ধতি এবং প্রসেসিং ও মার্কেটিংয়ের বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

বাড়িতে আগুন

শীতলকুচি, ১০ ডিসেম্বর : শীতলকুচি ব্লকের বড়মরিচা বাজার সংলগ্ন এলাকায় বুধবার সকালে একটি বাড়িতে আগুন লাগে। বাড়িটি থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে দেখে খবর দেওয়া হয় শীতলকুচি দমকলকেন্দ্রে। দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। বাড়ির মালিক শাহাজাহান মিয়াঁ জানান, রান্না করার সময় গ্যাস সিলিন্ডারের পাইপ লিক করে আগুন লাগে।

কৃষিযন্ত্র বিলি

সিতাই, ১০ ডিসেম্বর : সিতাই ব্লকের কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভরতুকিভিত্তিক কৃষিযন্ত্র বিতরণ করা হয়। কৃষি যন্ত্রীকরণ প্রকল্পের আওতায় ১২ জন কৃষকের মধ্যে ছোট-বড় মেশিন বিতরণ করা হয়। সিতাই ব্লক সহকারী কৃষি কর্মকর্তা ঠাকুরদাস কার্জি বলেন, 'এই প্রকল্পের আওতায় প্রতি বছরেই কৃষকদের মধ্যে মেশিন বিতরণ করা হয়।'

কোচবিহারে নেই ডগ স্কোয়াড

বাইরে থেকে আনতে হয় স্নিফার ডগ

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

কোচবিহার, ১০ ডিসেম্বর : আশপাশের সব জেলাতেই রয়েছে। নেই শুধু কোচবিহারে। বছর দশেক আগে নতুন জেলার তকমা পাওয়া আলিপুরদুয়ারেও রয়েছে ডগ স্কোয়াড। সেখানে আছে চার-চারটি স্নিফার ডগ। পাশের জেলা জলপাইগুড়িতেও রয়েছে একটি ডগ স্কোয়াড।

প্রত্যেক বছর কোচবিহারে রাসমেলার সময় স্পেশাল পারমিশন নিয়ে আশপাশের জেলার ডগ স্কোয়াড থেকে নিয়ে আসতে হয় স্নিফার ডগদের। এছাড়া মুখ্যমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী জেলায় এলেও একই কাজ করতে হয়। অ্যাডিশনাল এসপি সদর তন্ময় মুখোপাধ্যায় জানালেন, এবারও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সফরের নিরাপত্তা খতিয়ে দেখতে কোচবিহারে স্নিফার ডগ আনতে হয়েছিল শিলিগুড়ি জিআরপি এবং শিলিগুড়ি পুলিশের থেকে। আর রাসমেলায় স্পেশাল ডিউটি দিতে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ডগ স্কোয়াড থেকে আনা হয় রোজি এবং ক্যাপ্টেনকে।

কোচবিহার জেলা হওয়ার পর এত বছরেও কেন এখানে একটা ডগ স্কোয়াড হল না, সেটাই আশ্চর্যের, বললেন আইনজীবী শিবেন্দ্রনাথ রায়। তাঁর কথায়, 'আমাদের কোচবিহার সীমান্তবর্তী জেলা। এখানে যে কোনও সময় নাশকতা ঘটতে পারে। কোচবিহার রেলস্টেশনও খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি জায়গা। উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার বলা যায়। কোচবিহারে প্রতিবছর রাসমেলা হয়। এরকম একটা হেরিটেজ সিটির নিজস্ব ডগ স্কোয়াড থাকাটা খুবই প্রয়োজনীয়।'

কোচবিহারে যে ডগ স্কোয়াড প্রয়োজন সে কথা স্বীকার করেছেন ডিআইজি (জলপাইগুড়ি রেঞ্জ) ডাঃ সন্তোষ নিম্বলকরও। এই বিষয়ে জানতে চাইলে কোচবিহারের পুলিশ সুপার সন্দীপ কাররা বললেন, 'কোচবিহারে একটি ডগ স্কোয়াড থাকা দরকার। কিন্তু ডগ স্কোয়াড চাইলেই পাওয়া যায় না, তার জন্য একটি নিয়ম রয়েছে। ২০২৪ সালের জুন মাসে ডগ স্কোয়াডের জন্য জেলা পুলিশের তরফে আবেদন জানানো হয়েছিল। গতমাসে ফের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে মনে করিয়ে দেওয়া হয়।'

ব্যারাকপুরের স্বামী বিবেকানন্দ স্টেট পুলিশ অ্যাকাডেমিতেই রয়েছে পশ্চিমবঙ্গে একমাত্র ডগ ইউনিটটি। সেখানেই এই স্নিফার ডগদের জন্ম থেকে শুরু করে ট্রেনিং, সবকিছু দেওয়া হয়। এরপর যেসব জেলাতে ডগ স্কোয়াড রয়েছে, সেখানে তাদের ট্রেনার সহ পৌঁছে দেওয়া হয়। পুলিশ সুপার জানান, এই স্নিফার ডগরা পুলিশের বেতনভুক কর্মচারী হওয়ায় তাদের জন্য আলাদা ঘর, খাওয়াদাওয়া, ওষুধপত্র, বিছানা, নিজস্ব গাড়ি ইত্যাদি সুবিধা থাকে। এই পুরো বিষয়টির জন্য অর্থ দপ্তরের অনুমোদনের প্রয়োজন। সেই অনুমোদন পেলেই জেলায় ডগ স্কোয়াড তৈরি হয়ে যাবে, আশ্বাস পুলিশ সুপারের।

> ২০২৪ সালের জুন মাসে ডগ স্কোয়াডের জন্য জেলা পুলিশের তরফে আবেদন জানানো হয়েছিল। গতমাসে ফের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে মনে করিয়ে দেওয়া হয়।
>
> **সন্দীপ কাররা**
> *পুলিশ সুপার, কোচবিহার*

মদনমোহন বাড়িতে ডিউটির ফাঁকে বিশ্রামরত ক্যাপ্টেন। -ফাইল চিত্র

ফের ভাওয়াইয়া উৎসব কমিটির চেয়ারম্যান রবি

কোচবিহার, ১০ ডিসেম্বর : ফের রাজ্য ভাওয়াইয়া সংগীত প্রতিযোগিতার আয়োজক কমিটির চেয়ারম্যান হলেন রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। মঙ্গলবার সরকারের তরফে তিনি চিঠি হাতে পেয়েছেন। ২০১১ সাল থেকে টানা ওই পদে রয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। তবে জেলায় এবার তাঁর কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান পদ নিয়ে ডামাডোল চলায় ভাওয়াইয়া উৎসব কমিটিতে তিনি জায়গা পাবেন কি না, তা নিয়ে সংশয় ছিল। রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে ছোট ভাইয়ের মতো স্নেহ করেন, ভালোবাসেন। তিনি ফের এই পদে আমার প্রতি আস্থা রাখায় আমি কৃতজ্ঞ।' খুব তাড়াতাড়ি তিনি কোচবিহারের জেলা শাসকের সঙ্গে বৈঠক করে অনুষ্ঠানের রূপরেখা ঠিক করবেন বলে জানিয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে ৩৭তম রাজ্য ভাওয়াইয়া সংগীত প্রতিযোগিতার আয়োজক কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান হয়েছেন বংশীবদন বর্মন। কোচবিহারের জেলা শাসককে এই কমিটির সদস্য সচিব এবং পুলিশ সুপারকে সদস্যপদে রাখা হয়েছে। আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ির জেলা শাসক ও পুলিশ সুপাররাও সদস্যপদ পেয়েছেন। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি-এই তিন জেলার সমাজ কল্যাণ আধিকারিকদেরও কমিটির সদস্যপদে রাখা হয়েছে।

আসন খালি পিবিইউ'তে

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ১০ ডিসেম্বর : কোচবিহারের পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয় (পিবিইউ)-এর স্নাতকোত্তরের একাধিক বিভাগে পূরণ হয়নি সব আসন। ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফে একাধিকবার পোর্টাল খোলা, বাকি থাকা পড়ুয়াদের নিয়ে ফের কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে আসন পূরণ হয়নি বিশ্ববিদ্যালয়ে। আগে ভর্তির সময় এলে আসনসংখ্যা বাড়ানোর দাবিতে অবস্থান বিক্ষোভ এবং আন্দোলনে নামত ছাত্র সংগঠনগুলি। তবে সেই পরিস্থিতি এখন অতীত। উলটে পড়ুয়া ভর্তি করতে গিয়ে কালঘাম ছুটছে কর্তৃপক্ষের।

পরিস্থিতি এতটাই জটিল, স্নাতকোত্তরে অঙ্কে ৬৮টি আসন থাকলেও বর্তমানে রয়েছেন মাত্র ৩২ জন পড়ুয়া। দাবি, প্রথমে বেশিরভাগ আসনে পড়ুয়া ভর্তি হলেও অনেকে ছেড়ে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ভর্তি হয়েছেন। পড়ুয়ার সংখ্যা দিন-দিন কমছে হিন্দি বিভাগেও। ৪৩টি আসন। একাধিকবার পোর্টাল খোলার পরে এখনও ১০টি আসন খালি। উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগে ৩১টি আসনের মধ্যে মাত্র ১৮ জন পড়ুয়া ক্লাস করছেন। বিভাগীয় অধ্যাপক দেবাদীন বসুর যুক্তি, 'জেলার মাত্র তিনটি কলেজে স্নাতক স্তরে উদ্ভিদবিদ্যা পড়ানো হয়। সেই কারণে স্নাতকোত্তরে আমাদের বিভাগে আসন থাকলেও ছাত্রসংখ্যা কম।'

বাণিজ্য বিভাগে ৪৩টি আসন রয়েছে পিবিইউতে। তারমধ্যে ২৫ জন পড়ুয়া ভর্তি হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিভাগীয় প্রধান অমিত কুণ্ডু। এদিকে, অর্থনীতিতে ৬১টি আসনের মধ্যে মাত্র ২০ জন পড়ুয়া রয়েছেন। আইনের দুটি কোর্স মিলিয়ে গতবছর ৫২ জন পড়ুয়া ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। তবে এ বছর তার থেকেও কম ছাত্র ভর্তি হয়েছেন। দুটি কোর্স মিলিয়ে, এ পর্যন্ত ৪০ জন পড়ুয়া ভর্তি হয়েছেন বলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের তরফে জানা গিয়েছে।

> স্কুল এবং কলেজ সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা নিয়মিত হচ্ছে না। এখন অনেকেই স্নাতকের পরীক্ষা পাশ করে বিএড-এর দিকে ঝুঁকছেন। তারপর বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতায় যোগ দিচ্ছেন। এর প্রভাবে স্নাতকোত্তরের অধিকাংশ বিভাগে আসন ফাঁকা থাকছে।
>
> **কাজল মণ্ডল**
> *গণিতের বিভাগীয় প্রধান*

একই ছবি পদার্থবিদ্যা বিভাগে। ৪৩টি আসন থাকলেও সেখানে বর্তমানে ২৭ জন পড়ুয়া রয়েছেন। প্রাণীবিদ্যা বিভাগে ৩১ আসনের মধ্যে মাত্র ১৯টি আসন এখনও পর্যন্ত পূরণ হয়েছে। তবে কলা বিভাগের রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইংরেজি, ইতিহাস সহ কয়েকটি বিভাগে বেশিরভাগ আসন ভর্তি রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মাধবচন্দ্র অধিকারী বলেন, 'সরকারি নির্দেশ মেনে আমরা একাধিকবার পোর্টাল খুলেছি। কলা বিভাগে হাতেগোনা কিছু আসন ফাঁকা থাকলেও বিজ্ঞান বিভাগে বহু আসন এখনও ফাঁকা রয়েছে।'

স্নাতকোত্তরে ভর্তির ক্ষেত্রে এমন ভাটা পড়ার কারণ কী? গণিত বিভাগের প্রধান কাজল মণ্ডল বললেন, 'স্কুল এবং কলেজ সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা নিয়মিত হচ্ছে না। ফলে উচ্চশিক্ষার প্রতি আগ্রহ কমছে পড়ুয়াদের। তাছাড়া এখন অনেকেই স্নাতকের পরীক্ষা পাশ করে বিএড-এর দিকে ঝুঁকছেন। তারপর বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতায় যোগ দিচ্ছেন।'

তৃণমূল ছাত্র পরিষদের তরফে উত্তম ঘোষ বলেন, 'একসময় আসন বাড়াতে আন্দোলনে নামতে হয়েছিল। এখন আসন ফাঁকা থাকছে। এই পরিস্থিতি মেনে নেওয়া যায় না।'

লজে আটক ৩

বারবিশা, ১০ ডিসেম্বর : কুমারগ্রাম ব্লকের বারবিশায় একটি বেসরকারি লজে অসামাজিক কাজকর্ম চলছে বলে অভিযোগ উঠছিল। বুধবার বারবিশা পুলিশ এক মহিলা ও এক পুরুষকে আটক করেছে। আটক করা হয়েছে লজের মালিককেও।

তিন দুর্ঘটনায় মৃত এক

শীতলকুচি ও তুফানগঞ্জ, ১০ ডিসেম্বর : শীতলকুচি-সিতাই রাজ্য সড়ক সংলগ্ন এলাকায় মঙ্গলবার রাত থেকে বুধবার সকাল পর্যন্ত দুটি দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে এবং জখম তিনজন। মঙ্গলবার রাতে রথেরডাঙ্গা রাসমেলা থেকে বাড়ি ফেরার সময় রথেরডাঙ্গা মোড়ের কাছে পেছন থেকে আসা একটি বাইক ধাক্কা মারলে গুরুতর আহত হয় এক কিশোর। তাকে দ্রুত শীতলকুচি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। মৃতের নাম বাপি মিয়াঁ (১৭)। ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাইক ও চালক চিরঞ্জিত বর্মনকে আটক করে। বুধবার তাকে মাথাভাঙ্গা মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। অন্যদিকে, বুধবার সকালে কৃষক বাজার সংলগ্ন এলাকায় আরেকটি বাইক দুর্ঘটনায় তিনজন জখম হন।

বুধবার দুপুরে বিএসএফের জলের ট্যাংকার এবং একটি ছোট চার চাকা গাড়ির মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত হলেন গাড়ির চালক। একটি টোটোও দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। দুর্ঘটনাটি ঘটে তুফানগঞ্জ থানার মারুগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের মারুগঞ্জ হাইস্কুল সংলগ্ন জাতীয় সড়কে। স্থানীয়রা আহত ছোট চার চাকার গাড়ির চালককে উদ্ধার করে কোচবিহার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠান।

রাস্তা তৈরির সূচনা

দিনহাটা, ১০ ডিসেম্বর : উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের অর্থানুকূল্যে বুধবার দিনহাটা-২ ব্লকের পৃথক তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েতে রাস্তার কাজের সূচনা করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। দিনহাটা-২ ব্লকের চৌধুরীহাট গ্রাম পঞ্চায়েতে একটি ও ভিলেজ-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে একটি পেভার্স ব্লক বসিয়ে রাস্তা তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। এছাড়া গোবরাছড়া নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতে একটি পাকা রাস্তা তৈরির কাজ শুরু হয়েছে।

আগে মজুরি, তারপর কাজ

বীরপাড়াও জয়গাঁ, ১০ ডিসেম্বর: রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে কাজ করেছি। অথচ আমাদের প্রাপ্য টাকা আটকে রেখেছে মালিকপক্ষ। আন্দোলন করেই পাওনাগন্ডা বুঝে নেব। বুধবার এমনই কথা শোনা গেল পুষ্পা খাড়িয়া নামে বীরপাড়া চা বাগানের এক শ্রমিকের মুখে। এদিনও অচলাবস্থা কাটেনি বাগানের। মজুরি না মেলায় মাদারিহাটের বীরপাড়া ব্লকের ৬টি চা বাগানের শ্রমিকরা কাজ করছেন না। সোমবার থেকে বীরপাড়া চা বাগানে টানা ধর্না দিচ্ছেন শ্রমিকরা। বুধবারও ধর্না চলেছে। এই পরিস্থিতিতে নিজেদের ভোটব্যাংক অটুট রাখতে যথেষ্ট চাপে রয়েছে রাজ্যের শাসকদল। অবস্থা বুঝে এদিন বীরপাড়ায় আন্দোলনরত চা শ্রমিকদের সঙ্গে দেখা করেন মাদারিহাটের তৃণমূল বিধায়ক জয়প্রকাশ টোপ্পো। শ্রমিকদের পাশে থাকার আশ্বাসও দেন। কিন্তু ফাঁকা আশ্বাসে যে চিঁড়ে ভেজার নয়, তা বুঝিয়ে দিয়েছেন আন্দোলনরত শ্রমিকরা।

কাটমানি দিলে ক্ষতিপূরণ তালিকায় নাম

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ১০ ডিসেম্বর : সরকারি ক্ষতিপূরণ পেতে গেলে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াটা বড় কথা নয়, 'যোগাযোগ' থাকাটাই বড় কথা। উদাহরণ গধেয়ারকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েতের পারকুমলাই এলাকা। কী হয়েছে সেখানে? প্রাকৃতিক দুর্যোগে সেখানে কোনও ক্ষতি না হলেও স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যের 'চেষ্টায়' ক্ষতিপূরণপ্রাপকের তালিকায় নাম উঠেছে সেই এলাকার একাধিক বাসিন্দার। এমনকি তাঁরা ক্ষতিপূরণের টাকাও পেয়ে গিয়েছেন। খালি সেই এলাকার নির্দল পঞ্চায়েত সদস্য আফতারউদ্দিন মিয়াঁকে 'কাটমানি' দিতে হয়েছে। আফতারউদ্দিন অবশ্য অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

এলাকায় খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে, যাঁরা ক্ষতিপূরণের টাকা পেয়েছেন, তাঁদের কাছ থেকে ৫ হাজার টাকা করে আদায় করেছেন আফতারউদ্দিন। কিন্তু প্রশাসন কেন ক্ষতি না হওয়া সত্ত্বেও সেই এলাকায় ক্ষতিপূরণ দিল, কেন ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আগে সবকিছু খতিয়ে দেখা হল না, সেসব নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

গধেয়ারকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান কৃষ্ণা রায় বলেন, 'ঘটনার কিছুই জানি না। তবে ওই সদস্যর সঙ্গে কথা বলব। এমনকি প্রয়োজনে পারকুমলাইয়ের বাসিন্দাদের সঙ্গেও কথা বলে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।' আর ধূপগুড়ির এসডিও শ্রদ্ধা সুব্বার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়েছিল। তবে তিনি ফোন না ধরায় তাঁর বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

গত ৫ অক্টোবর যে দুর্যোগ হয়েছিল, একাধিক নদীতে হঠাৎ জল বেড়ে গিয়েছিল, তাতে কিন্তু পারকুমলাই এলাকায় কোনও ক্ষতি হয়নি। তাহলে কেন ক্ষতিপূরণের তালিকা তৈরি হবে এবং কেনই বা টাকা পাবেন বাসিন্দারা? সেখানকার বাসিন্দা মল্লিকা রায়ের কথায়, 'ক্ষতি বলতে রান্নাঘরে জল ঢুকেছিল। পঞ্চায়েত ও প্রশাসনের কয়েকজন মিলে সমীক্ষা করে টাকা দিয়েছে। ৩৫ হাজার টাকা ঢুকতেই পঞ্চায়েত সদস্যকে ৫ হাজার টাকা দিতে হয়েছে। টাকা না দিলে পরের কিস্তির টাকা ঢুকবে না বলে জানিয়েছিল।' একই অভিযোগ করেছেন আরেক স্থানীয় বাসিন্দা নজরুল ইসলাম।

পঞ্চায়েত সদস্য আফতারউদ্দিন নিজের সাফাইয়ে বলেছেন, '৬২ জনের নামের তালিকা গ্রাম পঞ্চায়েতে দেওয়া হয়েছিল। তবে রেললাইন সংলগ্ন এলাকা ছাড়া আর কোথাও ক্ষতি হয়নি। আর আমি কারও কাছ থেকে টাকা নিইনি।' তাঁর পালটা অভিযোগ, গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মীদের সঙ্গে যোগসাজশ করেই বাসিন্দারা এমন বলছেন।

পারকুমলাই এলাকার বাসিন্দা মনোয়ারা বেগমের কথায়, 'রেললাইনের ধারে কিছুটা ক্ষতি হলেও তাঁরা টাকা পাননি। কিন্তু যেখানে একেবারে ক্ষতিই হয়নি, সেখানকার লোকজন ক্ষতিপূরণের টাকা পেয়েছেন। সবটাই ওই নির্দল সদস্যের মাধ্যমেই হয়েছে।'

পারকুমলাই এলাকায় জমায়েত বাসিন্দাদের। বুধবার।

রাস্তার সূচনা

বৃহস্পতিবার নবান্ন থেকে পথশ্রী ও রাস্তাশ্রী প্রকল্পের প্রায় ২০ হাজার কিলোমিটার রাস্তার কাজের সূচনা করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই কাজের আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে ৬,৯৮৭ কোটি টাকা।

হুমকি মেসেজ

অপরিচিত মোবাইল নম্বর থেকে মেসেজ করে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন নৈহাটির তৃণমূল বিধায়ক সনৎ দে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বেধড়ক মার

চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে স্কুলেরই এক অস্থায়ী শিক্ষাকর্মীকে বেধড়ক পেটালেন অভিভাবকরা। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার বাগদায়।

প্রতারণা

কলকাতা পুরসভায় চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে প্রতারণার অভিযোগ উঠল তিন তরুণের বিরুদ্ধে। অভিযোগকারীর কাছ থেকে ৪ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

দিল্লিকে টেক্কা কলকাতার

বায়ু দূষণে বিপজ্জনক সূচক, সতর্কতার পরামর্শ

কলকাতা, ১০ ডিসেম্বর : কলকাতার বায়ুদূষণের মাত্রা ছাড়াল দিল্লিকেও। মঙ্গলবার রাতের পরিসংখ্যান বলছে, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ও ময়দান সংলগ্ন এলাকার বায়ুর গুণমান সূচক বা এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (একিউআই) ৩৪২, যখন দিল্লিতে একিউআই ছিল ২৯৯। বুধবার ছিল একই ছবি। সন্ধ্যা ৬টার পর থেকে শহরের একিউআই ছিল ৩৪৯। সেখানে দিল্লির একিউআই ২৬৬। বাতাসের একিউআই ৩০০-র গণ্ডি ছাড়ালে তা 'বিপজ্জনক' হিসেবে গণ্য করা হয়। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের তথ্য অনুযায়ী, নভেম্বরে ভারতের মধ্যে বায়ুদূষণের নিরিখে পঞ্চমস্থানে উঠে এসেছিল কলকাতা। ডিসেম্বরে শীতের শুরুতে যেভাবে কলকাতায় একিউআই বাড়ছে, তাতে বাতাসের পরিস্থিতি নিয়ে যথেষ্ট উদ্বেগে পরিবেশবিদরা। তাঁদের আশঙ্কা, কিছুদিন পর বায়ু দূষণের মাত্রায় এই শহর দিল্লিকে বরাবরের মতো ছাপিয়ে যেতে পারে।

পরিবেশবিদ সোমেন্দ্রমোহন ঘোষ বলেন, 'দিল্লির ভুল থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত ছিল। ময়দান চত্বরে মেট্রোরেলের কাজ চলায় সেখানে বায়ু দূষণের মাত্রা বেশি। জল ছেটানোর কোনও ব্যবস্থা নেই। মা ফ্লাইওভারের ওপর দিয়ে যেসব পুরোনো ডিজেল গাড়ি চলে, সেগুলি রাজ্য নিয়ন্ত্রণ করছে না। দূষণ নিয়ে সতর্কতা জারি করা শীঘ্রই প্রয়োজন।' তবে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের ব্যাখ্যা, ইন্দো-গাঙ্গেয় সমভূমি দিয়ে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে দূষিত বাতাস কলকাতার দিকে আসে। তাছাড়াও শহরের গাড়ি, কারখানার ধোঁয়া বাড়ায় দূষণ ক্রমেই বাড়ছে। শহরের ময়দান সংলগ্ন এলাকা বাচ্চা ও বয়স্কদের এড়িয়ে যাওয়াই শ্রেয় বলে পরামর্শ দিচ্ছেন পরিবেশবিদরা। কারণ, ধুলোবালির কণা শ্বাসবায়ুর সঙ্গে মিশে সরাসরি ফুসফুসে আক্রমণ করতে পারে।

তবে শীতকালে দূষণ বাড়া স্বাভাবিক বলে স্বীকার করে নিয়েছেন আবহাওয়াবিদরা। পরিবেশবিদ সুভাষ দত্তর মত, 'এই সময় বাতাস ভারী থাকে। সেই কারণেও দূষণ বাড়ছে।' নভেম্বরের পরিসংখ্যান বলছে, কলকাতার বাতাসে সবচেয়ে ক্ষতিকারক বায়ুদূষণকারী কণা পিএম ২.৫-এর মাসিক গড় ঘনত্ব ছিল ৮২ মাইক্রোগ্রাম প্রতি ঘনমিটার বায়ু। এই মাত্রাটি কেন্দ্রীয়ভাবে নির্ধারিত মাসিক সীমার দ্বিগুণেরও বেশি। আর তাই শহরকে বাঁচাতে শীঘ্রই রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারকে পদক্ষেপ করার অনুরোধ জানাচ্ছেন পরিবেশবিদরা।

বিষাইছে বায়ু

- বুধবার দিল্লির একিউআই ২৬৬, সেখানে কলকাতার ৩৪৯
- মঙ্গলবার দিল্লির একিউআই ২৯৯, সেখানে কলকাতার ৩৪২
- একিউআই-এর মাত্রা ৩০০-র গণ্ডি ছাড়ালে সেটাকে বিপজ্জনক বলে ধরা হয়
- সেই অনুযায়ী শেষ দু-দিনের পরিসংখ্যান পরিবেশবিদদের চিন্তা বাড়াচ্ছে

দেশের নিজস্ব মহাকাশকেন্দ্র, আশ্বাস শুভাংশুর

কলকাতা, ১০ ডিসেম্বর : মহাকাশ থেকে ভারতকে কেমন লাগছে? এখন থেকে ঠিক ৪১ বছর আগে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির এই প্রশ্নের উত্তরে মহাকাশচারী রাকেশ শর্মা বলেছিলেন, 'সারে জাঁহা সে আচ্ছা।' চার দশকেরও বেশি সময় পর বুধবার কলকাতায় এসে ভারতীয় বায়ুসেনার গ্রুপ ক্যাপ্টেন তথা ইসরোর গগনযান মিশনের অন্যতম মুখ শুভাংশু শুক্লার গলায় একই সুর শোনা গেল। ভারতের মহাকাশ গবেষণার স্বপ্নকে এগিয়ে দিয়ে ইন্ডিয়ান সেন্টার অফ স্পেস ফিজিক্স-এর অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, আগামী ১০-১৫ বছরের মধ্যেই ভারত নিজেদের মহাকাশ কেন্দ্র গড়ে তুলবে। ২০৪০ সালের মধ্যেই চাঁদে মানুষ পাঠানোর লক্ষ্যে দেশ এগোচ্ছে। ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে বিকশিত ভারতে পরিণত করার দায়বদ্ধতা কাঁধে তুলে নিতে হবে নতুন প্রজন্মকেই।

দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে মহাকাশে পাড়ি দেওয়ার পর এটি শুভাংশুর প্রথম কলকাতা সফর। শুভাংশু বলেন, 'কলকাতার সঙ্গে আমার সম্পর্ক বহু পুরোনো। বায়ুসেনায় যোগ দেওয়ার পর প্রাথমিক প্রশিক্ষণ হয়েছিল ব্যারাকপুরেই। খুব সুন্দর এই শহর। এখানে ফিরে আসতে পেরে আমার খুব ভালো লাগছে।' এদিন প্রথমে সেন্টার ফর স্পেস ফিজিক্সে স্কুল-কলেজের পড়ুয়াদের সঙ্গে সময় কাটানোর পর শুভাংশু তাঁর নামে তৈরি একটি প্যাভেলিয়ন পরিদর্শন ও একটি মিউজিয়াম ভ্রমণ করেন। দিনের শেষে 'মাই এক্সপেরিয়েন্স ইন স্পেস : দ্য ফাইনাল ফ্রন্টিয়ার' শীর্ষক বিশেষ আলোচনাসভায় যোগ দেন। সেখানে অংশ নেন ইন্ডিয়ান সেন্টার ফর স্পেস রিসার্চের ডিরেক্টর ডক্টর সন্দীপ চক্রবর্তী, নাসার বিজ্ঞানী ডক্টর জয়দীপ মুখোপাধ্যায় সহ অন্যান্য বিশেষজ্ঞও।

মহাকাশ গবেষণায় ভারতের ভবিষ্যৎ নিয়ে অত্যন্ত আশাবাদী শুভাংশু। রাকেশ শর্মা ও কল্পনা চাওলার উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, 'আগে মহাকাশচারী হওয়া বা মহাকাশ নিয়ে কাজ করার সুযোগ দেশে কম ছিল। রাকেশ শর্মার মিশনের পর পরিস্থিতি বদলেছে। মহাকাশ অভিযানের ইকো সিস্টেম দেশেই তৈরি হচ্ছে। তাই ছাত্রছাত্রীরা মহাকাশচারী হওয়ার স্বপ্ন পূরণ করার ক্ষমতা রাখে।' এছাড়াও মহাকাশ গবেষণায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারের ভূমিকার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক স্তরে প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতা ভারতের নিজস্ব গগনযান মিশনে কাজে লাগিয়ে তা উন্নত করার বার্তাও দেন শুভাংশু।

বুধবার কলকাতায় ইন্ডিয়ান সেন্টার অফ স্পেস ফিজিক্সের অনুষ্ঠানে শুভাংশু শুক্লা। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়।

কত ভোটার বাদ, বিভ্রান্তি কমিশনের

পাঁচ পর্যবেক্ষকের সঙ্গে বৈঠক সিইও'র

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১০ ডিসেম্বর : এসআইআর-এ ভোটার তালিকা থেকে কত নাম বাদ পড়তে চলেছে, সেই তর্জায় নতুন বিভ্রান্তি তৈরি করল কমিশন। রাজ্যের সিইও দপ্তরকে ১৩ লক্ষ ৭৪ হাজার ৪৬০ জনের একটি মৃত, স্থানান্তরিত ও নিখোঁজ ভোটারের তালিকা পাঠিয়ে তা যাচাই করতে বলেছে কমিশন। ইতিমধ্যেই এসআইআর প্রক্রিয়ায় এই ভোটারদের সংখ্যা ৫৭ লক্ষেরও বেশি ছাড়িয়েছে। এরই মধ্যে বুধবার এসআইআর-এর কাজে বিএলওদের দ্বিতীয় কিস্তির ৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। এদিন পাঁচ ডিভিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত পর্যবেক্ষকদের সঙ্গে বৈঠক করেন সিইও। মালদা ও জলপাইগুড়ি ডিভিশনের দুই পর্যবেক্ষক অলোক তিওয়ারি ও পঙ্কজ যাদব বৃহস্পতিবারই তাঁদের এলাকায় পৌঁছোচ্ছেন।

বিধানসভা ভোটের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে কমিশন। বৃহস্পতিবার ২৫টি কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য এজেন্সির সঙ্গে নির্বাচনি কাজে সমন্বয়ের লক্ষ্যে মেগা বৈঠকে বসছেন সিইও মনোজ আগরওয়াল। বুধবার পর্যন্ত ডিজিটাইজড হতে বাকি ২ লক্ষেরও কম ফর্ম। বৃহস্পতিবারই শেষ হচ্ছে ডিজিটাইজেশনের কাজ।

নন ম্যাপিং বা পারিবারিক সম্পর্কের সূত্রহীন এসআইআর করা হয়েছে প্রায় ৩০ লক্ষ। এই আবেদনগুলিই বিশেষ নজরে রয়েছে কমিশনের। ১১ ডিসেম্বর এসআইআর-এর প্রথম দফা সম্পূর্ণ হওয়ার পর ১৬ ডিসেম্বর খসড়া তালিকা প্রকাশের আগে ভুয়ো ভোটার বাদ দিতে আরও একদফা একাধিক ক্রস চেকিং করা হবে। কারণ, কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী ১৬ ডিসেম্বর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পর তা প্রত্যেক বুথে টাঙিয়ে দিতে হবে। বুথভিত্তিক বিএলও, বিএলএ বৈঠকে প্রতি বুথে মৃত, স্থানান্তরিত, নিখোঁজ এবং ডুপ্লিকেট ভোটারদের সংখ্যা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করে তার ছবি কমিশনের ওয়েবসাইটে আপলোড করতে হচ্ছে বিএলওদের। এরই ভিত্তিতে এদিন কমিশন জানিয়েছে, এখনও পর্যন্ত রাজ্যে মোট অনুপস্থিত ভোটারের সংখ্যা ৫৭ লক্ষ ৫২ হাজার ২০৭। যার মধ্যে মৃত ২৪ লক্ষ ১৪ হাজার ৭৫০ জন। স্বাভাবিকভাবেই নতুন করে কমিশনের পাঠানো এই ১৩ লাখি তালিকা নিয়ে বিভ্রান্তি হয়েছে ভোটারদের মধ্যে। মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল এই প্রসঙ্গে বলেন, 'হতে পারে কমিশনের পাঠানো এই ১৩ লক্ষের কিছু বেশি চিহ্নিত ভোটার আমাদের মোট নিখোঁজ ৫৭ লক্ষের তালিকার মধ্যেই রয়েছে। আবার এটা তার অতিরিক্তও হতে পারে।'

এমনিতেই বিজেপির ১ কোটি নাম বাদ যাওয়ার দাবিতে রীতিমতো আতঙ্কের শিকার হয়েছেন বহু মানুষ। এই পরিস্থিতিতে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদের সংখ্যা নিয়ে নানা ধরনের জল্পনা তৈরি হলে বিভ্রান্তি বাড়বে বলেই মনে করছে পর্যবেক্ষকদের একাংশ।

রাজস্ব আদায়ে এবার বেসরকারি ব্যাংকও

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১০ ডিসেম্বর : রাজস্ব আদায়ে এবার বেসরকারি ব্যাংকগুলিকেও যুক্ত করছে রাজ্য সরকার। এতদিন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির ক্ষেত্রেই রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এই ক্ষমতা দেওয়া ছিল। এবার বেসরকারি ব্যাংকগুলির ক্ষেত্রেও নবান্ন সেই পথে এগোল। বুধবার বেসরকারি ইয়েস ব্যাংককে এই আওতায় আনতে নবান্নের অর্থ দপ্তর সার্কুলার (নম্বর ৪৩৫১-এফওয়াই) জারি করেছে। বলা হয়েছে, এখন থেকে রিজার্ভ ব্যাংক ও রাজ্য সরকারের গাইডলাইন মেনে ইয়েস ব্যাংক সরকারের কর ও করমুক্ত রাজস্ব সংগ্রহ করতে পারবে। এব্যাপারে সরকারের যাবতীয় শর্তাবলি তাদের পূরণ করতে হবে। অতি সম্প্রতি বেসরকারি এইউ ব্যাংককেও নবান্ন এই আওতায় এনেছে। অর্থ দপ্তর সূত্রে খবর, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ছাড়াও বেসরকারি ব্যাংকগুলিকে রাজস্ব সংগ্রহের তালিকায় আনা নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। স্বভাবতই এই নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে নবান্ন প্রশাসনের অন্দরে।

হব আমি মায়ের মতো বড়...

বুধবার নদিয়ায়। ছবি : পিটিআই।

১০ মিনিট আগে হাতে প্রশ্নপত্র

কলকাতা, ১০ ডিসেম্বর : উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় বড়সড়ো রদবদল করল উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। চতুর্থ সিমেস্টার ও তৃতীয় সিমেস্টার (সাপ্লিমেন্টারি) পরীক্ষার নির্ধারিত সময়ের ১০ মিনিট আগেই পরীক্ষার্থীদের হাতে দেওয়া হবে ওএমআর শিট ও প্রশ্নপত্র। নতুন নিয়মে যাতে পরীক্ষার্থীদের অসুবিধা না হয়, সেদিকে নজর রাখতেই এই সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছে সংসদ। বিকাশ ভবনে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। অনুমতি পেলেই এই নয়া নিয়ম কার্যকর করা হবে।

পড়ুয়াদের অভিযোগ খতিয়ে দেখে সকাল ১০টায় পরীক্ষা শুরু হলে ৯.৫০ মিনিটে পরীক্ষার্থীদের হাতে প্রশ্নপত্র তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল সংসদ। সংসদ সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য বলেন, 'প্রশ্ন পড়ে যাতে উত্তর দেওয়ার সময় পাওয়া যায়, তাই এই সিদ্ধান্ত।' ১২ থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে চতুর্থ সিমেস্টারের পরীক্ষা। তৃতীয় সিমেস্টারের সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষা চলবে দুপুর ১টা থেকে ২.১৫ পর্যন্ত। সেখানেও ওএমআর শিট পরীক্ষার্থীদের হাতে দেওয়া হবে ১২.৫০ মিনিটে। তৃতীয় সিমেস্টার হবে ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট ও চতুর্থ সিমেস্টার হবে ২ ঘণ্টা ব্যাপী। পুরোনোরা ৩ ঘণ্টা ১৫ মিনিট সময়সীমাতেই পরীক্ষা দেবেন।

উচ্চমাধ্যমিকে নয়া প্রস্তাব

একইসঙ্গে সংসদ জানিয়েছে, চতুর্থ সিমেস্টারের উত্তরপত্রে পরীক্ষার্থীরা যেখানে লেখা শেষ করবে, সেখানে পরীক্ষকের সই বাধ্যতামূলকভাবে থাকতে হবে। চিরঞ্জীব ভট্টাচার্যের কথায়, 'এই নিয়মকে বলা হয় এন্ড অফ লাইন। ইনভিজিলেটরের সই উত্তরপত্রের শেষে যেখানে থাকবে, তারপর আর কোনও লেখা থাকবে না। আইনি জটিলতার কারণেই এই পদক্ষেপ।' সংসদ জানিয়েছে, পরীক্ষার্থীদের কোনও লুজ শিট দেওয়া হবে না। পরীক্ষকের সঙ্গে খারাপ আচরণ করলে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর এনরোলমেন্টও বাতিল করা হবে।

তালিকা প্রকাশের নির্দেশ হাইকোর্টের

কলকাতা, ১০ ডিসেম্বর : নবম-দশম, একাদশ-দ্বাদশে সিবিআইয়ের দেওয়া তালিকায় দাগি হিসেবে চিহ্নিত অথচ ২০১৬ সালের শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় চাকরি পাননি, বুধবার এমন প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশের নির্দেশ দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কমিশনের সিদ্ধান্ত ছাড়া যে প্রার্থীদের নিয়োগ করেছে, সেই তালিকাও তলব করেছেন বিচারপতি। আবেদনকারীদের তরফে আইনজীবী দাবি করেন, ওএমআর-এ গরমিল থাকা প্রার্থীদের মধ্যে প্রায় ১৮০৬ নাম অযোগ্যদের তালিকায় রয়েছে। কিন্তু সিবিআইয়ের তদন্ত অনুযায়ী ২০৮২ জনের ওএমআর-এ গরমিল হয়েছিল। এছাড়াও কমিশনের সুপারিশ ছাড়া অতিরিক্ত নিয়োগ করেছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। তার তালিকা প্রকাশ করেনি পর্ষদ। এরাও দাগি। ২০১৬ সালের অপেক্ষমাণ দাগি প্রার্থীদের তালিকাও প্রকাশ করা হোক। ২০১৬ ও ২০২৫ সালের সমস্ত প্রার্থীর ওএমআর শিট প্রকাশ করার নির্দেশ দেওয়া হোক।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখার কথা বলা হয়েছিল। কমিশন ২০১৬ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে এখনও পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে দুর্নীতি চালিয়ে যাচ্ছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী হাইকোর্টকে প্রভাবমুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ বিষয়টি পর্যবেক্ষণের কথা বলা হয়েছিল। তবে আবেদনকারীর এই সংক্রান্ত বাকি আবেদনগুলির শুনানি ৬ জানুয়ারি।

২০১৬ সালের মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যানেল থেকে যাঁদের নিয়োগ হয়েছিল, তাঁদের তালিকা এবং নির্দিষ্টভাবে অযোগ্য চিহ্নিত নন, এমন প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করার আর্জি নিয়ে হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়েছিল। তাঁদের অভিযোগ, এই প্যানেলের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরও দাগিদের সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে। এই নিয়োগ অবৈধ। এই সংক্রান্ত মামলাতে এদিন ২০১৬ সালের মেয়াদ পেরিয়ে যাওয়া প্যানেল থেকে যাঁদের নিয়োগ করা হয়েছিল, তাঁদের বিস্তারিত তালিকা এদিন আদালতে জমা দিয়েছে কমিশন।

প্রক্রিয়া নিয়ে শঙ্কা এসএসসি'র

কলকাতা, ১০ ডিসেম্বর : একাদশ-দ্বাদশে শিক্ষক পুনর্নিয়োগ পরীক্ষায় যে বিষয়গুলির ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে, তাদের চূড়ান্ত মেধাতালিকার প্যানেল প্রকাশ করতে চলেছে এসএসসি। বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ের চূড়ান্ত প্যানেল চলতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যেই প্রকাশিত হতে পারে। তবে সুপ্রিম কোর্টের নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে একাদশ-দ্বাদশ ও নবম-দশম শ্রেণি মিলিয়ে সম্পূর্ণ শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া শেষ করা সম্ভব নয় বলেই আশঙ্কা করছে এসএসসি। তাই অতিরিক্ত সময় চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হতে পারে তারা। নবম-দশমের ইন্টারভিউয়ের তালিকা প্রকাশ ও শিক্ষাকর্মী পদে আবেদন গ্রহণের প্রক্রিয়াও চলছে।

তৃণমূলের আন্দোলন

কলকাতা, ১০ ডিসেম্বর : একশো দিনের কাজের প্রকল্পে এই রাজ্যের জন্য কোনও বরাদ্দ না থাকাকে ইস্যু করে এগোতে চাইছে তৃণমূল। এই ইস্যুতেই এবার বুথ স্তরে আন্দোলনের কর্মসূচিও নিয়েছে তৃণমূল। এখন থেকেই একশো দিনের কাজের বকেয়া টাকার দাবিতে প্রতিটি বুথে সভা করতে দলীয় নেতৃত্বকে নির্দেশ দিয়েছেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী। মঙ্গলবারেই কোন কোন প্রকল্পে কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, তা নিয়ে তালিকা প্রকাশ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। তাতে দেখা গিয়েছে, একশো দিনের কাজের প্রকল্পের টাকায় এই রাজ্য কিছু পায়নি। বিজেপির বিরুদ্ধে ক্ষোভ আরও উসকে দিতে সেই কারণে এই ইস্যুতে আন্দোলন আরও তীব্র করতে চায় তৃণমূল।

মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন, 'কেন্দ্রীয় বঞ্চনা সত্ত্বেও আমরা কর্মশ্রী, বাংলার বাড়ি প্রকল্প যেমন চালাচ্ছি, তেমনই গ্রামীণ রাস্তা সংস্কারও করছি। বিজেপির ভোটপাখিরা ভোট এলেই এই রাজ্যে এসে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেন। আমরা আমাদের কাজের নমুনা সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরব।'

মালদার ডিআইকে ভর্ৎসনা বিচারপতির

কলকাতা, ১০ ডিসেম্বর : সন্তান আক্রান্ত বিরল রোগে। তাই বাড়ির কাছে বদলি চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন মালদার ইংলিশ বাজার থানা এলাকার শিক্ষিকা মনীষা রায় সাহা। এই সংক্রান্ত মামলায় মালদার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক মৃণ্ময় রায়কে চূড়ান্ত ভর্ৎসনা করে বিচারপতি অমৃতা সিনহা বলেন, 'শুনুন ডিআই মশাই, কোন নোটিশ, কোন অর্ডার তা শুনব না। এনার সন্তানের বিষয়টি বিবেচনা করে ব্যবস্থা নিতেই হবে।'

আবেদনকারী শিক্ষিকার সন্তান অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডার নামক বিরল রোগে আক্রান্ত। তার মানসিক পরিস্থিতিও স্থিতিশীল নয়। এই পরিস্থিতিতে কলকাতার একটি স্কুলে কর্মরত ওই শিক্ষিকার পক্ষে সন্তানের দেখভাল করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই ২০২২ সালেই মালদায় বদলি হতে চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু শূন্যপদ না থাকায় ওইসময় তাঁর বদলি সম্ভব হয়নি। তারপরও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শিক্ষিকার শূন্যপদ থাকা সত্ত্বেও তাঁর বদলি নিয়ে টালবাহানা করছিল কর্তৃপক্ষ। এই পরিস্থিতিতে বিচারপতি আগেই নির্দেশ দিয়েছিলেন কলকাতার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক বিষয়টি খতিয়ে দেখে কোথায় তাঁর বদলি হতে পারে তা জানাবেন। মালদার জেলা বিদ্যালয়ের পরিদর্শককে ভার্চুয়ালি হাজিরার নির্দেশও দিয়েছিলেন। এদিন এই মামলার শুনানিতে বিচারপতি তাঁকে নির্দেশ দিয়েছেন অবিলম্বে ওই শিক্ষিকাকে নিয়োগ করতে হবে। যদিও মালদার ডিআই-এর যুক্তি, গভর্নিং বডির অন্তর্গত নির্দিষ্ট রুল অনুযায়ীই তাঁকে কাজ করতে হবে। কিন্তু বিচারপতি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, ওই শিক্ষিকাকে মালদায় অবিলম্বে বদলির ক্ষেত্রে মানবিক দিক থেকে বিবেচনা করবেন কমিশনার অফ স্কুল এডুকেশন।

'মানবিক দিক থেকে বিবেচনা করুন'

ওয়াকফ কটাক্ষ শুভেন্দুর

কলকাতা, ১০ ডিসেম্বর : কেন্দ্রীয় আইনকে উপেক্ষা করার জন্যে রাজ্যের কয়েক হাজার ওয়াকফ সম্পত্তি বেহাত হতে চলেছে। এজন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কাঠগড়ায় তুলেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর দাবি, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রাজ্যের ওয়াকফ সম্পত্তি নথিভুক্ত না করার জন্যে ৬ ডিসেম্বরের পর অন্তত ৫০ হাজার ওয়াকফ সম্পত্তি কার্যত বেআইনি সম্পত্তি হিসেবে চিহ্নিত হতে চলেছে। এর ফলে সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হলেন গরিব সংখ্যালঘু মুসলিমরা। অভিযোগের জবাব দেওয়ার জন্য রাজ্যের মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী, ফিরহাদ হাকিম, জাভেদ খানদের পালটা চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন শুভেন্দু। বিজেপির মতে, রাজনৈতিক স্বার্থে, কেন্দ্র বিরোধিতার রাজনীতি করতে গিয়ে ওয়াকফের মতো ইস্যুতে রাজ্যের সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়কে গাড্ডায় ফেলে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

৬ ডিসেম্বরের সময়সীমার মধ্যে মাত্র ২৬ হাজার ওয়াকফ সম্পত্তি কেন্দ্রীয় পোর্টালে আপলোড হয়েছে। শতাংশের বিচারে মাত্র ৬২.৯ শতাংশ। যা সারা দেশের মধ্যে সর্বনিম্ন। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দুর দাবি, এর ফলে রাজ্যের প্রায় ৫৪ হাজার ওয়াকফ সম্পত্তি হারাবেন সংখ্যালঘু মুসলিমরা। কারণ, নথিভুক্ত না হওয়া এই ওয়াকফ সম্পত্তির মালিকানা বজায় রাখতে হলে তাকে আদালত বা ট্রাইবিউনালে যেতে হবে। যেটা শুধু সময়সাপেক্ষই নয়, যথেষ্ট ব্যয়সাপেক্ষ বটে।

বাস্তবে রাজ্যের অধিকাংশ ওয়াকফ সম্পত্তিই শাসকদলের প্রভাবশালী মুসলিম নেতাদের হাতে থাকলেও কেন্দ্রীয় আইনের গেরোয় ওয়াকফ হাতছাড়া হলে স্বাভাবিকভাবেই ক্ষুব্ধ হবেন সংখ্যালঘু মুসলিমরা। সেই অঙ্ক কষেই বিধানসভা ভোটের আগে মুসলিম ভোটব্যাংকে প্রভাব ফেলতে ওয়াকফ আবেগকে কাজে লাগাতে চাইছে বিজেপি। এদিন শুভেন্দু বলেন, 'গোটা দেশ যে পথে হাঁটল, তার উলটো পথে হেঁটে এরাজ্যের মুসলমানদের গাড্ডায় ফেলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অথচ '২৪-এর লোকসভা ভোটেও তৃণমূলের দলীয় ভোটের ৯১ শতাংশই ছিল সংখ্যালঘু ভোট। তাই ওয়াকফ বিরোধিতার জন্য খেসারত চেয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সরব হওয়া উচিত মুসলিমদের।'

সকালে দিনমজুরি, তারপর প্রধানের কাজ

চিত্ত মাহাতো

ঝাড়গ্রাম, ১০ ডিসেম্বর : ঝাড়গ্রাম জেলার বিনপুর ২ ব্লকের কাঁকো গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কৃষ্ণা মান্ডি মুর্মু ক্ষমতার চেয়ারে বসেও ভুলে যাননি তার মূল পরিচয়। পরপর দু'বার পঞ্চায়েত প্রধান নির্বাচিত হওয়ার পরেও তিনি আজও একজন সাধারণ শ্রমিক। অফিসের সময়টুকু ছাড়া এলাকায় তার পরিচয় একজন দিনমজুর হিসেবে। ছোট এক চিলতে টিনের বাড়িতে মেয়ে ও স্বামীকে নিয়ে কোনরকমে দিন গুজরান করেন এই পঞ্চায়েত প্রধান।

সকালে ঘুম থেকে উঠে বাড়ির কাজকর্ম সেরে মাঠে দিনমজুরের কাজ করেন। তারপর বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ অফিসে পৌঁছে প্রধানের দায়িত্ব সামলান। প্রথমবার প্রধান হওয়ার আগে কৃষ্ণা মুরমু মান্ডি ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য। টানা ১৩ বছর শাসক দলের ক্ষমতার অলিন্দে থাকলেও কখনো পুরনো পেশাকে ছাড়েননি। ভালুকখুলিয়া গ্রামের এক পাশে ছোট টিনের বাড়িতে একেবারে আটপৌরে জীবন যাপন করা দুবারের পঞ্চায়েত প্রধান কৃষ্ণাকে কখনো অর্থের লোভ গ্রাস করতে পারেনি। একেবারে সাধারণ জীবন যাপন করে বলে তার নামটি আজ এলাকার মানুষের মুখে মুখে।

পঞ্চায়েত পরিচালনার ক্ষেত্রে শাসকদলের নেতা-নেত্রীদের বিরুদ্ধে যখন বিভিন্ন আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ সামনে আসে, তখন কৃষ্ণা মান্ডি মুর্মু একেবারে ব্যতিক্রমী। সংসারে অভাব অভিযোগ থাকলেও অর্থের লোভ তার সততায় কালি লাগাতে পারেনি। দিনমজুরের কাজে অভ্যস্ত এই পঞ্চায়েত প্রধান যে হাতে মাঠে বীজ রোপন, ধান কাটা, মাঠ থেকে সেই ধানখড় খামারে তুলে আনা এবং তা ঝাড়াই মাড়াইয়ের কাজ করেন, সেই হাতে প্রধানের দায়িত্বও হাসিমুখে সামলান। শ্বশুরবাড়িতে তার পাঁচ বিঘা জমি রয়েছে। বছরভর সেই জমিতে চাষ- আবাদ করেন।

চাষের কাজে তাকে সাহায্য করেন স্বামী জয়দেব মুর্মুও। বাড়ির কাজকর্ম সেরে পঞ্চায়েত অফিসে হাজারো মানুষকে নিঃস্বার্থভাবে পরিষেবা দিতে স্ত্রীকে উৎসাহিত করেন তিনি।

দুটি টার্মে প্রধানের চেয়ারে বসেও অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জনের রাস্তায় হাঁটেন না। বিভিন্ন জায়গায় পঞ্চায়েত সদস্য থেকে উপপ্রধান ও প্রধানদের বাড়িঘর ও আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। সে ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত কৃষ্ণা মান্ডি মুর্মু। ছোট এক টুকরো টিনের বাড়ির আঙিনায় দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, 'দল আমাকে পরপর দুবার প্রধান করেছে এলাকার মানুষের সমস্যা সমাধান করার জন্য। আমি সেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। দিনমজুরির পাশাপাশি পঞ্চায়েত সামলানোর কাজ মন দিয়ে করছি।' প্রধান জানান, এই পেশা তিনি কখনো ছাড়বেন না। কুড়ি বছর ধরে এই পেশার উপরেই তার সংসার চলছে।

মাঠের কাজে ব্যস্ত শাসকদলের পঞ্চায়েত প্রধান কৃষ্ণা মাণ্ডি মুর্মু।

বাপের বাড়িতে ফিরলেন সোনালি

রামপুরহাট, ১০ ডিসেম্বর : তিনদিন পর হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরলেন সোনালী খাতুন। বুধবার বিকেলে হাসপাতাল থেকে বীরভূমের পাইকরে বাপের বাড়িতে ফেরেন তিনি। পুলিশি নিরাপত্তা দিয়ে তাকে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হয়।

সোনালীর স্বামী এবং আরও তিনজন এখনও বাংলাদেশে রয়েছেন। শনিবার বিকেলে সোনালীকে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তিনদিন ধরে শারীরিক পরীক্ষার পর বুধবার ছেড়ে দেওয়া হয়। বাড়ি ফিরে সোনালী বলেন, 'ভালো লাগছে। তবে স্বামী ফিরে এলে আরও ভালো লাগবে।' তিনি জানান, বাংলাদেশের জেলে খুব কষ্টে কেটেছে। বাবা ভাদু শেখ বলেন, 'মেয়ে, নাতি ফিরে এসেছে ভালো লাগছে। তবে জামাই ফিরে এলে আরও ভালো লাগবে। ওরা খুব কষ্টে আছে।'

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২০২ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

ভোটই যেন গণতন্ত্র

ভারতকে দেশের শাসকদল বিজেপি গণতন্ত্রের জননী বলে থাকে। দেশের গণতান্ত্রিক চেতনা সমৃদ্ধ ও নিজেদের গণতান্ত্রিক মানসিকতা প্রমাণ করার জোরালো চেষ্টা থাকে ওই শব্দবন্ধের মধ্যে। শাসক শিবিরের পাশাপাশি বিরোধীরাও গণতন্ত্রের প্রতি প্রেম জাহিরে মরিয়া। নিজেদের সম্পর্কে গণতন্ত্রের উপাসক, গণতন্ত্রের প্রতি আস্থাশীল ইত্যাদি প্রচারে সচেষ্ট তারা। গণতন্ত্র সুরক্ষিত রাখতে নাকি শাসক, বিরোধী- সব পক্ষই সক্রিয়।

বাস্তবে অবশ্য শাসক হোক কিংবা বিরোধী- সকলের কাছে গণতন্ত্রের ধারণাটি ভোটের রাজনীতিতে সীমাবদ্ধ। তাদের লক্ষ্য একটাই, যেনতেনপ্রকারে ভোটে জিতে পাঁচ বছরের জন্য সরকারি ক্ষমতা পকেটস্থ করা। রুজিরুটির জন্য প্রতিদিন আমজনতার সমস্যার সমাধানে সরকার ও বিরোধী- কোনও শিবিরই সেই অর্থে সক্রিয় নয়। তারা মানুষের দৈনন্দিনের সমস্যা আলোচনা করে, তর্কবিতর্ক করে। কিন্তু তারপর সব ভুলে যায়।

রোটি, কাপড়া, মকান নিয়ে শাসক-বিরোধীর আলোচনা কার্যত উধাও হয়ে গিয়েছে দেশ থেকে। কর্মসংস্থান, মূল্যবৃদ্ধির জাঁতাকল থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব হত কি না, তা নিয়ে হয়তো সংশয় থাকত আগে। কিন্তু চিন্তাভাবনার পরিসরের অনেকটা জায়গাজুড়ে রুজিরুটির বিষয়গুলি অগ্রাধিকার পেত। কিন্তু এখন মানুষ ও রাজনীতিবিদদের আলোচনায় ঠাঁই পাচ্ছে মন্দির-মসজিদ, গীতা-কোরান, হিন্দু-মুসলিম, বন্দে মাতরম ইত্যাদি নিয়ে বিতর্কগুলি।

হুমায়ুন কবীরের মতো একজন সাধারণ জনপ্রতিনিধি প্রতিদিন সংবাদের শিরোনাম হচ্ছেন শুধুমাত্র একটি মসজিদের শিলান্যাসকে কেন্দ্র করে। প্রচারে ভেসে থাকতে তিনি প্রতিদিন কিছু না কিছু মন্তব্য করছেন। সেটাই খবর হচ্ছে। আবার গীতা পাঠের মতো একটি ব্যক্তিগত বিশ্বাস নিয়ে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে আয়োজিত আসরের লক্ষ্য যে রাজনীতির রুটি সেঁকা, সেটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

অথচ ব্রিগেডের ওই অনুষ্ঠানকে আর পাঁচটা সাধারণ জমায়েত ভেবে রুজিরুটির টানে একজন গরিব মানুষ চিকেন প্যাটিস বিক্রি করতে গিয়ে হেনস্তার শিকার হলেও সেদিকে নজর দেওয়ার কেউ নেই। প্রতিদিন ভারতে এরকম কোটি কোটি মানুষ নিজের ও পরিবারের গ্রাসাচ্ছদনের লড়াই লড়ছেন। তাঁদের কথা কেউ ভাবে না। গণতন্ত্রের অর্থ জনতার শাসন। কিন্তু মন্দির-মসজিদ নিয়ে এত চর্চা হচ্ছে যে, সেখানে জনতাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

মেরুকরণ ও বিভাজনের বিষবৃক্ষকে সামনে রেখে দুই ধর্মীয় সম্প্রদায়কে লড়িয়ে দিয়ে ভোটের রাজনীতিতে লাভবান হওয়ার প্রয়াস সর্বত্র দৃশ্যমান। সেই লড়াই বন্ধের উদ্যোগ কাউকে নিতে দেখা যাচ্ছে না। শাসকের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে বিরোধীরা প্রকারান্তরে ক্ষমতাধরদের সুবিধা করে দিচ্ছে। ডলারের দামের নিরিখে অতীতের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে ভারতীয় মুদ্রা ৯০ টাকা পেরিয়ে গেলেও কোন হা-হুতাশ নেই।

সরকার চুপ, বিরোধীরাও তাই। ভারতে বেকারত্বের ছবি ক্রমশ ভয়াবহ হচ্ছে। কিন্তু কারও হুঁশ নেই। জিএসটি হ্রাসের পর্ব পেরিয়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম ক্রমশ বেড়ে চলেছে। বাজার খরচ আকাশছোঁয়া। প্রতিদিন ডিম খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে বিজ্ঞাপনী প্রচার চললেও ডিম এখন অগ্নিমূল্য। সেসব নিয়ে কথাবার্তা সামান্যই হয়। বরং অনেক বেশি হুংকার, চর্চা বন্দে মাতরম নিয়ে।

যাঁরা দেশকে ভালোবাসেন, দেশের সাফল্যে গর্বিত হন, ব্যর্থতায় যাঁরা কষ্ট পান, তাঁরা সকলেই জাতীয় স্তোত্র এবং জাতীয় গানের ঐতিহাসিক গুরুত্ব, মর্যাদা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। সেসব জেনেবুঝেও বন্দে মাতরমের কিছু অংশ কেন বাদ দেওয়া হল, তাতে জওহরলাল নেহরুর ভূমিকা ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট নিয়ে বিতর্কেই সময় কেটে যাচ্ছে।

এই বিতর্কে অনায়াসে আড়াল করা যাচ্ছে আর্থিক বৈষম্যকে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে মানুষের নাজেহাল দশা নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা হয় না সংসদে। বিনা পয়সার র‍্যাশনের লাইনে কোটি কোটি মানুষকে দাঁড় করিয়ে দেশের জিডিপি বৃদ্ধির আলোচনা নেহাতই নির্বুদ্ধিতা। মানুষকে ধর্ম ও উগ্র জাতীয়তাবাদে আবিষ্ট রেখে গণতন্ত্র কখনও উন্নত হতে পারে না।

অমৃতধারা

যাঁর নিত্য তাঁরই লীলা। ভক্তের জন্য লীলা। তাঁকে নবরূপে দেখতে পারলে তবে তো ভক্তেরা ভালোবাসতে পারবে। পূর্ণ ও অংশ, - যেমন অগ্নি ও তার স্ফুলিঙ্গ। অবতার ভক্তের জন্য, জ্ঞানীর জন্য নয়। ঈশ্বর অনন্ত হউন, আর যত বড়ই হউন, তিনি ইচ্ছা করলে তাঁর ভিতরের সারবস্তু মানুষের ভিতর দিয়ে আসতে পারে ও আসে। প্রেম, ভক্তি শেখাবার জন্য ঈশ্বর মানুষ দেহ ধারণ করে সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হন। অবতারকে দেখা যা, ঈশ্বরকে দেখাও তাই। সরল না হলে চট করে ঈশ্বরে বিশ্বাস হয় না। বিষয়বুদ্ধি থাকলেই কপটতা হয়। সরল না হলে তাঁকে পাওয়া যায় না। সরলভাবে ডাকলে তিনি শুনবেনই শুনবেন।

-শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

প্রতিশ্রুতিই সার, লগ্নি বা কর্মসংস্থান কই?

একের পর এক 'বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট' হয়েছে। রাজ্য সরকারের দাবি এবং শিল্পোন্নয়নের ফারাক ঘোচেনি।

অনিরুদ্ধ দাশগুপ্ত

ফিরে দেখা।। মুকেশ আম্বানির সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।–ফাইল চিত্র।

নিউটাউনের কনভেনশন সেন্টারের ঝাড়বাতির আলোর রোশনাই আর বিশ্ব বাংলা গেটের আভিজাত্য এক মুহূর্তের জন্য চোখ ধাঁধিয়ে দিতে পারে। মঞ্চে দাঁড়িয়ে যখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শিল্পপতিদের উদ্দেশে বলেন, 'বেঙ্গল মিনস বিজনেস', আর পালটা প্রশংসায় যখন শিল্পপতিরা রাজ্যকে 'লগ্নির গন্তব্য' বলে অভিহিত করেন, তখন মনে হয় সুদিন আর বেশি দূরে নয়। কিন্তু সম্মেলনের আলো নিভলে, শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কক্ষের বাইরে বেরিয়ে এলে বাস্তবটা বড়ই নির্মম, বড়ই ধূসর। সেখানে পরিসংখ্যানের জাদুকরী আছে, মউ সইয়ের পাহাড় আছে, কিন্তু যা নেই-তা হল কারখানার সাইরেন আর কর্মসংস্থান।

পশ্চিমবঙ্গে একের পর এক 'বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট' অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিবারই সম্মেলনের শেষে ঘোষিত হয়েছে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার লগ্নির প্রস্তাব। কিন্তু সেই প্রস্তাবের কত শতাংশ বাস্তবে রূপ পেয়েছে, আর কতটাই বা ফাইলে বন্দি হয়ে লাল ফিতের ফাঁসে আটকে আছে- প্রশ্ন আজ সাধারণ মানুষের মুখে মুখে। রাজ্য সরকারের দাবি এবং শিল্পোন্নয়নের বাস্তবের মধ্যে যে ফারাক, তা আজ আর ঢেকে রাখা যাচ্ছে না।

বাণিজ্য সম্মেলন : বাস্তব নাকি মরীচিকা?

রাজ্য সরকারের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বিগত কয়েকটি বাণিজ্য সম্মেলনে লগ্নির প্রস্তাবের অঙ্ক চোখ কপালে তোলার মতো। কোথাও ৩ লক্ষ কোটি, কোথাও ৪ লক্ষ কোটি টাকার প্রতিশ্রুতি। কিন্তু 'ডিপার্টমেন্ট ফর প্রোমোশন অফ ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড ইন্টারনাল ট্রেড'-এর তথ্য বলছে অন্য কথা। প্রস্তাবিত লগ্নির খুব সামান্য অংশই বাস্তবে মাটিতে নেমেছে। খাতায়-কলমে সই হওয়া 'মউ' বা মেমোরেন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং অনেক ক্ষেত্রেই 'কাগুজে বাঘ' হয়েই রয়ে গেছে।

শিল্পমহলের একাংশের মতে, এই সম্মেলনগুলো এখন অনেকটাই বাৎসরিক অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। গৌতম আদানি, মুকেশ আম্বানিরা আসেন, সৌজন্যমূলক প্রশংসা করেন, কিছু ঘোষণা করেন এবং চলে যান। কিন্তু সেই ঘোষণার বাস্তবায়ন কোথায়? মুকেশ আম্বানি জিও-র নেটওয়ার্ক বিস্তার বা রিলায়েন্স রিটেলের বিপণি খোলার কথা বলেন, যা মূলত পরিষেবা ক্ষেত্র। কিন্তু ভারী শিল্প বা ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরে বড় কোনও বিনিয়োগের দেখা নেই। রিলায়েন্স বা আদানির মতো গোষ্ঠী গুজরাট বা মহারাষ্ট্রে যে মাত্রায় শিল্পস্থাপন করে, বাংলার ক্ষেত্রে তা কেবল 'টোকেন ইনভেস্টমেন্ট' হয়েই সীমাবদ্ধ থেকে যাচ্ছে।

তাজপুর এবং প্রতিশ্রুতির জট

সবচেয়ে বড় উদাহরণ তাজপুর সমুদ্রবন্দর প্রকল্প। আদানি গোষ্ঠীকে এই প্রকল্পের দায়িত্ব দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছিল ধুমধাম করে। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী আদানিদের হাতে নথিপত্র তুলে দিয়েছিলেন। আশা জেগেছিল, হলদিয়ার পর রাজ্যে আরও একটি বড় বন্দর তৈরি হবে, কর্মসংস্থান হবে হাজার হাজার তরুণের। কিন্তু সাম্প্রতিক খবর অনুযায়ী, রাজ্য সরকার এই প্রকল্পের জন্য নতুন করে টেন্ডার ডাকার কথা ভাবছে। অর্থাৎ, কয়েক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও আমরা সেই শুরুর বিন্দুতেই দাঁড়িয়ে আছি। এই অনিশ্চয়তা, এই নীতিগত দীর্ঘসূত্রতাই হল পশ্চিমবঙ্গে লগ্নির পথে বড় বাধা। যেখানে অন্য রাজ্যে প্রকল্পের কাজ যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শেষ হয়, সেখানে বাংলায় প্রকল্প মানেই 'দেখছি, দেখব'-র দীর্ঘমেয়াদি খেলা।

সিঙ্গুর থেকে সানন্দ : এক বিষাদগাথা

পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়নের কফিনে শেষ পেরেকটি সম্ভবত পোঁতা হয়েছিল সিঙ্গুরে। টাটা ন্যানো বিদায়ের সেই অভিশপ্ত অধ্যায় আজও রাজ্যের পিছু ছাড়েনি। জমি আন্দোলনের জেরে টাটারা যখন গুজরাটের সানন্দে পাড়ি দিল, তখন শুধু একটি কারখানা গেল না, গেল রাজ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা। আজ সানন্দের দিকে তাকালে বুকটা হাহাকার করে ওঠে বাংলার তরুণসমাজের। গুজরাটের সেই অখ্যাত জায়গাটি আজ ভারতের অন্যতম বড় অটোমোবাইল হাব। টাটার পিছু পিছু ফোর্ড, মারুতি সুজুকি-কে নেই সেখানে? টাটাদের ন্যানো প্রকল্প ব্যর্থ হলেও, ওই সূত্র ধরেই আজ সানন্দে হাজার হাজার কোটি টাকার লগ্নি, সহায়ক শিল্প এবং লক্ষাধিক মানুষের কর্মসংস্থান। সানন্দ যখন বিশ্বমঞ্চে জৌলুস ছড়াচ্ছে, সিঙ্গুরের জমি তখন আগাছায় ভরা, না হচ্ছে সেখানে চাষ, না হল শিল্প। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে জমি ফেরত পাওয়া হয়তো আইনি জয় ছিল, কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে তা ছিল এক চরম পরাজয়। সেই 'নেতিবাচক ধারণা' আজও লগ্নিকারীদের মনে গেঁথে আছে- 'বাংলায় শিল্প করা নিরাপদ নয়।'

রাজ্য সরকারের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বিগত কয়েকটি বাণিজ্য সম্মেলনে লগ্নির প্রস্তাবের অঙ্ক চোখ কপালে তোলার মতো। কোথাও ৩ লক্ষ কোটি, কোথাও ৪ লক্ষ কোটি টাকার প্রতিশ্রুতি। কিন্তু 'ডিপার্টমেন্ট ফর প্রোমোশন অফ ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড ইন্টারনাল ট্রেড'-এর তথ্য বলছে অন্য কথা। প্রস্তাবিত লগ্নির খুব সামান্য অংশই বাস্তবে মাটিতে নেমেছে। খাতায়-কলমে সই হওয়া 'মউ' বা মেমোরেন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং অনেক ক্ষেত্রেই 'কাগুজে বাঘ' হয়েই রয়ে গিয়েছে।

উত্তরবঙ্গ : অবহেলার আরেক নাম

শুধু কলকাতা বা দক্ষিণবঙ্গ নয়, বঞ্চনার ছবিটা আরও প্রকট উত্তরবঙ্গে। শিলিগুড়িতে ঘটা করে বিজনেস সামিট করা হয়েছে। প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে উত্তরবঙ্গকে বাণিজ্যিক করিডর হিসেবে গড়ে তোলার। কিন্তু চা, আর পর্যটনের বাইরে সেখানে ভারী শিল্পের দেখা মেলেনি। বাগডোগরা বিমানবন্দর সম্প্রসারণের কথা দীর্ঘদিন ধরে শোনা গেলেও, কাজের গতি মন্থর। শিলিগুড়ি বা জলপাইগুড়ির তরুণসমাজকে আজও কাজের খোঁজে পাড়ি দিতে হয় ভিনরাজ্যে বা দক্ষিণ ভারতে। সম্মেলনের জৌলুস তাদের পেটের ভাত জোগাতে পারেনি।

মেধার পরিযায়ী স্রোত

রাজ্যে শিল্পের এই খরার সবচেয়ে বড় মাশুল দিচ্ছে বর্তমান প্রজন্ম। কর্মসংস্থানের অভাবে আজ বাঙালি তরুণ-তরুণীরা 'পরিযায়ী শ্রমিক' হতে বাধ্য হচ্ছেন। শুধু অদক্ষ শ্রমিক নয়, রাজ্যের সেরা মেধা-ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, ম্যানেজমেন্ট গ্র্যাজুয়েটেরা দলে দলে রাজ্য ছাড়ছেন। বেঙ্গালুরু, পুনে, হায়দরাবাদ বা গুরুগ্রামের আইটি পার্কগুলোতে কান পাতলে শোনা যায় বাংলার হাহাকার।

কেন নিজের রাজ্যে কাজ নেই? কেন উচ্চশিক্ষিত ছেলেমেয়েদের বৃদ্ধ বাবা-মাকে একা রেখে ভিনদেশে পড়ে থাকতে হয়? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে দেখা যাবে, রাজ্যে আইটি সেক্টরে কিছু কাজ হলেও, কোর ইঞ্জিনিয়ারিং বা ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরে সুযোগ নগণ্য। সরকারি চাকরির নিয়োগ প্রক্রিয়াও আইনি জটিলতা আর দুর্নীতির অভিযোগে জর্জরিত। ফলে 'বাংলা থেকে পালাও'- এটাই যেন অলিখিত স্লোগান হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৩৪ বছরের দায় ও বর্তমানের ব্যর্থতা

অবশ্য এই পরিস্থিতির জন্য কেবল বর্তমান সরকারকে দায়ী করলে বিশ্লেষণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বামফ্রন্টের ৩৪ বছরের শাসনামল রাজ্যের শিল্প মানচিত্রকে কার্যত ধ্বংস করে দিয়েছিল। 'চলবে না, হবে না' সংস্কৃতি, জঙ্গি ট্রেড ইউনিয়নবাদ, ঘনঘন ধর্মঘট আর লাল ঝান্ডার দাপট- এই সবকিছুই পশ্চিমবঙ্গকে লগ্নিকারীদের কাছে 'নিষিদ্ধ এলাকা'-য় পরিণত করেছিল। সেই জঞ্জাল সাফ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েই বর্তমান সরকার বিপুল জনাদেশ নিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল।

কিন্তু গত প্রায় দেড় দশক ক্ষমতায় থেকেও কি সেই ছবিটা বদলানো গিয়েছে? দৃশ্যত, ধর্মঘটের সংখ্যা কমেছে ঠিকই, কিন্তু তার জায়গা নিয়েছে 'সিন্ডিকেটরাজ' আর স্থানীয় স্তরে তোলাবাজির অভিযোগ। লগ্নিকারীরা এখন ইউনিয়ন লিডারদের ভয় পান না, ভয় পান স্থানীয় দাদাদের। বিপুল জনাদেশ থাকা সত্ত্বেও, একটি স্থিতিশীল সরকার থাকা সত্ত্বেও, রাজ্য সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে দ্বিতীয় সানন্দ বা দ্বিতীয় গুরুগ্রাম তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছে।

আজ পশ্চিমবঙ্গ এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। কলকাতার দুর্গাপুজোকে ইউনেসকোর স্বীকৃতি বা রাজ্যে পর্যটনের প্রসার অবশ্যই গর্বের, কিন্তু তা শিল্পের বিকল্প হতে পারে না। একটি রাজ্য কেবল উৎসব আর অনুদানের ওপর ভর করে চলতে পারে না। প্রয়োজন কংক্রিটের লগ্নি, প্রয়োজন ধোঁয়া ওঠা চিমনি, প্রয়োজন কর্মসংস্থান।

শিল্পপতিদের প্রশংসাবাক্য আর সামিটের জৌলুস দিয়ে পেটের খিদে মেটে না। আদানি-আম্বানিদের 'দিদি' ডাকের আড়ালে লুকিয়ে থাকা বিনিয়োগের শূন্যতা আজ বড্ড প্রকট। সময় এসেছে প্রতিশ্রুতির ফানুস না উড়িয়ে বাস্তবের মাটিতে পা রাখার। নতুবা, ট্রেনের জেনারেল বগিতে ঠাসাঠাসি করে ভিনরাজ্যে পাড়ি দেওয়া ওই তরুণের দীর্ঘশ্বাসই হয়ে উঠবে আগামীর বাংলার একমাত্র সত্যি।

(লেখক অর্থনীতিবিদ)

আজ

১৯২২

আজকের দিনে জন্ম কিংবদন্তি অভিনেতা দিলীপকুমারের।

২০০৬

কবি বিনয় মজুমদার প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

প্রত্যেক ক্রিকেটারকে বলব, কারও সঙ্গে লড়তে যেও না। কারও সঙ্গে নিজের তুলনা করো না। শুধু মাঠে নিজের সেরাটা উজাড় করে দাও। প্রত্যাশার চাপ থাকবেই। এই চাপ কীভাবে সামলাতে হয়, সেটা ক্রিকেটারদের জানতে হবে। নিজে কী করতে পারো, শুধু সেটাই ভাববে।

- শচীন তেন্ডুলকার

ভাইরাল/১

চিনের জিয়াংশুতে ট্রেনের মধ্যে তরুণীর হাত থেকে অসাবধানে কাপ উলটে পানীয় (বাবল টি) পড়ে যায়। সঙ্গে রুমাল বা টিস্যু কিছুই না থাকায়, পরনের স্কার্ফ দিয়েই তিনি ট্রেনের মেঝে সাফ করেন।

ভাইরাল/২

গোরুকে চিকেন মোমো খাইয়ে বিপাকে গুরুগ্রামের এক কনটেন্ট ক্রিয়েটর। ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাতের অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরে জামিন পান। ওই ক্রিয়েটর জানিয়েছেন, ৪ হাজার টাকা বাজি ধরে তিনি তৃণভোজী প্রাণীকে মাংসাশী করতে চেয়েছিলেন!

জনমন
জনমত

জলপাইগুড়ির শিক্ষা ব্যবস্থায় সংকটের চিকিৎসা প্রয়োজন

জলপাইগুড়ি জেলার শিক্ষা ব্যবস্থা এবছর সবচেয়ে গভীর সংকটে দাঁড়িয়েছে। প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক- সব স্তরে শিক্ষা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটায় অভিভাবক, শিক্ষক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে গভীর উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।

দীর্ঘদিন ধরে জেলার বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষকসংকট এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যে, বহু বিদ্যালয়ে একজন বা দুজন শিক্ষককে পুরো স্কুল সামলাতে হচ্ছে। গ্রামীণ অঞ্চলের অনেক স্কুলে শিক্ষকশূন্যতা এতটাই প্রকট যে, নিয়মিত ক্লাস চালানোই সম্ভব হচ্ছে না। ফলস্বরূপ বহু ছাত্রছাত্রী অর্ধেক দিনও পাঠ না পেয়ে বাড়ি ফিরতে বাধ্য হচ্ছে।

চা বাগান এলাকা, নদী তীরবর্তী গ্রাম সহ প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্কুলগুলোর অবস্থা আরও হতাশাজনক। অনেক স্কুলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমে যাওয়ায় স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। অবকাঠামো, ভগ্নদশা, শৌচাগারের অভাব, পানীয় জলের অপর্যাপ্ততা ও ডিজিটাল সুবিধার ঘাটতি পরিস্থিতিকে আরও জটিল করছে।

এইসব সংকটের সরাসরি প্রভাব দেখা গিয়েছে এবছরের মাধ্যমিক পরীক্ষায়। জলপাইগুড়ি জেলা রাজ্যের মধ্যে সর্বাধিক ফেলের তালিকায় উঠে আসায় শিক্ষা মহল স্তম্ভিত। বহু স্কুলে পাশের হার ৫০ শতাংশের নীচে নেমে গিয়েছে। কয়েকটি স্কুলে তো অর্ধেক শিক্ষার্থীরও বেশি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছে।

শিক্ষাবিদরা মনে করছেন, শিক্ষকসংকট, সঠিক পাঠদান না হওয়া, মনিটরিংয়ের অভাব এবং পড়াশোনার অনুকূল পরিবেশ না থাকার ফলেই এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। অভিভাবকদের ক্ষোভ, 'স্কুল আছে, শিক্ষক নেই। ফলে সন্তানরা সঠিক শিক্ষা পাচ্ছে না।' পরিস্থিতি বিবেচনায় স্থানীয় বাসিন্দা, শিক্ষা সংগঠন ও অভিভাবকরা প্রশাসনের দ্রুত হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, অবিলম্বে শিক্ষক নিয়োগ, স্কুল পরিকাঠামো উন্নয়ন, বিশেষ ক্লাস ও নিয়মিত পরিদর্শন না হলে জলপাইগুড়ির শিশুদের ভবিষ্যৎ আরও অন্ধকার হবে।

বর্তমান সংকট স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিচ্ছে, জলপাইগুড়ির শিক্ষা ব্যবস্থায় এখন জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজন। শিক্ষা রক্ষায় সময়মতো কার্যকর পদক্ষেপই জেলার আগামী প্রজন্মকে সুরক্ষিত রাখতে পারবে।

মিরাজ হক, ময়নাগুড়ি।

বুনিয়াদপুরে ভোগান্তি

বিগত বেশ কিছু মাস ধরে বুনিয়াদপুর শহরে প্রশাসনিক ভবনের সামনে বড় রাস্তা ধরে সকালের দিকে সবজির বাজার বসছে। মানুষ, সবজির ভ্যান, ই-রিকশা, রিকশা, পিকআপ ভ্যান আর সাইকেলে বড় রাস্তাজুড়ে যানজট হয়ে যাচ্ছে। বড় রাস্তা ব্যবহারকারী দৈনিক যাত্রীদের যথেষ্ট অসুবিধে হচ্ছে। এ বিষয়ে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

পিনাকী রায়, নারায়ণপুর, বালুরঘাট।

রিল ছেড়ে কল্পনার দুনিয়ায় আসতে হবে

আট থেকে তেইশ বছর বয়সিরা দু'ঘণ্টায় ৩৬০-৪৮০টা রিল দেখে। যা সৃজনশক্তির অধিকারী হতে বাধা দেয়।

চিরদীপা বিশ্বাস

এআই।

'জন্মদিনে আইফোন গিফট পেয়ে কী যে খুশি পুঁচকে নাতিটা আমার'- সঙ্গীকে বলতে বলতে পার্কের বেঞ্চিতে এসে বসলেন এক প্রৌঢ়। এমনি সময় জনা তিন-চারেক স্কুল পড়ুয়া 'আরে রিল দ্যাখ রিল, এইসব নভেলের সামারি তো চ্যাটজিপিটি থেকেই পেয়ে যাবি'- বলে হাসতে হাসতে সামনে দিয়ে চলে গেল। কথোপকথন শুনে দুই প্রৌঢ়ের চোখেমুখে 'প্রজন্মটা উচ্ছন্নে গেল রে' হাবভাবটা স্পষ্ট।

সম্প্রতি একটি সমীক্ষার তথ্য বলছে, আট থেকে তেইশ বছর বয়সিরা নাকি দেড়-দু'ঘণ্টার মধ্যে গড়ে ৩৬০-৪৮০ রিলের পাতা উলটে ফেলে। প্রতি মিনিটে ১৪৯ মিলিয়ন ইনস্টা রিল সারা দুনিয়াজুড়ে মানুষ দেখে। এই তথ্য যদিও সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতেই জানা, তাই ঠিকভুল যাচাই করার অবকাশ মেলেনি। তবে নিজের পরিপার্শ্বকে ভালো করে দেখলে গড়পড়তায় এই পরিসংখ্যানকে ভ্রান্ত ঠাওরানো যায় না। এ প্রসঙ্গে 'ডোপামিন রাশ'-এর বিষয়টি উঠে আসে, যা আজকাল বড্ড চর্চিতও বটে। সোশ্যাল মিডিয়াও এটি রপ্ত করেই চলছে। তাইতো বড় ভিডিওর বদলে ছোট্ট ছোট্ট রিলের রমরমা। আর মিনিট কুড়ির একখানা গোটা ভিডিও ধৈর্য সহকারে দেখতে পারে না যে মাথা তার জন্য ৪০০ পাতার নভেল বাড়াবাড়ি নয় কি!

আসলে কিছু কিছু ঘটনা আমাদের মস্তিষ্কের কাছে খুশি হওয়ার (ফিল গুড) নির্দেশ দেয়, ডোপামিন নামক ওই হরমোনেরই কারিকুরি আর কী। এবার এটা কোনও প্রতিযোগিতা জয়ের মুহূর্ত হতে পারে আবার মায়ের হাতের দারুণ সুস্বাদু খাবার চেখে দেখা। কিন্তু এই দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রম আজকাল আমাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দেয়। আমরা এখন খুশি হতে চাই, তৃপ্ত হতে চাই ভীষণ দ্রুত। প্রতি ৩০ বা ৬০ সেকেন্ড অন্তর অন্তর আমাদের ডোপামিনের স্পার্ক চাই। সোশ্যাল মিডিয়ায় লাইক, কমেন্টের বন্যাও এর অন্যতম ভাগীদার।

এবার এখানে 'প্রজন্ম রসাতলে গেল' মনে হওয়ার কী আছে! গুড ফিল করার অধিকার তো সকলের। কেউ ডিকশনারিতে শব্দের অর্থ খুঁজে আনন্দিত হয় তো কেউ 'হে অ্যালেক্সা হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ...' প্রশ্ন করে। আসলে 'প্রজন্মটার মধ্যে ধৈর্য নামক কোনও বস্তুই নেই' বলাটা ভীষণ সোজা, কিন্তু এই প্রজন্মের বাল্যকালে নিজেদের ধৈর্য শক্ত করে বেঁধে রেখে মোবাইলে কার্টুন চালিয়ে খাবার না খাইয়ে গল্প বলাটা বড্ড কঠিন, সময় অপচয় হয় যে। যে প্রজন্ম বড়ই হল গুগল, মাইক্রোসফট, সোশ্যাল মিডিয়া দেখতে দেখতে, তাদের 'পথের পাঁচালী' পড়তে পড়তে নিশ্চিন্দিপুরের গ্রামে হারিয়ে যাওয়ার কল্পনাশক্তি জন্মাবে কীভাবে? তারা ভাত খেতে খেতে ঠাকুরমার ঝুলির গল্প শোনেনি, শীতের দুপুরে কম্পিউটার ক্লাস বাতিল করে একটা দিনের জন্যও দিদার সঙ্গে বসে উলবোনা দেখেনি। তারা ছোট থেকে যা শিখেছে বড় হওয়ার পথে সেটাই করছে কারণ তাদের ভবিষ্যৎ সেটাই ডিমান্ড করে। সুতরাং, ডোপামিন রাশের একাল-সেকাল নিয়ে বেশি চিন্তিত না হয়ে, ধৈর্য নামক বস্তুটাকে বাড়ানোর কিছুটা পদক্ষেপ করা উচিত অঙ্কুরেই। জন্মদিনে মোবাইল বা ট্যাবলেট উপহার না দিয়ে বই উপহার দিন, কল্পনায়ো ভাসার পথ তৈরি করে দিন; যাতে চ্যাটজিপিটি থেকে নভেলের সারসংক্ষেপ নয় বরং নভেল পড়ে জীবনের রাস্তা চেনার নতুন উপায়ের সন্ধান মেলে।

(লেখক কোচবিহারের বাসিন্দা, পূর্ণিয়ায় কর্মরত)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩১৫

পাশাপাশি : ১। কুড়ির চেয়ে বেশি পঁচিশের চেয়ে কম একটি সংখ্যা ২। কান ভাঙানি ৪। হঠাৎ ডাকা সভা ৫। পাওনাদার বা অংশীদার ৭। মিটমাট বা আপস ১০। এই ধাতুর অন্য নাম জিংক ১২। আস্তে আস্তে কথা বলা ১৪। পাণ্ডবদের প্রতিপক্ষ ১৫। সম্পর্ক ছেদ ১৬। অঙ্কের বিষয়।

উপর-নীচ : ১। দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরা বা আলিঙ্গন করা ২। জমির মাপের একক ৩। মাটি ভেদ করে জন্ম ৬। উত্তরাধিকারের দাবিদার ৮। বাংলা মাসের নাম ৯। জলের নীচে সাঁতার কেটে শিকার ধরে যে পাখি ১১। অকারণে তোষামোদ ১৩। কোমরের নীচে হাঁটুর ওপরের অংশ।

সমাধান ■ ৪৩১৪

পাশাপাশি : ২। ছাত্রাবাস ৫। পারদ ৬। হাড়হাভাতে ৮। হবু ৯। আম ১১। কালাপাহাড় ১৩। উলেমা ১৪। সমতল।

উপর-নীচ : ১। অপারগ ২। ছাদ ৩। বাদাড় ৪। সলতে ৬। হাবু ৭। হারেম ৮। হড়পা ৯। আড় ১০। ঝকমারি ১১। কাঠিম ১২। হারাম ১৩। উল।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

অমিত-রাহুলের বাগযুদ্ধ সংসদের

ভোট চুরি করেছিলেন নেহরু-ইন্দিরা, অভিযোগ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির বাগযুদ্ধের প্রতীক্ষায় গোটা দেশ গত ১১ বছর ধরেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। গত লোকসভা ভোটের সময় রাহুল নিজেও মোদির সঙ্গে বিতর্কে অংশ নেওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তার সুযোগ আসেনি। মোদি-রাহুল বাগযুদ্ধের সেই অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। বুধবার রাহুল গান্ধির সঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নজিরবিহীন উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় দুধের স্বাদ অনেকটাই ঘোলে মিটিয়ে দিয়েছে বলে ধারণা ওয়াকিবহাল মহলের।

এদিন লোকসভায় নির্বাচনি সংস্কার নিয়ে জবাবি ভাষণে ভোট চুরি নিয়ে রাহুল গান্ধির আক্রমণের জবাব দিতে গিয়ে ঘুরে-ফিরে সেই জওহরলাল নেহরু, ইন্দিরা গান্ধি, সোনিয়া গান্ধিকেই কাঠগড়ায় তোলেন অমিত শা। আর তা করতে গিয়ে রাহুল গান্ধির সঙ্গে রীতিমতো বাগযুদ্ধে জড়িয়ে পড়লেন তিনি।

অমিত শা অভিযোগ করেন, এসআইআর বা ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে বিরোধীরা দেশজুড়ে মিথ্যা প্রচার চালাচ্ছে। নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'নির্বাচন কমিশন একটি সম্পূর্ণ সাংবিধানিক সংস্থা এবং তারা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন কাজ করে না। এই প্রেক্ষিতে এসআইআর নিয়ে সংসদে আলোচনা হওয়া উচিত নয়। তবে বিরোধীরা যখন নির্বাচন সংস্কার নিয়ে আলোচনায় রাজি হয়, তখন সরকার তাতে সম্মতি দেয়।'

তখন রাহুল উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, 'মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে পূর্ণ ইমিউনিটি দেওয়ার ভাবনার কারণ কী? হরিয়ানায় ১৯ লক্ষ ভুয়ো ভোটার রয়েছে।' তিনি বলেন, 'অমিত শা জি আপনাকে আমি চ্যালেঞ্জ করছি ভোট চুরি নিয়ে যে সাংবাদিক বৈঠক করেছি তা নিয়ে বিতর্ক হোক। আমি যে প্রশ্নগুলি তুলেছি নির্দিষ্টভাবে সেগুলির জবাব দিতে হবে।' জবাবে ক্ষুব্ধ শা বলেন, 'আমি ৩০ বছর সংসদ ও বিধানসভায় নির্বাচিত হয়ে এসেছি। সংসদ কীভাবে চলে, তা আমাকে শেখাতে হবে না। আমার বক্তব্যের ক্রম আমি নিজেই ঠিক করব। আমার কথা শোনার জন্য ধৈর্য ধরে বসে থাকতে হবে। আমি প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দেব।'

একথায় ছাড়ার পাত্র নন রাহুল গান্ধিও। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যকে খোঁচা দিয়ে তিনি বলেন, 'অমিত শা ডিফেন্সিভ, ভীত-সন্ত্রস্ত উত্তর দিয়েছেন। উনি ভয় পেয়েছেন।' উত্তরে শা বলেন, 'আমি উসকানিতে পা দেব না। আজ আমার বিষয় নির্বাচন সংস্কার।'

তবে এই উত্তপ্ত বাদানুবাদ বেশিক্ষণ চলেনি। অনুপ্রবেশ নিয়ে শা বক্তৃতা শুরু করতেই বিরোধীরা ওয়াকআউট করেন। তা নিয়েও বিরোধীদের কটাক্ষ করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'এসব করে একজন অনুপ্রবেশকারীকে দিয়ে ভোট দেওয়ানো যাবে না।'

অন্যান্য প্রসঙ্গের মতো ভোট চুরি নিয়েও জওহরলাল নেহরু, ইন্দিরা গান্ধি, সোনিয়া গান্ধিকে কাঠগড়ায় তোলেন শা। তিনি বলেন, 'সর্দার প্যাটেল ২৮ জন রাজ্য সভাপতির সমর্থন পেলেও মাত্র ২ জন নেহরুকে সমর্থন করেছিলেন, তবু নেহরু প্রধানমন্ত্রী হন।' তাঁর তোপ, 'ইন্দিরা গান্ধির বিরুদ্ধে রায়বেরেলির মামলায় আদালত অনৈতিকভাবে জয়ী হওয়ার রায় দিলেও সংসদে আইন এনে সেটি ধামাচাপা দেওয়া হয়।' সোনিয়া গান্ধির বিরুদ্ধে দেশের নাগরিক না হয়েই ভোটার তালিকায় নাম তোলার অভিযোগ তুলে সরব হন শা। এই কথায় প্রতিবাদ জানান কংগ্রেস সাংসদরা।

ইভিএম প্রসঙ্গে বিরোধীদের অভিযোগের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'ইভিএম রাজীব গান্ধির আমলেই দেশে চালু হয়েছিল এবং ২০০৪ ও ২০০৯ সালে সেই ইভিএম দিয়েই কংগ্রেস ক্ষমতায় ফিরেছিল। একই যন্ত্রে টানা দশ বছর সরকার চালানোর পর এখন পরাজয়ের মুখে পড়ে সেই ইভিএমকেই কাঠগড়ায় তোলা হচ্ছে।' শা বলেন, 'বিরোধীদের আপত্তির মূল কেন্দ্রবিন্দুতেই রয়েছে অবৈধ অনুপ্রবেশ ইস্যু।' তাঁর এই বক্তব্যের মাঝে কংগ্রেস সাংসদরা সভা থেকে ওয়াকআউট করেন। এই ঘটনায় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেন, 'জবাব শোনার সাহস না থাকাতেই বিরোধীরা ওয়াকআউট করেছে।' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও বলেন, 'বিরোধীরা শতবার পালালেও সরকার অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপে একচুলও পিছোবে না।'

রাহুল গান্ধি সিসিটিভি ফুটেজ ৪৫ দিনের মধ্যে মুছে ফেলার নিয়ম নিয়েও প্রশ্ন তোলেন লোকসভায়। জবাবে অমিত শা বলেন, জনপ্রতিনিধি আইন, ১৯৫১ অনুযায়ী নির্বাচনের ৪৫ দিনের মধ্যেই আইনি চ্যালেঞ্জ জানাতে হয়। ওই আইন প্রণয়নের সময় সিসিটিভি ছিল না, তখন ব্যালট পেপার ব্যবহৃত হত। তবে বর্তমান ব্যবস্থায় সিসিটিভির জন্য পৃথক প্রযুক্তিগত নিয়ম রয়েছে বলেও জানান তিনি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অভিযোগ করেন, কংগ্রেস ক্রমাগত সাংবাদিক, বিচারব্যবস্থা এবং নির্বাচন কমিশনের মতো সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। তাঁর বক্তব্য, সাংবাদিক প্রশ্ন করলেই তাঁদের বিজেপির এজেন্ট বলা হয়, আদালতে মামলা হারলে বিচারকদের দোষারোপ করা হয় এবং নির্বাচনে পরাজয়ের জন্য ইভিএম ও ভোট চুরিকেই দায়ী করা হয়। তবে প্রকৃত কারণ লুকিয়ে আছে নেতৃত্বের ব্যর্থতার মধ্যে বলেই দাবি করেন তিনি।

আমি ৩০ বছর সংসদ ও বিধানসভায় নির্বাচিত হয়ে এসেছি। সংসদ কীভাবে চলে, তা আমাকে শেখাতে হবে না। আমার বক্তব্যের ক্রম আমি নিজেই ঠিক করব। আমার কথা শোনার জন্য ধৈর্য ধরে বসে থাকতে হবে।

অমিত শা

অমিত শা জি, আপনাকে আমি চ্যালেঞ্জ করছি ভোট চুরি নিয়ে যে সাংবাদিক বৈঠক করেছি তা নিয়ে বিতর্ক হোক। যে প্রশ্নগুলি তুলেছি তার জবাব দিতে হবে।

রাহুল গান্ধি

বঙ্গের পরিণতি হবে বিহারের মতোই: শা

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর : নির্বাচনি সংস্কারকে কেন্দ্র করে বুধবার লোকসভায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির বাগযুদ্ধের মধ্যেও পশ্চিমবঙ্গ দখলের হুঁশিয়ারি শোনা গেল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র মুখে। সৌজন্যে সেই অনুপ্রবেশ ইস্যু। এসআইআর-এর পক্ষে জোরালো সওয়াল করে শা এদিন স্পষ্ট জানিয়ে দেন, কোনও অবস্থাতেই অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের ভারতে স্থান দেওয়া হবে না এবং সেটাই এনডিএ সরকারের প্রধান লক্ষ্য। একই সঙ্গে তিনি হুঁশিয়ারি দেন, 'এসআইআর-এর বিরোধিতা করলে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিণতিও বিহারের মতো হতে পারে।'

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতার বসানোর বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের ভূমিকা নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, এই সীমান্তের মোট দৈর্ঘ্য ২২১৬ কিলোমিটার। এর মধ্যে ১৬৫৩ কিলোমিটার অংশে কাঁটাতারের বেড়া তৈরি হলেও এখনও ৫৬৩ কিলোমিটার সীমান্ত ঘেরা সম্ভব হয়নি। তাঁর দাবি, এই সম্পূর্ণ অংশটাই পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে পড়ে। তাঁর অভিযোগ, 'এই সীমান্ত বন্ধ করা যাচ্ছে না। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের বিষয়টি বোঝা উচিত। রাহুল গান্ধি অনুপ্রবেশকারীদের বাঁচাতে যাত্রা করতে গিয়ে রাজনৈতিকভাবে মুছে গিয়েছেন। এখন তৃণমূল কংগ্রেসও যদি সেই পথেই হাঁটে, তাহলে বাংলায় বিজেপির জয় অবশ্যম্ভাবী।' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'অনুপ্রবেশকারীরা প্রথমে সীমান্ত পেরিয়ে যখন বাংলার কোনও গ্রামে ঢোকেন, তারপর কীভাবে তাঁদের নাম ভোটার তালিকায় যুক্ত হয়। এই বিষয়ে থানাগুলি কেন কিছু জানে না, কোথায় তাঁদের আধার কার্ড ও র‍্যাশন কার্ড তৈরি হয়।' শা-র দাবি, 'এসব নথিই বাংলায় তৈরি হচ্ছে। তাহলে এর কোনও দায়িত্ব কি রাজ্য সরকারের নেই? অবৈধ অনুপ্রবেশের প্রশ্নে রাজ্য সরকার কার্যত দেশের ভবিষ্যৎ ও নিরাপত্তার সঙ্গে আপস করছে।'

এই সীমান্ত বন্ধ করা যাচ্ছে না। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের বিষয়টি বোঝা উচিত। রাহুল গান্ধি অনুপ্রবেশকারীদের বাঁচাতে যাত্রা করতে গিয়ে রাজনৈতিকভাবে মুছে গিয়েছেন। এখন তৃণমূল কংগ্রেসও যদি সেই পথেই হাঁটে, তাহলে বাংলায় বিজেপির জয় অবশ্যম্ভাবী।

অমিত শা

এসআইআরকে ঘিরে বিরোধীদের অবস্থানকে 'দ্বিচারিতা' বলে কড়া আক্রমণ শানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'যখন আপনারা ভোটে জেতেন, তখন নতুন জামা পরে শপথ নেন, তখন এসআইআর খুব ভালো লাগে। কিন্তু বিহারের মতো মুখ থুবড়ে পড়লেই হঠাৎ করে ভোটার তালিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেন। এই দ্বিচারিতা আর চলবে না।' এই প্রসঙ্গে তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন বলেন, 'এসআইআর মূল সমস্যা নয়। সমস্যা হচ্ছে, যে পদ্ধতিতে এটি কার্যকর করা হচ্ছে। আর সীমান্তের দায়িত্ব যাঁর হাতে, তিনি হলেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।'

এদিকে পশ্চিমবঙ্গের বকেয়া নিয়ে সংসদের ভিতরে ও বাইরে ধারাবাহিক প্রতিবাদ কর্মসূচির সিদ্ধান্ত নিল তৃণমূল কংগ্রেস। দলীয় সূত্রে খবর, প্রতিদিন আলাদা আলাদা দাবি ও ইস্যু সামনে রেখে সংসদ চত্বরে পোস্টার, প্ল্যাকার্ড হাতে বিক্ষোভে শামিল হবেন তৃণমূল সাংসদরা। প্রয়োজনে সংসদ ভবন ঘিরে প্রতীকী মিছিলও করা হতে পারে। বুধবার সংসদ চত্বরে তৃণমূলের সাংসদরা হাতে সাদা প্ল্যাকার্ড নিয়ে প্রতীকী অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন। তাঁদের দাবি, গত প্রায় দু'বছর ধরে কেন্দ্রীয় সরকার যে শ্বেতপত্র প্রকাশ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, এখনও তা প্রকাশ করা হয়নি।

সাভারকার পুরস্কার

গ্রহণে না থারুরের

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেও বীর সাভারকারের নামাঙ্কিত পুরস্কার নিতে আপত্তি জানালেন কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর। তিরুবনন্তপুরমের সাংসদ সাফ জানিয়েছেন, তিনি ওই পুরস্কার নেবেন না, যে অনুষ্ঠানে ওই পুরস্কার দেওয়া হবে সেখানেও যোগ দেবেন না। উদ্যোক্তাদের বিঁধে থারুর বলেন, 'আমি ওই পুরস্কার গ্রহণ করতে সম্মত কি না সেটা না জেনেই আয়োজকরা যেভাবে আমার নাম ঘোষণা করেছে তা অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ।' আরএসএস ঘনিষ্ঠ হাইরেঞ্জ রুরাল ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি মঙ্গলবার ঘোষণা করেছিল, তারা বীর সাভারকার পুরস্কার দেবে শশী থারুরকে। এই বছরই ওই পুরস্কার চালু হয়েছে। বুধবার তা দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কেরলের কংগ্রেস নেতা কে মুরলীধরন জানিয়ে দেন, থারুর সহ কোনও কংগ্রেস নেতা বীর সাভারকারের নামাঙ্কিত পুরস্কার গ্রহণ করবেন না। কারণ, সাভারকার ব্রিটিশদের সামনে মাথানত করেছিলেন।

রাগার বিদেশ সফরে বিতর্ক

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর : সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শেষ হওয়ার আগেই ফের বিদেশ সফরে যাচ্ছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। তাঁর এই ঘনঘন বিদেশ সফর নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। ১৫-২০ ডিসেম্বর জার্মানি সফরে যাচ্ছেন রাহুল। বিজেপি নেতা শেহজাদ পুনাওয়ালা তাঁকে পার্টি ও পর্যটনের নেতা বলে কটাক্ষ করেছেন। তিনি বলেন, 'ভারত আবার বদনাম হবে? বিহারের ভোটের সময় উনি কোথায় ছিলেন? সাধারণত কাজের সময়ের ফাঁকে মানুষ ছুটি নেন। কিন্তু এই মানুষটি দু'টি অবকাশকালীন সময়ের মধ্যে কাজ করেন।' জবাবে কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা বলেন, 'মোদিজি তো অর্ধেক সময় দেশের বাইরে থাকেন। তাহলে এখন কেন বিরোধী দলনেতার সফর নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে?'

জামিন খারিজ লুথরাভাইদের

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর : গোয়ার নাইট ক্লাবে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে অন্তত ২৫ জনের মৃত্যুর ঘটনায় অভিযুক্ত লুথরা পরিবারের দুই ভাই সৌরভ লুথরা এবং গৌরব লুথরা নিজেরাই 'শিকার' দাবি করে দিল্লির আদালতে আগাম জামিনের আবেদন করেছেন। তাঁরা গ্রেপ্তারি এড়াতে তাইল্যান্ডে পালিয়ে যান।

আবেদনে লুথরাভাইরা যুক্তি দিয়েছেন যে, অগ্নিকাণ্ডের সময় তাঁরা নাইট ক্লাবে উপস্থিত ছিলেন না। তাই তাঁদের ওপর ফৌজদারি দায় চাপানো যায় না। তাঁদের পক্ষ থেকে প্রবীণ আইনজীবী তানভির আহমেদ মির আদালতকে জানান, ক্লাবটি তাঁদের অংশীদার ও ম্যানেজারদের দ্বারা পরিচালিত হত। আদালত তাৎক্ষণিক কোনও স্বস্তি দিতে অস্বীকার করে পুলিশের কাছ থেকে জবাব চেয়েছে। বৃহস্পতিবার এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে।

বন্যেরা বনে সুন্দর... বুধবার অসমের মরিগাঁওর পবিতোরা অভয়ারণ্যে।

নাগরিকত্বে রাশ নয়া যুক্তি দিলেন ট্রাম্প

নয়াদিল্লি ও ওয়াশিংটন, ১০ ডিসেম্বর : প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর দ্বিতীয় মেয়াদের প্রথম দিনে একটি নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করে আমেরিকায় অভিবাসীদের সন্তানদের ক্ষেত্রে জন্মসূত্রে নাগরিকত্বের অবসান ঘটিয়েছিলেন। এই নাগরিকত্ব সংক্রান্ত আইনটি মার্কিন সংবিধানের অংশ, যা ১৮৬৮-তে গৃহযুদ্ধের পর প্রাক্তন ক্রীতদাস এবং সেদেশে জন্মগ্রহণকারীদের নাগরিক অধিকার দেওয়ার জন্য যুক্ত হয়েছিল। এবার অভিবাসীদের সন্তানদের ক্ষেত্রে জন্মসূত্রে মার্কিন নাগরিকত্ব পাওয়ার অধিকারে ছেদ টানা প্রসঙ্গে নতুন করে যুক্তি সাজিয়েছেন প্রেসিডেন্ট। ট্রাম্প দাবি করেছেন যে, আইনটি মূলত 'ক্রীতদাসদের সন্তানদের' জন্য তৈরি করা হয়েছিল, কিন্তু এখন 'ধনী' অভিবাসীরা মার্কিন মুলুকে এসে এই আইনের অপব্যবহার করছেন।

এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, 'এই সংক্রান্ত সংশোধনীটি ক্রীতদাস প্রথার পরিপ্রেক্ষিতে তৈরি হয়েছিল। অন্য দেশ থেকে আসা ধনীদের পুরো পরিবারকে মার্কিন নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্য এটি তৈরি হয়নি।' তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন, যদি সুপ্রিম কোর্ট এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রায় দেয়, তবে তা 'ধ্বংসাত্মক' হবে। তাঁর এই আদেশের পর প্রশাসন ঘোষণা করে যে, ২০ জানুয়ারির ৩০ দিন পর থেকে আমেরিকায় জন্মগ্রহণকারী শিশুরা আর জন্মসূত্রে নাগরিকত্বের অধিকারী হবে না। যদিও এই আদেশটি নিম্ন আদালত কর্তৃক চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল, সুপ্রিম কোর্ট পরে আদেশটি সাংবিধানিক পর্যালোচনার জন্য গ্রহণ করে।

এছাড়াও গত মাসে ট্রাম্প ঘোষণা করেন যে, তিনি 'সকল তৃতীয় বিশ্বের দেশ' থেকে অভিবাসন 'স্থায়ীভাবে স্থগিত' করবেন এবং 'নিরাপত্তা ঝুঁকি' আছে এমন বিদেশি নাগরিকদের নির্বাসিত করবেন। ইউএস সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস ১৯টি উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ দেশের বিদেশিদের যাচাই করার সময় 'নেতিবাচক, দেশ-নির্দিষ্ট বিষয়' বিবেচনা করার জন্য নতুন নির্দেশিকা জারি করেছে। এই দেশগুলির মধ্যে রয়েছে আফগানিস্তান, সোমালিয়া, হাইতি, ইরান এবং ভেনেজুয়েলা।

এদিকে এইচ ১-বি এবং এইচ-৪ ভিসার আবেদনকারীদের জন্য নতুন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যাচাইকরণ নীতি কার্যকর করার পর ভারতে সংশ্লিষ্ট ভিসা অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলি পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। দিল্লির আমেরিকার দূতাবাস নিশ্চিত করেছে যে আগামী কয়েক সপ্তাহের জন্য নির্ধারিত ভিসা অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলি পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। নতুন স্ক্রিনিং প্রক্রিয়ার জন্য সময় দিতে অনেক অ্যাপয়েন্টমেন্ট মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছে।

ভারতীয়দের জন্য আরও কঠোর অভিবাসন নীতি

হায়দরাবাদ এবং চেন্নাইয়ের মার্কিন কনসুলেটগুলিতে ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি থেকে শেষের দিকে নির্ধারিত এইচ ১-বি এবং এইচ-৪ ভিসার সাক্ষাৎকারগুলি বাতিল করা হয়েছে। দূতাবাস সতর্ক করে জানিয়েছে, পূর্বনির্ধারিত তারিখে কনসুলেটে হাজির হলেও আবেদনকারীদের দপ্তরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে না। ৪ ডিসেম্বর মার্কিন বিদেশ দপ্তরের জারি করা এক নির্দেশিকা অনুযায়ী, ১৫ ডিসেম্বর থেকে সব এইচ ১-বি এবং এইচ-৪ ভিসা আবেদনকারীর অনলাইন কার্যকলাপ পর্যালোচনা করা হবে। এই প্রক্রিয়ার সুবিধার জন্য আবেদনকারীদের তাঁদের সব সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইলের গোপনীয়তা সেটিংস 'পাবলিক' করে রাখতে বলা হয়েছে।

তিরুপতিতে ৫৪ কোটির ওড়না দুর্নীতি

অমরাবতী, ১০ ডিসেম্বর : যত গণ্ডগোল তিরুপতিতে। মন্দিরের লাড্ডুতে গোরুর চর্বি মেশানো নিয়ে বিতর্কে শোরগোল ফেলে দেয়। এবারও এই তিরুপতিতেই ৫৪ কোটির ওড়না দুর্নীতি সামনে এল। অভিযোগ, সিল্কের নামে ১০০ শতাংশ পলিয়েস্টার দিয়ে তৈরি ওড়না মন্দির কর্তৃপক্ষকে বিক্রি করা হয়েছে। এই দুর্নীতি চলেছে ২০১৫ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত। এক ঠিকাদার সংস্থা তা করেছে। অভ্যন্তরীণ ভিজিল্যান্স তদন্তে (এসিবি) বিষয়টি সামনে আসার পর কেন্দ্রীয় সেন্ট্রাল সিল্ক (সিএসবি) বোর্ডের পরীক্ষায় তা ধরা পড়েছে।

দুর্নীতিতে মন্দির ট্রাস্টের ক্ষতি হয়েছে প্রায় ৫৪ কোটি টাকা। টিটিডি জানিয়েছে, ওড়নার টেন্ডার দেওয়ার সময় বলা হয়, ডেনিয়ার সুতো দিয়ে বোনা খাঁটি তুঁত সিল্কের ওড়না দিতে হবে। ওড়নার একদিকে সংস্কৃতে ও অন্যদিকে তেলুগুতে লেখা থাকবে 'ওম নমো ভেঙ্কটাশায়'। সেইসঙ্গে থাকবে শঙ্খ, চক্রের ছবি। টিটিডি বোর্ডের চেয়ারম্যান বিআর নাইডু বলেছেন, 'ঠিকাদার দোপাট্টা তৈরির জন্য বাধ্যতামূলক খাঁটি সিল্কের পরিবর্তে সস্তার পলিয়েস্টার দিয়ে তৈরি করা জিনিস দিয়েছে, যা বেদশিবচনম অনুষ্ঠানে প্রধান দাতাদের উপহার হিসেবে দেওয়া হয়। ৩৫০ টাকা মূল্যের শালের দাম নেওয়া হয়েছে ১৩০০ টাকা। মোট সরবরাহের পরিমাণ ৫০ কোটি টাকারও বেশি। আমরা এই দুর্নীতির তদন্ত এসিবি (অ্যান্টিকোরাপশন বোর্ড)-কে দিয়েছি।'

মরক্কোয় মৃত ১৯

রাবাত, ১০ ডিসেম্বর : মরক্কোর ফেজ শহরে ধসে পড়ল জোড়া বহুতল। বুধবার ভোররাতের ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ১৯ জনের। আহত কমপক্ষে ১৬। তাঁরা স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি। পুলিশ জানিয়েছে, চারতলা আবাসন দুটিতে আটটি পরিবার থাকত। পুরোনো কাঠামোর বাড়িগুলির দীর্ঘদিন ধরে রক্ষণাবেক্ষণ না হওয়ার কারণেই এই দুর্ঘটনা।

ইন্ডিগোর সিইও'কে তলব ডিজিসিএ-র

কেন্দ্রকে ভর্ৎসনা দিল্লি হাইকোর্টের

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর : ইন্ডিগো এয়ারলাইন্সের ব্যাপক উড়ান বাতিল ও বিলম্ব এখন শুধু যাত্রীদের ভোগান্তির বিষয় নয়, এর জেরে কেন্দ্রীয় সরকারও বুধবার আদালতের কড়া সমালোচনার মুখে পড়েছে। দিল্লি হাইকোর্ট এই পরিস্থিতিকে 'সংকট' বলে উল্লেখ করে তীব্র ভর্ৎসনা করেছে কেন্দ্রকে। বিচারপতিরা প্রশ্ন তুলেছেন, কীভাবে এই পরিস্থিতি এতদূর পর্যন্ত খারাপ হতে দেওয়া হল এবং একটি টিকিটের দাম অস্বাভাবিক বেড়ে ৪০ হাজার টাকা পর্যন্ত পৌঁছে গেল? আদালত প্রশ্ন তুলেছে, সংকটের সুযোগ নিয়ে অন্যান্য বিমান সংস্থাই বা কেন আকাশছোঁয়া ভাড়া বাড়াল? বিচারপতিরা সতর্ক করে বলেছেন, এই অব্যবস্থা কেবল যাত্রীদের হয়রানি করছে না, দেশের অর্থনীতির অগ্রগতিতে বাধা দিচ্ছে।

বুধবারও ইন্ডিগোর শতাধিক উড়ান বাতিল হওয়ায় যাত্রীদের ভোগান্তি অব্যাহত রয়েছে। মূলত পাইলটদের জন্য ডিজিসিএ-র জারি করা সংশোধিত ফ্লাইট ডিউটি টাইম লিমিট মেনে চলতে ইন্ডিগোর ব্যর্থতার কারণে এই কর্মী সংকট দেখা দিয়েছে, যা পরিষেবা ভেঙে পড়ার প্রধান কারণ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে নিয়ন্ত্রক সংস্থা ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ সিভিল অ্যাভিয়েশন (ডিজিসিএ) কঠোর অবস্থান নিয়েছে। ডিজিসিএ ইন্ডিগোর সিইও পিটার এলবার্স সহ ঊর্ধ্বতন কর্তাদের বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টেয় প্রয়োজনীয় তথ্য নিয়ে সশরীরে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

আদালতের পর্যবেক্ষণ

- কীভাবে এই পরিস্থিতি এতদূর পর্যন্ত খারাপ হতে দেওয়া হল এবং একটি টিকিটের দাম অস্বাভাবিক বেড়ে ৪০ হাজার টাকা পর্যন্ত পৌঁছে গেল?
- সংকটের সুযোগ নিয়ে অন্যান্য বিমান সংস্থাই বা কেন আকাশছোঁয়া ভাড়া বাড়াল
- এই অব্যবস্থা কেবল যাত্রীদের হয়রানি করছে না, দেশের অর্থনীতির অগ্রগতিতে বাধা দিচ্ছে

আদালত সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে যে, এই পরিস্থিতির কারণ অনুসন্ধানে গঠিত কমিটির রিপোর্টটি আগামী ২২ জানুয়ারির মধ্যে সিল করা খামে আদালতে জমা দিতে হবে। পাশাপাশি, আদালত ইন্ডিগোকে আটকা পড়া যাত্রীদের ক্ষতিপূরণ দিতে এবং দ্রুত পরিষেবা স্বাভাবিক করার নির্দেশ দিয়েছে। অন্যদিকে, কেন্দ্র এই সংকটে চাপ বৃদ্ধি করে দেশের গুরুত্বপূর্ণ ১১টি বিমানবন্দরে ইন্ডিগোর কার্যকলাপের ওপর বিশেষ নজরদারি শুরু করেছে। বিমান ভাড়ার ঊর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণ ও সীমিত করা হয়েছে।

দিল্লি হাইকোর্টের ভর্ৎসনা এবং ডিজিসিএ-র তলবের প্রেক্ষিতে বিমান সংস্থাটির ওপর চরম চাপ সৃষ্টি হয়েছে। বৃহস্পতিবারের বৈঠকের পর ইন্ডিগোর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত প্রকাশ্যে আসতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

পিএমও-তে ৮৮ মিনিট

নিয়োগে আপত্তি বহাল রাহুলের

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর : প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ে নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৮৮ মিনিট ধরে বৈঠক করলেন বটে। কিন্তু তারপরও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করা নিয়ে দুই নেতা ঐকমত্যে পৌঁছোতে পারলেন না। ফলে শাসক-বিরোধী চাপানউতোরও বন্ধ হল না। সূত্রের খবর, বুধবার দুপুর ১টা নাগাদ পিএমও-তে পৌঁছোন বিরোধী দলনেতা। সেখানে তখন মোদি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। ১টা ৭ মিনিটে বৈঠক শুরু হয়। জানা যায়, তথ্য কমিশন, নির্বাচন কমিশন এবং ভিজিল্যান্স দপ্তরের শীর্ষপদে নিয়োগ নিয়ে বৈঠক বসেছে।

কিন্তু ঘড়ির কাঁটা যত গড়িয়েছে, ততই কৌতূহল বাড়তে শুরু করে সাংসদ মহলে। নিয়োগ ছাড়াও আর কী কী বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, তা নিয়ে জল্পনা বাড়তে থাকে। ৮৮ মিনিট পর রাহুল গান্ধি পিএমও থেকে বেরোনোর পর জানা যায় শুধু মুখ তথ্য কমিশনার (সিআইসি) নিয়োগ নিয়ে নয়, ৮ জন তথ্য কমিশনার ও একজন ভিজিল্যান্স কমিশনার নিয়োগ নিয়ে এদিন পিএমও-তে উত্তপ্ত আলোচনা হয়। সূত্রের খবর, রাহুল গান্ধি প্রতিটি নিয়োগেই আপত্তি জানিয়েছেন। লিখিত আকারে তিনি নিজের আপত্তি জমাও দিয়েছেন।

মঙ্গলবার নির্বাচনি সংস্কার নিয়ে আলোচনার সময়ও মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কেন প্রধান বিচারপতিকে রাখা হয়নি, প্রশ্ন তুলেছিলেন বিরোধী দলনেতা। সেই অবস্থান যে এতটুকু বদলায়নি সেটা এদিন পিএমও-র বৈঠকে স্পষ্ট করে দেন তিনি। রাহুল একা নন, এর আগে বিরোধী দলনেতা হিসেবে মল্লিকার্জুন খাড়গে এমন বৈঠকে যোগ দিয়ে আপত্তি জানিয়েছিলেন। বর্তমানে কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনে ৮টি শূন্যপদ রয়েছে।

শৈশবে যৌন হিংসার শিকার শত কোটি

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর : বিশ্বে উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে শৈশবে যৌন হিংসা এবং ঘনিষ্ঠের হাতে নির্যাতনের ঘটনা। দ্য ল্যানসেট জার্নালে প্রকাশিত একটি গবেষণা অনুসারে, ২০২৩-এ বিভিন্ন দেশে ১৫ বছর বা তার বেশি বয়সি ১০০ কোটির বেশি মানুষ শৈশবে যৌন হিংসার শিকার হয়েছেন। একই সময়ে প্রায় ৬০ কোটি ৮০ লক্ষ মহিলা তাঁদের সঙ্গী দ্বারা নির্যাতিত হয়েছেন বলে অনুমান করা হচ্ছে।

এই দু-ধরনের সহিংসতার সবচেয়ে বেশি প্রকোপ দেখা গিয়েছে দক্ষিণ এশিয়া এবং আফ্রিকায়। গবেষকরা উল্লেখ করেছেন, এই অঞ্চলগুলিতে হিংসার স্বাস্থ্যগত প্রভাবের সঙ্গে উচ্চ হারে এইচআইভি এবং অন্যান্য দীর্ঘস্থায়ী রোগের হার যুক্ত হয়ে পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। ভারতে এই পরিস্থিতি বিশেষভাবে গুরুতর। ১৫ বছর বা তার বেশি বয়সি মহিলাদের মধ্যে অন্তরঙ্গ সঙ্গী দ্বারা সহিংসতার হার প্রায় ২৩ শতাংশ বলে অনুমান করা হয়েছে। এছাড়া ১৫ বছর বা তার বেশি বয়সি মহিলাদের ৩০ শতাংশের বেশি এবং পুরুষদের ১৩ শতাংশ শৈশবে যৌন হিংসার শিকার হয়েছেন বলে অনুমান।

ল্যানসেটের বৈশ্বিক রিপোর্ট

ভয়াবহ

- ১৫ বছর বা তার বেশি বয়সি মহিলাদের মধ্যে অন্তরঙ্গ সঙ্গী দ্বারা সহিংসতার হার প্রায় ২৩ শতাংশ
- পুরুষদের ১৩ শতাংশ শৈশবে যৌন হিংসার শিকার
- শৈশবে যৌন হিংসার অভিজ্ঞতা মানসিক স্বাস্থ্য ও মাদক ব্যবহারের ব্যাধি এবং ডায়াবিটিস-এর মতো ১৪টি স্বাস্থ্যগত সমস্যার সঙ্গে যুক্ত
- বিশ্বে ঘনিষ্ঠ সঙ্গীর হাতে নির্যাতনের কারণে প্রায় ১ লক্ষ ৪৫ হাজার মৃত্যু
- ৩০ হাজার নারীকে তাঁদের সঙ্গীরাই খুন করেছেন

ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্লোবাল বার্ডেন অফ ডিজিজ (জিবিডি) স্টাডি, ২০২৩-এর তথ্য বিশ্লেষণ করে এই গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছে। গবেষকরা বলছেন, শৈশবে যৌন হিংসা এবং অন্তরঙ্গ সঙ্গী দ্বারা নির্যাতন ধারণার চেয়ে বেশি। এই হিংসার ফলে ব্যাপক স্বাস্থ্যহানি ঘটছে। অন্তরঙ্গ সঙ্গী দ্বারা নির্যাতনের ফলে উদ্বেগ এবং গুরুতর বিষণ্ণতাজনিত মানসিক ব্যাধি দেখা দিতে পারে, যা অক্ষমতার অন্যতম কারণ। অন্যদিকে শৈশবে যৌন হিংসার অভিজ্ঞতা মানসিক স্বাস্থ্য ও মাদক ব্যবহারের ব্যাধি এবং ডায়াবিটিস-এর মতো ১৪টি স্বাস্থ্যগত সমস্যার সঙ্গে যুক্ত।

সারা বিশ্বে ঘনিষ্ঠ সঙ্গীর হাতে নির্যাতনের কারণে প্রায় ১ লক্ষ ৪৫ হাজার মৃত্যুর যোগসূত্র পাওয়া গিয়েছে, যার বেশিরভাগই হত্যা, আত্মহত্যা এবং এইচআইভির কারণে। গবেষকদের অনুমান, ২০২৩ সালে প্রায় ৩০ হাজার নারীকে তাঁদের সঙ্গীরাই খুন করেছেন। শৈশবে যৌন হিংসার কারণে ২০২৩ সালে বিশ্বজুড়ে প্রায় ২ লক্ষ ৯০ হাজার মৃত্যু, যার প্রধান কারণ ছিল আত্মহত্যা, এইচআইভি এবং টাইপ ২ ডায়াবিটিস। গবেষকরা জোর দিয়ে বলেছেন, নারী ও শিশুদের ওপর হিংসা শুধু মানবাধিকারের প্রশ্ন নয়, শৈশবের যৌন হিংসাকে জনস্বাস্থ্যের প্রধান অগ্রাধিকার হিসেবে তুলে ধরেছে এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা, যেমন আইনি কাঠামোকে শক্তিশালী করা ও লিঙ্গ সমতা প্রচারের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে।

মাধ্যমিক ভৌতবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাবলি

মাধ্যমিক ভৌতবিজ্ঞানে সারাবছর নিষ্ঠা সহকারে পরিশ্রম করার পাশাপাশি শেষমুহূর্তে সঠিকভাবে প্রস্তুতি নিলে পরীক্ষায় অবশ্যই ভালো ফল করা সম্ভব। ভৌতবিজ্ঞান পরীক্ষায় 1, 2 ও 3 নম্বরের প্রশ্ন আসবে। 1 নম্বরের প্রশ্নে (MCQ সহ) ভালো নম্বর পেতে হলে অবশ্যই পুরো পাঠ্যবই খুঁটিয়ে পড়তে হবে। 2 ও 3 নম্বরের কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে আজকের আলোচনা।

পার্থপ্রতিম ঘোষ, *শিক্ষক*
আলিপুরদুয়ার ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুল, আলিপুরদুয়ার

প্রথম অধ্যায় - পরিবেশের জন্য ভাবনা

- **প্রশ্নমান ২**

1. ট্রপোস্ফিয়ারকে 'ক্রমহ্রাসমান উষ্ণতা স্তর' বলা হয় কেন?
2. মানব সভ্যতার স্থিতিশীল উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় দুটি পদক্ষেপ উল্লেখ করো।
3. ওজোন স্তর ধ্বংসের দুটি কারণ লেখো।
4. ওজোন স্তর ধ্বংসে CFC-এর ভূমিকা লেখো।
5. অপ্রচলিত শক্তি ব্যবহারের দুটি সুবিধা উল্লেখ করো।
6. বায়ুমণ্ডলের গ্রিনহাউস প্রভাব হ্রাস করার দুটি উপায় লেখো।
7. গ্রিনহাউস এফেক্টের দুটি ক্ষতিকারক প্রভাব উল্লেখ করো।
8. জীবাশ্ম জ্বালানি বলতে কী বোঝো?
9. জীবাশ্ম জ্বালানি সংরক্ষণ করার দুটি প্রয়োজনীয়তা লেখো।
10. বায়োগ্যাস কাকে বলে? বায়োগ্যাসের উপাদানগুলি লেখো।
11. ভূ-তাপ শক্তি কাকে বলে? এর ব্যবহার লেখো।
12. সৌরকোষ ব্যবহারের একটি সুবিধা ও একটি অসুবিধা লেখো।
13. জীবাশ্ম জ্বালানির তাপনমূল্য বলতে কী বোঝো? ডিজেল ও পেট্রোলের মধ্যে কোনটির তাপনমূল্য বেশি?
14. মিথেন হাইড্রেট কী?
15. মিথেন হাইড্রেটকে ফায়ার আইস বলা হয় কেন?

দ্বিতীয় অধ্যায় : গ্যাসের আচরণ

- **প্রশ্নমান ২**

1. চার্লসের সূত্রানুসারে V বনাম t এবং V বনাম T লেখচিত্র অঙ্কন করো।
2. বয়েলের সূত্রটি বিবৃত করো। সূত্রটিকে লেখচিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করো।
3. পরম শূন্য উষ্ণতা কাকে বলে? কেলভিন স্কেলে এর মান কত?
4. উষ্ণতার পরম স্কেল বা কেলভিন স্কেল কাকে বলে?
5. 75 cm পারদস্তম্ভের চাপে কোনও গ্যাসের আয়তন 4 L হলে, স্থির উষ্ণতায় কত চাপে তার আয়তন 1 L হবে?
6. নির্দিষ্ট ভরের কোনও গ্যাসের তাপমাত্রা $27^{0}C$। স্থির চাপে কত ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ওই গ্যাসের আয়তন দ্বিগুণ হবে?
7. আদর্শ গ্যাস সমীকরণ থেকে R-এর একক ও মাত্রা নির্ণয় করো।
8. একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় 80 cm Hg চাপে নির্দিষ্ট পরিমাণ কোনও গ্যাসের আয়তন $100\ cm^3$। একই তাপমাত্রায় কত চাপে ওই গ্যাসের আয়তন $75\ cm^3$ হবে?
9. মোলার আয়তন কাকে বলে? STP-তে এর মান কত?
10. STP-তে কোনও গ্যাস 150 L আয়তন অধিকার করে। চাপ স্থির রেখে উষ্ণতা বৃদ্ধি করে $273^{0}C$ করলে গ্যাসটি কত আয়তন অধিকার করবে?

- **প্রশ্নমান 3**

1. বয়েলের সূত্র ও চার্লসের সূত্রের সমন্বিত রূপটি প্রতিষ্ঠা করো।
2. আদর্শ গ্যাস সমীকরণটি প্রতিষ্ঠা করো।
3. গ্যাসের গতীয় তত্ত্বের স্বীকার্যগুলি লেখো।
4. গ্যাসের চাপের সঙ্গে ঘনত্বের সম্পর্কটি প্রতিষ্ঠা করো।
5. আদর্শ গ্যাস ও বাস্তব গ্যাস কাকে বলে? বাস্তব গ্যাসের আদর্শ গ্যাসের আচরণ থেকে বিচ্যুতির দুটি কারণ উল্লেখ করো।
6. বাস্তব গ্যাস ও আদর্শ গ্যাসের মধ্যে পার্থক্য লেখো।
7. অ্যাভোগাড্রো সূত্রের অনুসিদ্ধান্তগুলি লেখো। এই সূত্রের সীমাবদ্ধতা লেখো।
8. $27^{0}C$ উষ্ণতায় 75 cm পারদস্তম্ভের চাপে $100\ cm^3$ গ্যাস আছে। 600 mm পারদস্তম্ভের চাপে কত উষ্ণতায় গ্যাসটির আয়তন 3 গুণ হবে?
9. $27^{0}C$ উষ্ণতায় ও 76 cm Hg চাপে একটি কাচের টুকরো সহ কোনও গ্যাসের আয়তন 100 cm^3। উষ্ণতা স্থির রেখে চাপ 950 mm Hg- তে বৃদ্ধি করলে মিলিত আয়তন হল 82 cm^3। কাচের টুকরোর আয়তন নির্ণয় করো।
10. 300 K উষ্ণতায় ও 75 cm Hg চাপে কোনও গ্যাসের আয়তন 1000 cm^3। কোন তাপমাত্রায় 70 cm Hg চাপে গ্যাসটির আয়তন 1400 cm^3 হবে?

তৃতীয় অধ্যায় : রাসায়নিক গণনা

- **প্রশ্নমান 3**

1. কত গ্রাম অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট বিয়োজিত হয়ে STP-তে 2.8 L নাইট্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করে? [N=14, H=1, O=16]
2. STP- তে 22.4 L অ্যামোনিয়া প্রস্তুত করতে কত গ্রাম অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের সঙ্গে কলিচুন মিশিয়ে বিক্রিয়া করতে হবে? [N=14, H=1, Cl=35.5]
3. 22 গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রস্তুত করতে কত গ্রাম মার্বেল পাথর প্রয়োজন? [Ca=40, C=12, O=16]
4. লোহিততপ্ত আয়রনের ওপর দিয়ে স্টিম চালনা করে STP- তে 5.6 L হাইড্রোজেন গ্যাস পেতে হলে কত পরিমাণ আয়রন প্রয়োজন হবে? (Fe=56)
5. 16 গ্রাম অক্সিজেন উৎপন্ন করতে কত গ্রাম পটাশিয়াম ক্লোরেটকে উত্তপ্ত করতে হবে? [K=39, Cl=35.5, O=16]
6. 24 g কার্বনকে অতিরিক্ত অক্সিজেনে পোড়ালে যে পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয় সেই পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপাদনের জন্য কত পরিমাণ ক্যালসিয়াম কার্বনেটের সঙ্গে HCl-এর বিক্রিয়া ঘটাতে হবে? (C=12, Ca=40, O=16, Cl=35.5, H=1)
7. বাণিজ্যিক জিংকে 20% অশুদ্ধি আছে। এরূপ 50 g জিংক পর্যাপ্ত পরিমাণ লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়ায় কত গ্রাম হাইড্রোজেন উৎপন্ন করবে? [Zn=65, H=1]
8. উত্তপ্ত লোহার ওপর দিয়ে স্টিম চালনা করে 6 মোল হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করতে কত গ্রাম লোহা প্রয়োজন? [Fe =56]
9. সাধারণ উষ্ণতায় 2.3 গ্রাম সোডিয়াম জলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে STP-তে কত আয়তনের হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করবে?
10. 8 গ্রাম সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডকে প্রশমিত করতে কত গ্রাম সালফিউরিক অ্যাসিড প্রয়োজন? [H=1, O=16, Na=23, S=32]

চতুর্থ অধ্যায় : তাপের ঘটনাসমূহ

- **প্রশ্নমান 3**

1. কঠিন পদার্থের মধ্যে তাপের পরিবহণ কোন কোন বিষয়ের ওপর কোন নিয়মে নির্ভর করে আলোচনা করো।
2. কোনও পদার্থের তাপ পরিবাহিতাঙ্কের সংজ্ঞা দাও। SI পদ্ধতিতে এর একক লেখো।
3. তরলের আপাত প্রসারণ গুণাঙ্ক ও প্রকৃত প্রসারণ গুণাঙ্ক বলতে কী বোঝো? এদের মধ্যে সম্পর্ক কী?
4. স্থির চাপে গ্যাসের আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্কের সংজ্ঞা দাও। চার্লসের সূত্র ব্যবহার করে এর মান নির্ণয় করো।
5. তাপীয় রোধাঙ্ক বলতে কী বোঝো? এর SI একক লেখো।
6. তড়িৎ রোধের সঙ্গে তুলনা করে তাপীয় রোধের রাশিমালা নির্ণয় করো।
7. ইনজেন-হজের পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করো যে বিভিন্ন পদার্থের তাপ পরিবহণ ক্ষমতা বিভিন্ন হয়।
8. তাপ পরিবহণ ও তড়িৎ পরিবহণের মধ্যে দুটি সাদৃশ্যের উল্লেখ করো। উচ্চতাপ পরিবাহিতাবিশিষ্ট একটি অধাতুর নাম লেখো।
9. গ্যাসের দু'প্রকার প্রসারণ গুণাঙ্ক থাকে কেন? এদের মান কত?
10. কোনও কঠিন পদার্থের দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্কের সংজ্ঞা দাও। এর SI একক লেখো।

পঞ্চম অধ্যায় : আলো

- **প্রশ্নমান 2**

1. দন্ত চিকিৎসকগণ অবতল দর্পণ ব্যবহার করেন কেন?
2. কোনও মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক আলোর বেগের ওপর কীভাবে নির্ভর করে?
3. প্রতিসরাঙ্কের মান কোন কোন বিষয়ের ওপর কীভাবে নির্ভর করে?
4. ঘন মাধ্যম থেকে লঘু মাধ্যমে আলোকরশ্মির প্রতিসরণের চিত্র অঙ্কন করো এবং কৌণিক চ্যুতি নির্ণয় করো।
5. বায়ুতে ও কাচে আলোর গতিবেগ যথাক্রমে 3×10^8 m/s ও 2×10^8 m/s । কাচের প্রতিসরাঙ্ক কত?
6. উত্তল লেন্স দ্বারা সদ, বিবর্ধিত ও অবশীর্ষ প্রতিবিম্ব গঠনের রশ্মিচিত্র অঙ্কন করো।
7. হ্রস্বদৃষ্টি বা মায়োপিয়া কী? এর প্রতিকারের জন্য কোন লেন্স ব্যবহার করা হয়?
8. চিত্রসহ উত্তল লেন্স ও অবতল লেন্সের মুখ্য ফোকাসের সংজ্ঞা দাও।
9. উত্তল লেন্সের আলোককেন্দ্র কাকে বলে? আলোককেন্দ্রগামী রশ্মির চ্যুতি কত?
10. বিপদ সংকেত হিসেবে লাল আলো ব্যবহার করা হয় কেন?

- **প্রশ্নমান 3**

1. ক্ষুদ্র উন্মেষযুক্ত উত্তল দর্পণের (অথবা অবতল দর্পণ) ক্ষেত্রে ফোকাস দূরত্ব ও বক্রতা ব্যাসার্ধের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করো।
2. উত্তল লেন্স কীভাবে বিবর্ধক কাচ হিসেবে কাজ করে তা চিত্রসহ বর্ণনা করো।
3. প্রিজমের মধ্য দিয়ে আলোকরশ্মির প্রতিসরণের ফলে উৎপন্ন চ্যুতিকোণের রাশিমালা নির্ণয় করো।
4. কোনও উত্তল লেন্সের সামনে 2f অপেক্ষা বেশি দূরত্বে অবস্থিত বস্তুর প্রতিবিম্ব গঠন রেখাচিত্রের মাধ্যমে দেখাও এবং উৎপন্ন প্রতিবিম্বের প্রকৃতি কী হবে তা লেখো।
5. একটি প্রিজমের কোণ 60^0। রশ্মির আপতন কোণ 30^0 ও চ্যুতিকোণ 15^0 হলে প্রিজম থেকে আলোকরশ্মি কত কোণে নির্গত হবে? প্রিজমে আপতন কোণ বাড়ালে চ্যুতিকোণ কীভাবে পরিবর্তিত হয়?
6. কোনও উত্তল লেন্সের বক্রতা কেন্দ্রে বস্তু রাখলে তার প্রতিবিম্বের অবস্থান ও প্রকৃতি চিত্রসহ ব্যাখ্যা করো।
7. আলোর বিচ্ছুরণ বলতে কী বোঝো? বিচ্ছুরণের কারণ বর্ণনা করো।
8. একটি প্রিজমের প্রধান ছেদ একটি সমবাহু ত্রিভুজ। প্রিজমের কোনও একটি প্রতিসারক তলে একটি আলোকরশ্মির আপতন কোণ 45^0 হলে নির্গত রশ্মির মোট চ্যুতি হয় 30^0। অপর প্রতিসারক তলে আপতন কোণ কত?
9. কোনও সবুজ বস্তুকে সাদা আলোর দ্বারা আলোকিত করলে সবুজ দেখায় কেন? বস্তুটিকে হলুদ আলোর দ্বারা আলোকিত করলে বস্তুটির রং কী দেখাবে?

(চলবে)

পরিবর্তন ঘটছে জলবায়ুর

আশুতোষ সরকার, *শিক্ষক*
কালিয়াগঞ্জ পার্বতী সুন্দরী উচ্চবিদ্যালয়, উত্তর দিনাজপুর

আবহাওয়া প্রতিদিন এমনকি প্রতি মুহূর্তে বদলাতে পারে। তবে জলবায়ু হল কোনও স্থানের ৩০-৩৫ বছরের আবহাওয়ার গড় অবস্থা। পৃথিবীর জলবায়ুর পরিবর্তন সর্বদা হয়ে চলেছে। জলবায়ুর পরিবর্তন ধীরগতিতে হয়ে থাকে। তাৎক্ষণিকভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের কিছু প্রমাণ পাওয়া গেলেও, জলবায়ুর এই পরিবর্তন উপলব্ধি করা সহজ হয় না। প্রায় ৪৬০ কোটি বছর পূর্বে পৃথিবী সৃষ্টির সময় পৃথিবীর জলবায়ুর সঙ্গে বর্তমান পৃথিবীর জলবায়ুর কোনও মিল নেই। অতীতে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বেশি ছিল। পৃথিবী বৃক্ষময় হওয়ার পর থেকে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ কমতে থাকে। বর্তমানে আমাদের পারিপার্শ্বিক জলবায়ুর পরিবর্তনের কিছু কিছু পূর্বাভাস পাওয়া যায়। এখনও ঋতুচক্রের আবর্তন দেখা গেলেও, কখনও ঋতুগুলি সংক্ষিপ্ত কখনও বা বিলম্বিত মনে হয়। কোনও কোনও বছর শীত শেষ না হতেই বসন্তের অনুভূতি চলে আসে। বসন্তের সঙ্গে সঙ্গে শীত ও গ্রীষ্মে মাঝে মাঝে কানে ভেসে আসে কোকিলের ডাক। বিগত বেশকিছু বছর ধরে দেখা মিলছে না কালবৈশাখীরও। আষাঢ়-শ্রাবণেও মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে শরতের আকাশ। বর্ষার মরশুমের আগেই উত্তরের জেলাগুলিতে ১৫-২০ শতাংশ বৃষ্টির খবরও আমাদের জানা। শরতে হিমেল বাতাসের পরশের অভাব অনুভূত হয়। ঘূর্ণাবর্তের কারণে বর্ষণসিক্ত পরিবেশের জন্য শরতের সৌন্দর্য বিঘ্নিত হয়ে পড়া প্রায় নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ইউরোপের কিছু দেশে গ্রীষ্মে তাপমাত্রা পৌঁছে যাচ্ছে কখনও ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। হিমবাহের পশ্চাদপসরণ এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের জলস্তরের পরিবর্তন সহ বিভিন্ন প্রমাণ জলবায়ুর পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে। জলবায়ুর উপাদানগুলির পরিবর্তিত পরিস্থিতিকে জলবায়ুর পরিবর্তন বোঝায়। তবে পৃথিবীর কক্ষপথের পরিবর্তন, পৃথিবীর অক্ষকোণের পরিবর্তন, সৌর বিকিরণের তারতম্য, সৌরকলঙ্ক চক্র প্রভৃতির প্রভাবে বহু বছর পরে পরে জলবায়ুর পরিবর্তন আসে। এছাড়াও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণগুলি হল অগ্ন্যুৎপাত, অরণ্য বিনাশ, দূষণ নিয়ন্ত্রণহীন শিল্পায়ন ও কৃষি ব্যবস্থা, দ্রুত নগরায়ণ প্রভৃতি। তবে জেট স্ট্রিম-এর অবস্থান ও গতিপ্রকৃতির উপরও শীত এবং গ্রীষ্মের স্থায়িত্ব, বর্ষাকালীন বৃষ্টিপাত ও ঋতু পরিবর্তন নির্ভর করে। লা নিনার প্রভাবও ভারতের জলবায়ুতে দেখা যায়। মানুষের নেতিবাচক ক্রিয়াকলাপ জীবকুলের পক্ষে প্রতিকূল হয়ে ওঠে। তবে আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা, আন্তর্জাতিক চুক্তি প্রভৃতির মাধ্যমেও জলবায়ুর ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে মানুষ সচেষ্ট হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে গ্রিনহাউস গ্যাসের উৎপাদন ও বায়ুমণ্ডলে অবাধ নিঃসরণ রোধে ১৯৯২ সালে রিও ডি জেনেইরোর বসুন্ধরা সম্মেলনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

আলোচনায় মেঘনাদ বধ কাব্য

মৌমিতা বসাক, *শিক্ষক*
নেতাজি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় শিলিগুড়ি

মাধ্যমিক বাংলা

মাইকেল মধুসূদন দত্তের নয়টি সর্গে বিভক্ত মহাকাব্যিক গ্রন্থ 'মেঘনাদ বধ'-এর প্রথম খণ্ড 'অভিষেক' আজকের আলোচনা। অনেক সময় দেখেছি দশম শ্রেণির পড়ুয়াদের 'অভিষেক' কবিতার প্রতি একটি ভীতিমূলক অবস্থা দেখা যায় মূলত এর ভাষা কাঠিন্যের কারণে। সংস্কৃত শব্দের যথাযথ অর্থ জেনে কবিতাটি অন্তত বার তিনেক পড়লে ভালো লাগতে বাধ্য। আর শুধুমাত্র পরীক্ষা পাশের জন্য তো নয়, আমাদের কবিতা বা কাব্যের প্রতি ভালোবাসা গঠনেও কবিতাটির অবদান অস্বীকার করা যায় না।

এই কবিতা পড়তে যাওয়ার আগে আমাদের মাথায় রাখতে হবে মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদ বধ কাব্যের ভাষা ছিল যুগান্তকারী, প্রাচীন বাংলা কবিতার প্রথা ভেঙেছিল। ভাষার ক্ষেত্রে তিনি তৎসম শব্দের ব্যবহার এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ অলংকার প্রয়োগের মাধ্যমে এক গাম্ভীর্য ও আভিজাত্য সৃষ্টি করেন। উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষার সৃজনশীল ব্যবহার কাব্যটি আরও সমৃদ্ধ ও সুপাঠ্য করেছে। যুদ্ধের বর্ণনা, বীরত্ব এবং বীরের করুণ মৃত্যুর মতো বিষয়গুলো তুলে ধরতে তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ শব্দ চয়ন করেছেন। সেই কারণে ভাষা এ কবিতার অলংকার বলা যেতে পারে।

তিন নম্বরের টীকাভিত্তিক প্রশ্নোত্তর-

○ কবিতার শুরুতেই পাই, এই লাইনটি 'কনক আসন ত্যজি বীরেন্দ্র কেশরী'— বীরেন্দ্র কেশরী কে? তিনি কেন কনক আসন ত্যাগ করেছেন?

উত্তর : বীরেন্দ্র কেশরী শব্দটির অর্থ বলবান কেশযুক্ত প্রাণী অর্থাৎ সিংহ, তার মতো ইন্দ্রজিৎ বা মেঘনাদ (রাবণ ও মন্দোদরীর পুত্র)। তাঁর অসীম সাহস ও বীরত্বের জন্য এই অভিধায় আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর তাঁর কনক আসন ত্যাগ করার দুটি কারণ। এক রাঘব সৈন্যদের নিদারুণভাবে পরাস্ত করার পর তিনি প্রমোদ উদ্যানে এসেছেন বিশ্রাম নিতে। সেই সময় ধাত্রী প্রভাষার বেশে কুললক্ষ্মীকে আসতে দেখে তিনি সচকিত হন। ধাত্রী মাতার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা এবং গুরুজনকে দেখে আসন ত্যাগ করে নেমে আসা একটি কারণ। আর অপরদিকে লঙ্কার কুশল সংবাদ নিয়ে তিনি উদ্বিগ্ন ছিলেন। ধাত্রী মাতার কাছে সেই সংবাদও তিনি জানতে চান সেজন্য তিনি কনক আসন ত্যাগ করে তাঁর কাছে যাওয়ার জন্য নেমে এসেছেন।

○ 'ছদ্মবেশী অম্বুরাশি- সুতা উত্তরিলা,' অম্বুরাশি সুতা কে? তিনি কোন প্রশ্নের উত্তরে কী বলেছিলেন?

উত্তর : 'অম্বুরাশি' হল সমুদ্র আর 'সুতা' অর্থ কন্যা। সমুদ্রমন্থনের সময় সমুদ্রগর্ভ থেকে দেবী লক্ষ্মীর উত্থান ঘটেছিল সেই জন্য তাকে অম্বুরাশি-সুতা বলা হয়। দেবী লক্ষ্মীকে এখানে বোঝানো হয়েছে।

আলোচ্য অভিষেক কবিতায় মেঘনাদ যখন প্রভাষারূপী দেবীর লক্ষ্মীকে দেখে লঙ্কার কুশল সংবাদ জানতে চেয়েছেন তখন উত্তরে দেবী লক্ষ্মী লঙ্কার দুর্দশার কথা তুলে ধরেছেন। তিনি জানাচ্ছেন, মেঘনাদের প্রিয় ভাই বীরবাহু মারা গিয়েছেন রামচন্দ্রের হাতে এবং সেই শোকে মহামতি রাবণ পুত্রহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হচ্ছেন। তিনি হতাশা ও হাহাকারের উৎকণ্ঠা নিয়ে বলেছেন যে, স্বর্ণলঙ্কা আজকে তার গৌরব ও ঐতিহ্য হারাতে বসেছে।

○ 'সাজিলা রথীন্দ্রর্ষভ' -রথীন্দ্রর্ষভ কে? তিনি কেমনভাবে সাজলেন?

উত্তর : রথীন্দ্র শব্দটির অর্থ শ্রেষ্ঠ রথী (রথ চালনা করেন যিনি), তাদের মধ্যে ঋষভ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ গুণীজন। এখানে মধুসূদন রাবণ-পুত্র ইন্দ্রজিৎকে রথীন্দ্রর্ষভ এই অভিধায় ভূষিত করেছেন তাঁর রথ চালনার শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে।

এখানে মধুসূদন ইন্দ্রজিতের যুদ্ধসজ্জাকে দুটি উপমায় উপস্থাপন করেছেন। প্রথম স্বর্গরাজ্যে তারকাসুরের অত্যাচারে বিপন্ন দেবতারা ব্রহ্মার কাছে উপস্থিত হলে তারকাসুর বধের জন্য দেব সেনাপতি কার্তিকের জন্ম হয় এবং কার্তিকের হাতেই তারকাসুরের মৃত্যু হয়। কার্তিকের এই যুদ্ধের সাজকে এখানে ইন্দ্রজিতের যুদ্ধসজ্জার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় দুর্যোধনের বিরাট রাজ্য আক্রমণের সময় বৃহন্নলারূপে অর্জুন বিরাট-পুত্র উত্তরের সারথী রূপে যুদ্ধে যান এবং প্রবল যুদ্ধের মাধ্যমে বিরাটের গোধন উদ্ধার করেন। কবি মধুসূদন এখানে ইন্দ্রজিতের যুদ্ধযাত্রাকে অর্জুনের সেই বৃহন্নলারূপে যুদ্ধসাজের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এইভাবে উপমা ব্যবহার মধুসূদন দত্তের এক বিশেষ কাব্যশৈলী।

○ 'হেম পাখা বিস্তারিয়া যেন/ উড়িলা মৈনাক শৈল, অম্বর উজলী!' মৈনাক শৈল কখন আকাশে উড়েছিল? কোন প্রসঙ্গে কবি এই উপমাটি ব্যবহার করেছেন?

উত্তর : অভিষেক কাব্যাংশে মধুসূদন দত্ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আদর্শের সমীকরণ ঘটাতে বিভিন্ন উপমা ব্যবহার করেছেন। তেমনি একটি এটি। পুরাকালে পর্বতদের পাখা থাকত এবং তারা ইচ্ছামতো উড়ে বেড়াত। এতে অনেক দেবতা ও মুনি ঋষিরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে থাকতেন। সেজন্য দেবরাজ ইন্দ্র সকল পর্বতের পক্ষ অর্থাৎ পাখা কাটতে শুরু করলে মৈনাকপর্বত সমুদ্রের তলায় আত্মগোপন করেন, পরে হনুমান যখন সমুদ্র লঙ্ঘন করেন বিশল্যকরণী পাতা আনয়নের জন্য তখন মৈনাক পর্বত আবার সমুদ্র থেকে উঠে উড়ে এসে হনুমানকে আশ্রয় দান করে। এই সময় মৈনাক পর্বতকে উড়তে দেখা গিয়েছিল।

রাম ও তাঁর রাঘবদলকে উপযুক্ত শাস্তি দেবার জন্য ইন্দ্রজিৎ যখন রণসাজে সজ্জিত হয়ে বায়ুরথ প্রবল বেগে উড়িয়ে নিয়ে চলেছেন তার সঙ্গে কবি এই মৈনাক পর্বতের হৈম পাখা মেলে উড়ে চলার তুলনা উপমা হিসেবে দিয়েছেন। *(চলবে)*

মানুষের ম্যালেরিয়া রোগ সৃষ্টিকারী পরজীবী

সুবীর সরকার, *শিক্ষক*
সারিয়াম যশোধর উচ্চবিদ্যালয় জলপাইগুড়ি

উচ্চমাধ্যমিক জীববিদ্যা

❑ সিগনেট রিং কী?

উ:- আক্রান্ত ব্যক্তির রক্তস্রোতে মুক্ত প্লাজমোডিয়ামের প্রতিটি মাইক্রো মেরোজয়েট পৃথক পৃথক লোহিত রক্তকণিকাকে সংক্রমণ করে লোহিত রক্তকণিকা মধ্যস্থ হিমোগ্লোবিন ভক্ষণ করে আকারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় একে ট্রোফোজয়েট দশা বলে। পরবর্তীতে *Plasmodium* এর ট্রোফোজয়েটের সাইটোপ্লাজমে একটি গহ্বর সৃষ্টি হয় এবং গহ্বরের আয়তন বৃদ্ধির ফলে পরজীবীর নিউক্লিয়াসটি পরিধির দিকে সরে যায়, এর ফলে ট্রোফোজয়েটগুলি আংটির ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট হয়, এই অবস্থাকে সিগনেট রিং বলে।

❑ হিমোজয়েন দানা এবং সুফনার-এর দানা কী?

উ:- *Plasmodium* এর জীবাণু মানুষের লোহিত রক্তকণিকায় প্রবেশ করার পর হিমোগ্লোবিন ভক্ষণ করে এবং পরজীবীর বিপাকক্রিয়ার ফলে পরজীবীর সাইটোপ্লাজমে এক প্রকার হলুদ-বাদামি বর্ণের রঞ্জক দেখা যায় এদের হিমোজয়েন দানা বলে।

আক্রান্ত লোহিত রক্তকণিকার সাইটোপ্লাজমে একপ্রকার লাল দানা দেখা যায় এদের সুফনার-এর দানা বলে ।

❑ গ্যামেটোগনি কী?

উ:- মানুষের দেহে এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগোনির মাধ্যমে উৎপন্ন মেরোজোয়েটগুলি যে পদ্ধতিতে গহ্বরবিহীন, গোলাকার যৌন জননে সক্ষম গ্যামেটোসাইট বা গ্যামেট সৃষ্টি করে তাকে গ্যামেটোগনি বলে।

❑ *Plasmodium* এর গ্যামেটোসাইটগুলি কত প্রকারের ও কী কী?

উ:- *Plasmodium* এর গ্যামেটোসাইটগুলি দুই প্রকার হয়, যথা- পুরুষ বা মাইক্রো গ্যামেটোসাইট এবং স্ত্রী বা ম্যাক্রো গ্যামেটোসাইট।

ম্যাক্রো গ্যামেটোসাইটগুলি মাইক্রো গ্যামেটোসাইট অপেক্ষা আকারে সামান্য বড় হয়।

❑ স্পোরোগনি বা মশকি চক্র বা *Plasmodium* এর যৌনচক্র বলতে কী বোঝ?

উ:- *Plasmodium* এর যৌন জনন তার মুখ্য পোষক স্ত্রী অ্যানোফিলিস মশার দেহে (পাকস্থলীতে) সম্পন্ন হয়, একে যৌনচক্র বা মশকিচক্র বলে। এই প্রক্রিয়ায় (বহুবিভাজন পদ্ধতিতে) অসংখ্য স্পোরোজয়েট তৈরি হওয়ায় একে স্পোরোগনি বলে।

❑ উকাইনেট বা ভারমিকিউল কী?

উ:- স্ত্রী অ্যানোফিলিস মশার পাকস্থলীর অভ্যন্তরে *Plasmodium* এর জাইগোটগুলি নিষেকের পর লম্বাটে আকার ধারণ করে এবং গমনে সক্ষম হয়। এদের উকাইনেট বা ভারমিকিউল বলে।

❑ স্পোরোব্লাস্ট কী?

উ:- *Plasmodium* এর উসিস্টগুলি মশকের পাকস্থলীর অভ্যন্তরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এদের সাইটোপ্লাজম গহ্বরযুক্ত হয় ও নিউক্লিয়াস বিভাজিত হয়ে অসংখ্য নিউক্লি গঠন করে, যাদের প্রতিটিকে ঘিরে প্রোটোপ্লাজম থাকে। এরূপ প্রতিটি এককক স্পোরোব্লাস্ট বলে।

❑ সাইজন্ট কী?

উ:- ম্যালেরিয়ার পরজীবী-*Plasmodium* এর অযৌন জনন চক্রের একটি দশা হল সাইজন্ট। স্পোরোজয়েট, ট্রোফোজয়েট অথবা মেরোজয়েট দশা থেকে নিউক্লিয়াসের বহু বিভাজনের ফলে সাইজন্টের সৃষ্টি হয়।

❑ স্পোরোজয়েট কী?

উ:- ম্যালেরিয়া রোগের পরজীবী *Plasmodium* এর দ্বারা আক্রান্ত মশকীর পাকস্থলীর প্রাচীরে প্রতিটি স্পোরোব্লাস্টের নিউক্লিয়াসের বহু বিভাজনের ফলে অসংখ্য মাকু বা কাস্তে আকৃতির স্পোরোজয়েট সৃষ্টি হয়, এরা মানবদেহে সংক্রমণকারী দশা।

❑ Cycle of Ross বলতে কী বোঝো?

উ:- স্ত্রী অ্যানোফিলিস মশার দেহে *plasmodium* এর যৌনচক্র সম্পন্ন হতে প্রায় ১০ থেকে ২৪ দিন সময় লাগে। মশার দেহে *Plasmodium* এর জীবনচক্রকে Cycle of Ross বলে।

❑ ম্যালেরিয়া রোগীর জ্বর নির্দিষ্ট সময় অন্তর আসে কেন?

উ:- *Plasmodium* এর বিভিন্ন প্রজাতিগুলি নির্দিষ্ট সময় অন্তর (২৪ ঘণ্টা / ৪৮ ঘণ্টা /৭২ ঘণ্টা) তাদের এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগোনি সম্পূর্ণ করে এবং প্রচুর সংখ্যক লোহিত রক্তকণিকা একই সঙ্গে বিদীর্ণ হয়ে অসংখ্য মেরোজয়েট রক্তে নির্গত হয় ও তাদের থেকে নির্গত টক্সিন-এর প্রভাবে প্রবল কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে, একে পারক্সিজম বলে। পরবর্তীতে পরজীবীরা পুনরায় নতুন লোহিত রক্তকণিকায় প্রবেশ করার ফলে রক্ত টক্সিন-এর প্রভাব থেকে মুক্ত হয় এবং জ্বর নিরাময় হয়। নির্দিষ্ট সময় অন্তর একই ঘটনা পুনরায় ঘটে তাই একইভাবে একই কারণে আবার জ্বর আসে।

❑ ম্যালেরিয়া রোগ নির্ণয় করা হয় কীভাবে?

উ:- কোনও ব্যক্তির কয়েকদিন ধরে জ্বর না সারলে বা কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এলে তার রক্ত পরীক্ষা করে ম্যালেরিয়া রোগের পরজীবী পাওয়া গেলে বোঝা যাবে সেই ব্যক্তি ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়েছে। এছাড়া ইমিউনোক্রোমাটোগ্রাফিক টেস্ট, ফ্লুরোসেন্স মাইক্রোস্কপিক টেস্ট করেও কোনও ব্যক্তি ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত কিনা তা নির্ণয় করা সম্ভব।

ছোট্ট তারা

সার্থক সেন দিনহাটার সেন্ট মেরিজ স্কুলের প্রথম শ্রেণির ছাত্র। আবৃত্তি এবং ছবি আঁকায় পুরস্কার রয়েছে এই খুদের। যোগাসন ও নাচ শেখে সে।

খেটে খাওয়া মানুষের শীতে সম্ভার

চেন্নাই বা বেঙ্গালুরু থেকে গাঁটে গাঁটে কাপড় আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার হয়ে ঢুকছে দিনহাটায়। বাহারি মলের ফ্যাশন দুরস্ত বস্ত্রসম্ভারের সঙ্গে দিনহাটা শহরে পাল্লা দিচ্ছে খেটে খাওয়া মানুষের জন্য পুরোনো কাপড়ের দোকান। মাত্র একশো টাকায় প্যান্ট আর ২০০ টাকায় বাহারি জ্যাকেট, আলোকপাত করলেন প্রসেনজিৎ সাহা

পুরানো কথা

যাঁরা একবার এখানে আসেন, তাঁরা ফেরেন না খালি হাতে। পুরোনো হলেও জিনিস ভালো, দামও কম।
-নীলা সাহা

এখন অনেকেই অনলাইনে কিনছেন, কিন্তু ওখানে যা দাম, সেটা সবার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়।
- বরুণ মোদক

শীতের মরশুমেই জমে ওঠে পুরোনো কাপড়ের ব্যবসা, চাহিদা থাকে সোয়েটার, কোট, জ্যাকেটের।
- সমর আচার্যি

এত কম দামে এত ভালো জিনিস কোনও মলে পাবে না। তাই আজও ক্রেতারা সেই ভরসায় এখানে আসেন।
- বিপ্লব সাহা

চোখধাঁধানো

দিনহাটা প্রান্তিক মহকুমা হলেও গত কয়েক বছরে একের পর এক শপিং মল ও ব্র্যান্ডেড দোকানের ঝলকানিতে শহরের ছবিটা এখন অনেকটাই বদলে গিয়েছে। একদৃষ্টিতে তাকালে রীতিমতো চোখ ধাঁধিয়ে যায়। পাখির পালকের মতো হালকা জামা থেকে শীতের ভারী জ্যাকেট হোক বা হালকা কাপড় সবই এখন এক ছাদের নীচে।

এককোণে নিঃশব্দে

শপিং মলের এই আলোর ঝলকের মধ্যে আর একটু কম আলো হলেও জ্বলছে পুরোনো ব্যবহৃত কাপড়ের দোকানগুলি। আজও শহরের প্রাণকেন্দ্র চওড়াহাট বাজারের এককোণে নিঃশব্দে টিকে আছে পুরোনো কাপড়ের দোকানগুলো। সময় বদলেছে, রুচি বদলেছে, কিন্তু এই দোকানগুলোর দরজা আজও খোলা থাকে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত।

ভালো, দাম কম

পুরোনো চওড়াহাট বাজারের ভেতরে কাপড়পট্টির মোড়ের কাছেই রয়েছে নীলা সাহার দোকান। সেখানে ঝুলছে শার্ট, প্যান্ট, জ্যাকেট, সোয়েটারের মতো নানা ধরনের সব পুরোনো কাপড়। পুরোনো হলেও টান আছে প্রতিটি ভাঁজে। নীলার কথায়,'এখন মলের দাপটে ব্যবসা কমেছে। কিন্তু যাঁরা একবার এখানে আসেন, তাঁরা ফেরেন না খালি হাতে। পুরোনো হলেও জিনিস ভালো, দামও কম।'

জ্যাকেট ২০০-য়

প্রবীণ ব্যবসায়ী বরুণ মোদক প্রায় ৩০ বছর ধরে এই ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। তাঁর কথায়,'বংশপরম্পরায় এই ব্যবসা করে আসছি। এখন অবশ্যই আগের অনেক ব্যবসায়ী নেই। তবে ১০-১২ জন ব্যবসায়ী আজও এই দোকান করছি।' বরুণ জানান, এখন অনেকেই অনলাইনে কিনছেন, কিন্তু ওখানে যা দাম, সেটা সবার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। আমাদের এখানে ১০০ টাকায় পাওয়া যায় ব্র্যান্ডের জিনস, ২০০ টাকায় জ্যাকেট ও ৫০ টাকায় শার্ট। তাই যাঁরা শ্রমজীবী বা খেটে খাওয়া মানুষ তাঁরা বিশেষ করে তাঁদের দোকানে ভিড় জমান। তবে বরুণের কথায় মধ্যবিত্তরাও আসে। সেক্ষেত্রে সংখ্যাটা কিছুটা কম।

ভরসার জায়গা

কোনও সময় দোকানে ভিড় হয়, তার উত্তরে সমর আচার্যি জানান, মূলত শীতের মরশুমেই জমে বাজার। ডিসেম্বরের শুরু থেকেই জমে ওঠে পুরোনো কাপড়ের ব্যবসা। চাহিদা থাকে সোয়েটার, কোট, জ্যাকেটের। কেননা ঠান্ডায় মানুষ একটু ভালোমানের উষ্ণ জামা খোঁজেন, কিন্তু সেক্ষেত্রে দামই বাধা। সেক্ষেত্রে তাঁদের পুরোনো কাপড়ের দোকানই হয় অন্যতম ভরসার জায়গা।

মলে পাবে না

এত পুরোনো কাপড় ব্যবসায়ীরা কোথা থেকে আনেন। তার উত্তরে পুরোনো কাপড় ব্যবসায়ী বিপ্লব সাহা জানান, মূলত চেন্নাই ও বেঙ্গালুরু থেকে এধরনের কাপড় এসে থাকে। তবে লোকাল কিছু মহাজন রয়েছেন তাঁরাও এধরনের কাপড়ের জোগান দিয়ে থাকেন। তবে চেন্নাই বা বেঙ্গালুরু থেকে নয় তাঁরা কোচবিহার, আলিপুরদুয়ারের মতো জায়গার মহাজনদের মাধ্যমে এধরনের কাপড় কিনে নেন। তাঁদের দোকানে কেন আজও সাধারণ মানুষ ভিড় জমান, তার উত্তরে বিপ্লব জানান, এত কম দামে ভালো ভালো জিনিস তাঁরা কোনও মলে পাবে না। তাই আজও ক্রেতাদের সেই ভরসার জায়গা ধরে রাখতে পেরেছে এবং পুরোনো কাপড় বিক্রি করে তাঁদের আয়ও আশানুরূপ হচ্ছে।

খেতের কাজে

এদিন দোকানে আসা ক্রেতা সুধীর রায়ের কথায়,'জমিতে কাজ করতে গেলে নতুন জামা পরে কাজ করলে তা নষ্ট হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে পুরোনো জামাগুলি অনেক টেকসই ও কাজের। আবার অনেক সময় অনেক ভালো ভালো জিনিসও পাওয়া যায়। তা সবসময় ব্যবহারও করতে পারি।

আর সেদিক থেকে মলের আলো যতই উজ্জ্বল হোক, শহরের বাজারের কোণে থাকা পুরোনো কাপড়ের দোকানগুলো যেন তার মধ্য দিয়েই জ্বালিয়ে রেখেছে নিজেদের অস্তিত্বের আলো।

দিনহাটায় পুরোনো কাপড়ের দোকানে কেনাকাটা।

দিনহাটায় বাজারের পাশে এই আগুনকে ঘিরেই আতঙ্ক ছড়ায়।

বাজারের জঞ্জালে আগুন

চওড়াহাটে বিস্ফোরণে আতঙ্ক

দিনহাটা, ১০ ডিসেম্বর : আবর্জনার স্তূপে আগুন লাগতেই বিকট শব্দে কেঁপে উঠল এলাকা। বুধবার সকালে এমন ঘটনায় শোরগোল পড়ে যায়। দিনহাটার পুরাতন চওড়াহাট বাজারের কাপড়পট্টিতে এই ঘটনা জানাজানি হতেই পুলিশ এসে পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখে। যদিও এই ঘটনার পর থেকে রীতিমতো আতঙ্কিত ব্যবসায়ীরা।

বুধবার সকাল নয়টা নাগাদ বাজারের কাপড়পট্টিতে রাস্তার ধারে জমে থাকা আবর্জনার স্তূপে কেউ আগুন ধরিয়ে দিলে হঠাৎই বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে এলাকা। ওই আগুনের স্তূপ থেকে আগুনের ফুলকি পাশে থাকা দোকান ও মন্দিরে গিয়ে পড়ে। আর এই ঘটনার পরে বাজারের ব্যবসায়ীদের মধ্যে হুলুস্থুল পড়ে যায়। কাপড় ব্যবসায়ী মিন্টু দেবনাথের কথায়, 'হঠাৎ জমে থাকা আবর্জনায় লাগা আগুনে বিস্ফোরণের মতো শব্দে আমরা সকলেই আতঙ্কিত হয়ে পড়ি। ওখানেই থাকা এক সবজির দোকানে সেই আগুনের ফুলকি পড়ে।' সবজি ব্যবসায়ী অসিত সাহার কথায়, 'দোকানের ঠিক পাশেই আবর্জনায় আগুন জ্বলছিল। কিন্তু প্রচণ্ড বিস্ফোরণে আগুনের ফুলকি এসে দোকানে পড়ে। আওয়াজের তীব্রতায় আমি মাটিতে পড়ে যাই। তবে কী থেকে এমন বিস্ফোরণ হল তা বুঝে উঠতে পারিনি।'

কাপড় ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি পুলক বিশ্বাসের কথায়, 'কী থেকে এই বিস্ফোরণ হল তা বোঝা যায়নি। তবে ব্যবসায়ীদের একাংশের ধারণা, হয়তো দুষ্কৃতীরা আবর্জনার স্তূপে বোমা ফেলে রেখেছিল, সেখানে আগুন লাগতেই এই বিপত্তি।' ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই দিনহাটার থানার টাউনবাবু আসরাফ আলি সহ পুলিশকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। এরপর ঘটনার তদন্ত শুরু করলে আবর্জনায় পড়ে থাকা শব্দবাজির বাক্সের অংশবিশেষ দেখতে পাওয়া যায়। পুলিশের অনুমান, কোনও ব্যবসায়ী আবর্জনায় একত্রে অনেকগুলো পরিত্যক্ত শব্দবাজি ফেলে রেখেছিলেন। তা ফেটে যাওয়ায় এমন বিকট শব্দ হয়। তবে ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই।

প্রশ্ন উঠছে, শহরের প্রাণকেন্দ্ররূপে পরিচিত চওড়াহাট বাজারে আবর্জনায় কে এভাবে নিষিদ্ধ শব্দবাজি ফেলে গেল। যদিও সেবিষয়ে ব্যবসায়ীরা কোনও সদুত্তর দিতে না পারলেও তাঁরা এদিন অভিযোগ করেন, নিয়মিত বাজারের আবর্জনা পরিষ্কার হয় না। এরফলে জমতে থাকা আবর্জনায় মাঝেমধ্যেই আগুন জ্বালান ব্যবসায়ীরা। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, যেখানে সামনেই কাপড়পট্টি সেখানে এভাবে রাস্তার ধারে জমে থাকা আবর্জনায় আগুন লাগানো কতটা বিপদের।

প্রশ্ন যেখানে

- দিনহাটার পুরাতন চওড়াহাট বাজারের কাপড়পট্টিতে জমে থাকা জঞ্জালে আগুন ধরালে বিস্ফোরণ
- বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে এলাকা, আগুনের ফুলকি পাশে থাকা দোকান ও মন্দিরে গিয়ে পড়ে
- বিস্ফোরণের শব্দে বাজারের ব্যবসায়ীদের মধ্যে তুমুল আতঙ্ক ছড়ায় এবং বাজারে হুলুস্থুল পড়ে যায়
- পুলিশের অনুমান, কোনও ব্যবসায়ী আবর্জনায় অনেকগুলো পরিত্যক্ত শব্দবাজি ফেলে রেখেছিলেন
- প্রশ্ন উঠছে, শহরের প্রাণকেন্দ্র চওড়াহাট বাজারের আবর্জনায় কে শব্দবাজি ফেলে গেল

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(বুধবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

■ **এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল**

এ পজিটিভ	-	৪
এ নেগেটিভ	-	২
বি পজিটিভ	-	২
বি নেগেটিভ	-	৪
এবি পজিটিভ	-	৪
এবি নেগেটিভ	-	২
ও পজিটিভ	-	২
ও নেগেটিভ	-	১

■ **মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল**

এ পজিটিভ	-	৩
এ নেগেটিভ	-	০
বি পজিটিভ	-	২
বি নেগেটিভ	-	০
এবি পজিটিভ	-	১
এবি নেগেটিভ	-	০
ও পজিটিভ	-	৪
ও নেগেটিভ	-	০

■ **দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল**

এ পজিটিভ	-	৪
এ নেগেটিভ	-	২
বি পজিটিভ	-	৯
বি নেগেটিভ	-	২
এবি পজিটিভ	-	৮
এবি নেগেটিভ	-	১
ও পজিটিভ	-	৩৩
ও নেগেটিভ	-	২

ক্রেতা না থাকায় মিঠে রোদে একটু বিশ্রাম। বুধবার কোচবিহারে জয়দেব দাসের তোলা ছবি।

বিদ্যালয়ে ব্যায়ামাগার দাবি

মেখলিগঞ্জ, ১০ ডিসেম্বর : মেখলিগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আধুনিক ব্যায়ামাগার তৈরির দাবি জানিয়েছেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও পড়ুয়ারা। ইতিমধ্যে এই দাবিটি মেখলিগঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান প্রভাত পাটনিকে জানানো হয়েছে। বিদ্যালয়ে শিক্ষার পাশাপাশি শরীরচর্চার প্রয়োজন আছে বলে মনে করছেন অভিভাবকদের একাংশ। চেয়ারম্যান বলেন, 'বিদ্যালয়ের তরফে দাবি জানানো হয়েছে। আমরা অবশ্যই বিষয়টি দেখব।'

মেখলিগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক সুভাষ রায় সরকার বলেন, 'শিক্ষার সঙ্গে স্বাস্থ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শরীরচর্চা করলে পড়ুয়াদের মোবাইলের প্রতি আসক্তি কমবে।'

মেখলিগঞ্জ ব্লকের চৌরঙ্গি হাইস্কুলে ব্যায়ামাগারের ব্যবস্থা রয়েছে। তাই মেখলিগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়েও আধুনিক ব্যায়ামাগারের দাবি জানিয়েছে পড়ুয়ারা। এই বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণির ছাত্র প্রান্তিক ধর বলে, 'বিদ্যালয়ে পড়াশোনার যেমন গুরুত্ব রয়েছে তেমনি খেলাধুলোও করানো হয়। আমাদের মধ্যে অনেকের স্বপ্ন আগামীতে পুলিশ বা সীমান্ত রক্ষীবাহিনীতে যোগ দেওয়ার। এলাকায় নামমাত্র একটি জিম থাকলেও তার অবস্থা খুব একটা ভালো না। যদি বিদ্যালয়ে ব্যায়ামাগার থাকে তবে খুব ভালো হয়।' অন্য ছাত্রদের গলাতেও একই সুর শোনা গিয়েছে।

> শিক্ষার সঙ্গে স্বাস্থ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শরীরচর্চা করলে পড়ুয়াদের মোবাইলের প্রতি আসক্তি কমবে।
>
> **সুভাষ রায় সরকার** *সহকারী প্রধান শিক্ষক, মেখলিগঞ্জ হাইস্কুল*

বিদ্যালয়ে পাঠরত এক ছাত্রের অভিভাবক সোমনাথ সরকারের মতে, 'এখনকার ছেলেমেয়েরা মোবাইলে আসক্ত হয়ে পড়েছে। যা তাদের শারীরিক ও মানসিকভাবে ক্ষতি করছে। এর চেয়ে ব্যায়ামাগারে শরীরচর্চা করা অনেক ভালো।'

সচেতনতা

মাথাভাঙ্গা, ১০ ডিসেম্বর : মাথাভাঙ্গা মহকুমা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে বুধবার আইনি সচেতনতা শিবির হয়। বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষ্যে মাথাভাঙ্গা সংশোধনাগারে শিবিরে বক্তব্য রাখেন মহকুমা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রাজেশ তামাং, সচিব রৌশন আলি, সংশোধনাগারের কন্ট্রোলার অমিত ভট্টাচার্য। রৌশন জানান, কীভাবে বিনামূল্যে আইনি সহায়তা পাওয়া যায়, কোন পরিস্থিতিতে আইনি সহায়তা পাওয়ার অধিকার রয়েছে এই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

বিক্ষোভ

দিনহাটা, ১০ ডিসেম্বর : ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে সংসদে 'বঙ্কিমদা' বলে সম্বোধন করার প্রতিবাদে বুধবার দিনহাটা কলেজে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ বিক্ষোভ দেখাল। প্রতিবাদ দেখাতে তারা প্রধানমন্ত্রীর কুশপুতুল দাহ করে। ছাত্র নেতা আমির আলম বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী কীভাবে এধরনের কথা বলতে পারেন? ২০২৬-এর ভোটে বিজেপি নেতৃত্ব যেখানে প্রচার করতে আসবে, ছাত্র পরিষদের সদস্যরা সেখানে বিক্ষোভ দেখাবেন।'

সেমিনার

কোচবিহার, ১০ ডিসেম্বর : 'উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্য ও প্রত্নতত্ত্ব' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হল কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে। বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন প্রশাসনিক ভবনে এই সেমিনার হয়।

বন্ধ পড়ে 'নগর জীবিকা কেন্দ্র'

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ১০ ডিসেম্বর : মাঝে কেটে গিয়েছে বেশ কয়েক বছর। এখনও মাথাভাঙ্গার নৃপেন্দ্রনারায়ণ স্মৃতি গ্রন্থাগারের এক কোণে দরজা বন্ধ অবস্থায় পড়ে আছে শহরের মুশকিল আসানের আশায় গড়ে তোলা 'নগর জীবিকা কেন্দ্র'। অন্য অনেক সরকারি প্রকল্পের মতোই অবহেলা আর প্রচারের আলোর অভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছে এই উদ্যোগ।

২০১৭ সালে 'নগর জীবিকা কেন্দ্র'টি চালু করেছিল মাথাভাঙ্গা পুরসভা। তখন অনেকেই ভেবেছিলেন, বিপদে ও প্রয়োজনে শহরের মানুষের কাছে ভরসার জায়গা হয়ে উঠতে চলেছে এটি। নির্মাণকাজের জন্য রাজমিস্ত্রি, ছুতোর, ইলেক্ট্রিশিয়ান, আবার কখনও নার্স থেকে আয়ার সন্ধান মিলত এক ফোনে। কথা ছিল, শহরের সাধারণ মানুষ ফোন করলে পুরসভার এই ছোট্ট কেন্দ্র খুঁজে দেবে সঠিক কর্মী, সঠিক পরিষেবা। এক জানলায় বহুমুখী পরিষেবা। তালিকা তৈরি হল। চারজন কর্মীও কাজ শুরু করলেন। গ্রন্থাগারের সেই ঘরে তখন কর্মচাঞ্চল্য তুঙ্গে। কিন্তু নাগরিকরা এই পরিষেবার বিষয়ে জানার আগেই বন্ধ হয়ে যায় সরকারি উদ্যোগ। ব্যবস্থাপনায় গলদ, কর্মী কমে যাওয়া- সবমিলিয়ে প্রকল্প থেমে গেল মাঝপথে।

রাজনৈতিক মহলের অভিযোগ, পুরসভা প্রকল্পটির বিষয়ে শহরের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে ব্যর্থ হয়েছে। প্রাক্তন চেয়ারম্যান লক্ষপতি প্রামাণিক বলেন, 'নাগরিকদের সাড়া না মিলতেই প্রকল্পটি বন্ধ করে দিতে হয়।' অন্যদিকে, বর্তমান চেয়ারম্যান প্রবীর সরকার জানান, নাগরিকদের প্রয়োজন থাকলে প্রকল্প ফের চালুর বিষয় গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করবে পুরসভা।

দার্জিলিং চায়ে হস্তক্ষেপ চাইলেন শ্রিংলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর : অস্তিত্বের গভীর সংকটে দার্জিলিং চা শিল্প, পরিসংখ্যান সহ তার উদ্বেগজনক চিত্র তুলে ধরে রাজ্যসভায় জরুরি নীতি হস্তক্ষেপের দাবি তুললেন রাষ্ট্রপতি মনোনীত সাংসদ তথা প্রাক্তন বিদেশসচিব হর্ষবর্ধন শ্রিংলা। বুধবার জিরো আওয়ারে তিনি বলেন, নিম্নমানের বিদেশি চা আমদানির উর্ধ্বগতি, জলবায়ুজনিত চাপ এবং চা বাগানগুলির আর্থিক অচলাবস্থার জেরে আজ বিপন্ন দেশের অন্যতম গর্ব দার্জিলিং চা।

শ্রিংলা বলেন, 'দার্জিলিং চা কোনও সাধারণ পণ্য নয়, এটি আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের সকাল, আমাদের স্মৃতির অংশ।' জিআই স্বীকৃত এই চা আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতের একটি বিশ্বস্ত ব্র্যান্ড হলেও আজ তা গুরুতর অস্তিত্ব সংকটে।

তিনি রাজ্যসভায় জানান, দেশের চা শিল্পের ওপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল ১০ লক্ষের বেশি চা শ্রমিক ও চাষি এবং প্রায় ৬০ লক্ষ পরিবার। অথচ ২০২৫ সালের প্রথম ছ'মাসেই আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ ও নেপাল থেকে আমদানিকৃত চায়ের পরিমাণ প্রায় ৪৫ শতাংশ বেড়েছে, যা দেশীয় চা শিল্প বিশেষ করে দার্জিলিং চায়ের বাজারমূল্য ও সুনামকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

শ্রিংলার অভিযোগ, নিম্নমানের বিদেশি চা দার্জিলিং চায়ের নামে দেশ-বিদেশের বাজারে বিক্রি হচ্ছে, যার ফলে প্রকৃত দার্জিলিং চায়ের মর্যাদা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ণ হচ্ছে।

পরিসংখ্যান তুলে ধরে তিনি জানান, ১৯৭০-এর দশকে দার্জিলিংয়ে যেখানে বছরে ১৪.১ মিলিয়ন কেজি চা উৎপাদন হত সেখানে ২০২৪ সালে তা নেমে এসেছে মাত্র ৫.১ মিলিয়ন কেজিতে। এর জন্য তিনি পরিবেশগত বিপর্যয়কেই মূলত দায়ী করেন, অর্থাৎ দ্রুত বনাঞ্চল ক্ষয়, মাটির আর্দ্রতা কমে যাওয়া এবং বাধ্য হয়ে কৃত্রিম সেচের ওপর নির্ভরতা বাড়ানো।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করে শ্রিংলা বলেন, বহু চা বাগান আজ আর্থিকভাবে অচল, শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত এবং দীর্ঘদিন ধরে জমির লিজ ও মালিকানা সংক্রান্ত জটিলতা অমীমাংসিত অবস্থায় রয়েছে।

দার্জিলিং চা-কে 'ভারতের গর্ব' আখ্যা দিয়ে তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত জি২০ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধানদের সামনে দার্জিলিং চা পরিবেশন করেছিলেন। শ্রিংলার বক্তব্য, 'এই ঐতিহ্য সংরক্ষণ করা আমাদের জাতীয় স্বার্থের প্রশ্ন।'

তিনি স্বীকার করেন, টি বোর্ড অব ইন্ডিয়া এতদিন শিল্প রক্ষায় বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছে, তবে বর্তমান সংকটের প্রেক্ষিতে বোর্ডের ভূমিকা, লক্ষ্য ও কাঠামো নতুন করে সংজ্ঞায়িত করার সময় এসেছে বলে তিনি মতপ্রকাশ করেন। পাশাপাশি ভারতীয় চা বিশেষ করে দার্জিলিং চা-কে কেন্দ্রীয় সরকার যাতে আন্তর্জাতিক বাজারে আরও বেশি প্রচারের ওপর জোর দেয়, তার প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেন তিনি। তৃণমূল সাংসদরাও রাজ্যের উন্নয়নের স্বার্থে শ্রিংলার বক্তব্যকে সমর্থন করেন।

নিম্নমানের বিদেশি চা দার্জিলিং চায়ের নামে দেশ-বিদেশের বাজারে বিক্রি হচ্ছে, যার ফলে প্রকৃত দার্জিলিং চায়ের মর্যাদা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ণ হচ্ছে।

-হর্ষবর্ধন শ্রিংলা

শিশু চোর সন্দেহে গণধোলাই

সেনাউল হক

কালিয়াচক, ১০ ডিসেম্বর : শিশু চোর সন্দেহে এক ব্যক্তিকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দিলেন গ্রামবাসীরা। এই ঘটনায় বুধবার বিকেলে কালিয়াচকের আলিনগরে উত্তেজনা ছড়াল। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ছয় বছরের এক শিশু নিজের বাড়ির সামনে রাস্তায় খেলাধুলো করছিল। সেই সময় হঠাৎই তাকে সাইকেলে চাপিয়ে নেন এক ব্যক্তি।

সাইকেলে নিয়ে যাওয়ার সময় বাড়ি থেকে কিছু দূরে শিশুটির মামা তাকে চিনে ফেলেন। তিনি সাইকেল দাঁড় করিয়ে ওই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে শুরু করেন। তখনই ওই ব্যক্তি অসংলগ্ন উত্তর দিচ্ছিলেন বলে অভিযোগ। ফলে শিশুটির মামার সন্দেহ তীব্র হয়। তাঁর চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে আসেন এবং শিশু চোর সন্দেহে ওই ব্যক্তিকে গণধোলাই দিতে শুরু করে উত্তেজিত জনতা। পরে এলাকার পঞ্চায়েত প্রধান সহ কয়েকজন পঞ্চায়েত সদস্য ব্যক্তিকে উদ্ধার করে কালিয়াচক থানার পুলিশের হাতে তুলে দেন।

শিশুটির বাবা এবিষয়ে বলেন, 'যদি আমার শ্যালক দেখতে না পেত তাহলে আমার ছেলেকে নিয়ে লোকটি কোথায় চলে যেত জানতে পারতাম না। ছেলে বাড়ির পাশে রাস্তায় খেলছিল। তার পরেই ওকে সাইকেলে তুলে নেয়। এরকমভাবে কত শিশু হারিয়ে যাচ্ছে। আমরা ছেলেকে ফিরে পেয়েছি, এটা আমাদের ভাগ্য।' অন্যদিকে, আলিনগর পঞ্চায়েতের প্রধান বলেন, 'শিশুটিকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে জিজ্ঞেস করতে শুরু করায় ওই ব্যক্তি কোনও উত্তর দিতে পারেননি। অসংলগ্ন কথাবার্তা বলায় উত্তেজিত জনতা গণপিটুনি দিতে শুরু করে। তারপরই আমরা পুলিশকে ডাকি।' যদিও ঘটনায় শিশুর পরিবারের তরফে থানায় কোনও অভিযোগ জানানো হয়নি।

আলোয় আলোয়

ইউনেসকোর হেরিটেজ স্বীকৃতি পেয়েছে দীপাবলি উৎসব। আর তাই আনন্দ-আয়োজন রাজধানীতে। রংয়ের ছটায় মুখোশ নাচে মাতলেন শিল্পীরা।

চক্ষু চড়কগাছ

প্রথম পাতার পর

সেজন্য ছেলের জন্য কোচবিহার ভবনে দুই-তিনদিনের জন্য ঘর বুক করব ভেবেছিলাম। কিন্তু জেলা শাসকের অফিসে গিয়ে ঘরের নতুন ভাড়া শুনে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম।' শেষপর্যন্ত ছেলের জন্য ডর্মিটরি ৩০০ টাকা দিয়ে বুকিং করেছেন শিবশংকর।

কিন্তু ভাড়া এত বাড়ল কেন? এপ্রশ্নের জবাব তো দেওয়ার কথা জেলা শাসকের। কিন্তু জেলা শাসক রাজু মিশ্রকে একাধিকবার ফোন করা হয়েছে, হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজও করা হয়েছে। কিন্তু তিনি সাড়া দেননি।

এদিকে, বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছে বিরোধীরা। ফরওয়ার্ড ব্লকের কোচবিহার জেলা সভাপতি দীপক সরকার বলেন, 'কোচবিহার ভবনের ভাড়া একবারে চার-পাঁচগুণ বাড়িয়ে দেওয়া কোনওভাবেই মেনে নিতে পারছি না। বিষয়টি নিয়ে খুব শীঘ্রই দলের তরফে আমরা আন্দোলনে নামব।' বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় চক্রবর্তীর অভিযোগ, 'সম্প্রতি কোচবিহার ভবনটা যে সংস্কার করা হয়েছে, সেটাও অবৈধভাবে করা হয়েছে। পাশাপাশি কোচবিহার ভবনে ভাড়া বাড়াবার নামে যেটা করা হয়েছে, সেটা আসলে কোচবিহারবাসীর সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে।'

শুধু বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি নয়, রাজ্যের শাসকদলও কোচবিহার ভবনের ভাড়া এত বাড়াবার বিষয়টি একেবারেই ভালোভাবে নেয়নি। তৃণমূলের কোচবিহার জেলার চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন বলেন, 'কোচবিহার ভবনটা তৈরি হয়েছে কোচবিহারের মহারাজাদের রেখে যাওয়া কোচবিহার ডেভেলপমেন্ট ফান্ডের টাকায়। কোচবিহারের মানুষ যাতে সেখানে গিয়ে সুলভে থাকতে পারেন। ফলে রাজ্য সরকারের উচিত কোচবিহারবাসীর সুবিধার কথা মাথায় রেখে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা। যাতে কোচবিহারবাসী সেখানে গিয়ে আগের মতো সুলভে থাকতে পারেন।' ১৯৮৭ সালে কলকাতায় কোচবিহার ভবনটি করা হয়েছিল। সম্প্রতি তার সংস্কার করা হয়েছে। কোচবিহারের বাসিন্দা তথা বিশিষ্ট আইনজীবী শিবেন্দ্রনাথ রায় বলেন, 'কোনও ব্যবসায়িক লাভের জন্য এই ভবন করা হয়নি। কিন্তু সংস্কারের পর বর্তমানে সেই ভবনের বিভিন্ন ঘরের যা ভাড়া করা হয়েছে, তা কোচবিহারের সাধারণ মানুষের সাধ্যের বাইরে।' শীঘ্রই বিষয়টি নিয়ে জেলা শাসকের কাছে লিখিত অভিযোগ করবেন বলে জানিয়েছেন তিনি। কোচবিহার রয়্যাল ফ্যামিলি সাকসেসর্স ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের মুখপাত্র কুমার মৃদুলনারায়ণও ক্ষুব্ধ। বলেন, 'ভাড়াটা যাতে আগের মতো করা হয়, আমরা সেই দাবি জানাচ্ছি।' জেলা শাসকের সঙ্গেও কথা বলবেন বলে জানিয়েছেন তিনিও।

হাইকোর্টে যাচ্ছেন অজয়

চাপানউতোরে উত্তপ্ত গ্লেনারিজ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১০ ডিসেম্বর : প্রতিহিংসামূলক রাজনীতি, নাকি অনিয়মের পানশালা- গ্লেনারিজ পানশালা বন্ধ করে দেওয়ার পিছনে কোনটা আসল কারণ, তা নিয়ে সরগরম পাহাড়।

ঘটনায় রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ তুলেছেন গ্লেনারিজের মালিক, ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টের আহ্বায়ক অজয় এডওয়ার্ড। অজয় এদিনও দাবি করেছেন, 'গোর্খাল্যান্ড ব্রিজ তৈরি করার জন্যই আমার ব্যবসা বন্ধ করে দিয়ে আমাকে ক্ষতির মুখে ফেলার চক্রান্ত চলছে। এভাবে চললে পুরো ব্যবসাই বন্ধ করে দেব।' প্রশাসনিক পদক্ষেপের বিরুদ্ধে তিনি কলকাতা হাইকোর্টে যাবেন বলেও এদিন জানিয়েছেন।

আর প্রশাসন বলছে, অনেক আগে থেকেই অজয়কে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিল। তিনি সবকিছু জেনেও ব্যবস্থা না নিয়েই পানশালা চালাচ্ছিলেন। তাঁর পানশালা, ক্যাফেটারিয়া এবং বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে প্রচুর অনিয়ম ধরা পড়েছিল। সেই জন্যই প্রশাসন পানশালা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে।

দার্জিলিং জেলা প্রশাসন এবং আবগারি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ৩০ অক্টোবর গ্লেনারিজের পানশালায় অভিযান চালানো হয়। আবগারি আধিকারিকদের সেই অভিযানে সেখানে বেশ কিছু অনিয়ম ধরা পড়ে। প্রথমত, ওই পানশালা কর্তৃপক্ষ আয়ব্যয়ের হিসেব দেখাতে পারেনি। কোনও রেজিস্টার সঠিকভাবে মানা হচ্ছিল না। দ্বিতীয়ত, পানশালায় বিক্রির জন্য অবৈধভাবে মদ মজুত করা ছিল। অর্থাৎ যেভাবে নির্দিষ্ট গুদামে মদ মজুত রাখার কথা, সেটা ছিল না। ক্যাফেটারিয়া, বাড়ির বিভিন্ন ঘরেও প্রচুর মদের বোতল ভর্তি প্যাকেট পাওয়া গিয়েছিল। তৃতীয়ত, যেখানে পানশালার সম্প্রসারণ করা হয়েছে, সেটারও অনুমতি নেওয়া হয়নি। চতুর্থত, পানশালায় বিনা অনুমতিতে নাচ এবং গানের আয়োজন করা হত।

এই অনিয়মগুলি নজরে আসার পরে ৩১ অক্টোবর আবগারি দপ্তর জেলা শাসককে রিপোর্ট দেয়। তার ভিত্তিতে ১৪ নভেম্বর আবগারি আইনে এই পানশালার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়। ৪ ডিসেম্বর মামলার শুনানিতে খোদ অজয় এডওয়ার্ড আবগারি দপ্তরে হাজিরা দেন। আবগারি দপ্তর সূত্রের খবর, সেখানে তিনি সমস্ত অনিয়মের কথা স্বীকার করে দ্রুত সব নথিপত্র তৈরি করে নেওয়ার কথা বলেছিলেন। কিন্তু অভিযোগ, তার পরেও গ্লেনারিজ কর্তৃপক্ষ কোনও পদক্ষেপ করেনি, বরং আগের মতোই পানশালা চলছিল। তবে অজয় কিন্তু বলেছেন, 'আমার কাছে সমস্ত নথিপত্র রয়েছে। শীঘ্রই হাইকোর্টের দ্বারস্থ হচ্ছি।'

মঙ্গলবার আবগারি দপ্তরের আধিকারিকরা ফের ওই পানশালায় গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে সেটি সিল করে দিয়েছেন। তিন মাসের মধ্যে নথিপত্র তৈরি হয়ে গেলে আবার পানশালা চালু করা যাবে বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনা নিয়েই পাহাড়ের রাজনীতিতে বিস্তর জলঘোলা শুরু হয়েছে। কারণ, তার দু'দিন আগেই, রবিবার, জোড়বাংলো সুখিয়াপোখরি ব্লকের তুংসুং নদীর ওপরে একটি সেতুর উদ্বোধন করেছেন অজয়। মূলত তাঁরই উদ্যোগে গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় ওই সেতুটি তৈরি হয়েছে। সেতুটির নাম দেওয়া হয়েছে 'গোর্খাল্যান্ড ব্রিজ'। অজয়ের দাবি, 'প্রশাসন নিজের দায়িত্ব পালন না করায় আমাদের মানুষের পাশে দাঁড়াতে হচ্ছে। পাহাড়ের রাস্তাঘাট, সেতু এসব প্রশাসন তৈরি করে দিলে আমাদের আর কিছু করতে হত না।' তিনি বলেছেন, 'গ্লেনারিজের আয়ের একটা অংশ ওই সেতু তৈরির জন্য খরচ করা হয়েছে। পাহাড়ের মানুষের আবেগকে মাথায় রেখে সেতুটির নাম গোর্খাল্যান্ড রাখা হয়েছে। আর সেই কারণেই আমার ব্যবসার ওপরে আঘাত হানা হয়েছে।'

গ্লেনারিজে ২৫০ জন কর্মী কাজ করেন। প্রতিদিন গড়ে ১২-১৩ লক্ষ টাকার ব্যবসা হত। কিন্তু পানশালা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ৫০ শতাংশ রোজগার কমে গিয়েছে। হতাশ অজয়ের উক্তি, 'এতগুলো কর্মীর বেতন, বিদ্যুতের খরচ, শীতকালে চিমনির অতিরিক্ত খরচ সামলে কতদিন টানতে পারব জানি না। শুধু বেকারি চালিয়ে দিনের পর দিন ক্ষতির পরিমাণ যদি বেড়ে যায়, তবে পুরো ঝাঁপ বন্ধ করে দেব।'

শুধু বেকারি চালিয়ে দিনের পর দিন ক্ষতির পরিমাণ যদি বেড়ে যায়, তবে পুরো ঝাঁপ বন্ধ করে দেব।

-অজয় এডওয়ার্ড

যা অভিযোগ

- আয়ব্যয়ের হিসাব দেখাতে পারেনি পানশালা কর্তৃপক্ষ
- পানশালায় অবৈধভাবে মদ মজুত করা ছিল
- ক্যাফেটারিয়া, বাড়ির বিভিন্ন ঘরেও প্রচুর মদের বোতল ভর্তি প্যাকেট
- যেখানে পানশালার সম্প্রসারণ করা হয়েছে, সেটারও অনুমতি নেওয়া হয়নি

মেরে ফেলার ছক

প্রথম পাতার পর

ওই লরিচালক শাহজাহানের ঘনিষ্ঠ বলে এলাকায় পরিচিত। আদৌ দুর্ঘটনা নাকি হিন্দি সিনেমার প্লটের মতো পরিকল্পনা অনুযায়ী ঘটানো হয়েছে, তা নিয়ে রহস্য তৈরি হয়েছে। যদিও সিবিআই মামলার সাক্ষী ভোলানাথের বড় ছেলে বিশ্বজিৎ সরাসরি শাহজাহানের দিকে আঙুল তুলেছেন। তাঁর কথায়, 'বাবাকে মারতে এটা শাহজাহানেরই ছক। এটা দুর্ঘটনা নয়, পরিকল্পিত হামলা। যেকারণে একবার নয়, লরিটি তিনবার ধাক্কা মেরে বাবার গাড়িটিকে ফেলে দিয়েছে। তারপর লরিচালক বাইকে চেপে পালিয়ে গিয়েছে।'

ভোলানাথ যাতে শাহজাহানের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে না পারেন, সেজন্য এভাবে তাঁকে প্রাণে মারার চেষ্টা করা হয়েছে বলে বিজেপি অভিযোগ তুলেছে। ভোলানাথ বেঁচে গেলেও ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে তাঁর ছোট ছেলে সত্যজিৎ ঘোষ ও তাঁদের গাড়িচালক শাহানুর মোল্লার। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর দাবি, এই মামলাকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হোক।

শুভেন্দু বলেন, 'হামলা শাহজাহানই করিয়েছে। জেলের ভিতরে থেকে এরা কাজ চালায়। ফোন ব্যবহার করে। সিবিআইয়ের উচিত ১৮টি মামলার মতো সন্দেশখালির মামলাকে রাজ্যের বাইরে নিয়ে যাওয়া।' স্থানীয় বিধায়ক সুকুমার মাহাতো বলেন, 'পুলিশ তদন্ত করলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে।' সন্দেশখালির সিপিএম নেতা নিরাপদ সর্দার বলেন, 'ট্রাকটির চালককে গ্রেপ্তার করা হলে বোঝা যাবে, এর পিছনে কী চক্রান্ত রয়েছে।'

এই ঘটনায় শাহজাহান-ঘনিষ্ঠ ন্যাজাট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সবিতা রায় ও সহ সভাপতি মোসলেম শেখের জড়িত থাকার অভিযোগ তুলেছেন ভোলানাথের ছেলে বিশ্বজিৎ। অভিযোগ, শাহজাহান জেলে থাকলেও তাঁর এই দুই অনুগামী ভয়ের পরিবেশ তৈরি করে রেখেছেন। যদিও দুজনই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, 'এই ঘটনার তদন্ত পুলিশ করবে। তদন্তের আগে কিছু বলা সম্ভব নয়। আইন আইনের পথে চলবে।' ট্রাকের ধাক্কার অভিঘাত এতটাই ছিল যে, গাড়িটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। গাড়ির সামনের দিক কেটে যাত্রীদের বের করতে হয়। ওই গাড়ির যাত্রী আরও দুজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় মিনাখাঁ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তাঁদের কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়।

আহত সাক্ষী ভোলা জানিয়েছেন, তিনি গাড়ির পিছনের আসনে বসেছিলেন। চালকের পাশের আসনে বসেছিলেন তাঁর ছোট ছেলে। ট্রাকটি ধাক্কা মারতে গাড়ি সোজা জলে পড়তে তিনি সংজ্ঞা হারান। তবে পরে বাড়ি ফিরে তিনি জানিয়েছেন, কে গাড়িটি চালাচ্ছিল তা দেখতে পেয়েছেন তিনি। ভোলার বড় ছেলে বিশ্বজিতের অভিযোগ, এর আগেও তাঁদের পরিবারকে হুমকি দেওয়া হয়েছে। ভোলানাথের স্ত্রী ও মেয়ে একই দাবি করেছেন।

ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থল ঘুরে নমুনা সংগ্রহ করেছেন পুলিশ আধিকারিকরা। তবে পুলিশ জানিয়েছে, বুধবার সন্ধে পর্যন্ত কোনও লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি। দুর্ঘটনাস্থল অবশ্য ঘিরে রাখা হয়েছে। ভোলানাথ একসময় শাহজাহানের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু এখন তিনি ইডি, সিবিআইয়ের মামলার গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী। যে এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে, সেটি দুর্ঘটনাপ্রবণ নয় বলে তদন্তকারীদেরও প্রশ্ন জেগেছে।

বেশ কিছু ধোঁয়াশার সূত্রও আছে। যেমন, ছোট গাড়ির যাত্রীরা ভিতরে আটকে গেলেও লরিচালক কীভাবে পালাল? লরিটিতে মালবোঝাই থাকলে দুর্ঘটনা ঘটানো সম্ভব হত না। তদন্তকারীরা মনে করছেন, পরিকল্পনামাফিক ঘটনাটি ঘটানো হয়েছে। লরিটি নিয়েও নানা প্রশ্ন আছে। যেমন, গত ২ নভেম্বর ট্রাকটির ফিটনেস ও ১৪ অক্টোবর ট্রাকের পারমিট ফেল করেছিল। তারপরেও গাড়িটি রাস্তায় চলছিল।

ভোটের ঘুঁটি

প্রথম পাতার পর

সমস্ত প্রক্রিয়া শেষে ফিরে তিনিই আমাদের নেতৃত্ব দেবেন। তিনি না দিতে চাইলেও আমরা তাঁকে ছাড়ব না।' সূত্রের খবর, জীবনের প্রতিনিধি হিসাবে ইতিমধ্যেই স্টেট ডিমান্ড কমিটির নেতারা পৃথক রাজ্যের দাবিতে আন্দোলনরত এবং রাজবংশী সম্প্রদায়কে নিয়ে কাজকর্ম করছে এমন বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করেছেন।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক এবং পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তারা জীবনের সক্রিয় হওয়ার পেছনে বিজেপির হাত দেখলেও জীবন বা স্টেট ডিমান্ড কমিটির নেতারা রাজ্য বিজেপিকে চাপে রাখতে কৌশলী চাল দিয়েছেন। সরাসরি তৃণমূলের বিরোধিতা করলেও রাজ্য বিজেপির নেতাদেরও যে তাঁরা ভরসা করেন না সেকথা স্পষ্ট জানিয়েছেন অনন্ত। তাঁর বক্তব্য, 'আমরা শুভেন্দু অধিকারীদেরও বিশ্বাস করি না। তবে দিল্লির বিজেপির প্রতি এখনও আমাদের আস্থা আছে।' জীবনের কথা, 'রাজ্য বিজেপির নেতারা তৃণমূলের সঙ্গেই মিশে আমাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে। তাই তাদের ভরসা নেই। তবে আমরা তৃণমূলের পক্ষে নই।' প্রশাসনের কর্তারা মনে করছেন, বিজেপিকে চাপে রাখতেই এই অর্ধ-সমর্থন, অর্ধ-সতর্কতার রাজনীতি করছেন জীবন। জীবন বা স্টেট ডিমান্ড কমিটির বিষয়ে এখনই কোনও মন্তব্য করতে চাননি নগেন রায়। বংশীবদনপন্থী নেতারাও প্রকাশ্যে মুখ খুলতে নারাজ। তবে দুই গোষ্ঠীর একাধিক নেতাই স্টেট ডিমান্ড কমিটির সঙ্গে তাঁদের বৈঠকের কথা স্বীকার করেছেন। নগেন এবং বংশীবদনপন্থী গ্রেটার নেতাদের সঙ্গে কয়েক দফায় আলোচনার কথা মেনে নিয়েছেন অনন্ত। তাঁর বক্তব্য, 'এখনও উত্তরবঙ্গ ও নিম্ন অসমের ৩৫টি সংগঠনকে আমরা একত্রিত করেছি। নগেন ও বংশীপন্থী নেতাদের সঙ্গেও আলোচনা চলছে।'

ভোটের আগে কোন ছক কষছেন জীবন সেদিকে সতর্ক নজর রাখছেন পুলিশের গোয়েন্দারা। আইপ্যাকের সদস্যরাও নানাভাবে খোঁজখবর শুরু করেছেন। যদিও প্রকাশ্যে এসব বিষয়কে আমল দিতে নারাজ রাজ্য তৃণমূল নেতারা। মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের কথা, 'রাজবংশী সম্প্রদায়ের উন্নয়নে সবথেকে বেশি কাজ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাদের সমর্থন আমাদের সঙ্গেই রয়েছে।' বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য অবশ্য জীবনকে নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তবে জীবনের প্রতি প্রকাশ্য সমর্থন হোক বা নীরব সায়- দুটোই রাজবংশী ভোটব্যাংকে বিরাট ওলটপালট ঘটাতে পারে তা ভালোই বুঝছেন রাজ্যের শাসকদলের নেতারা। ফলে অনিশ্চয়তা, সন্দেহ, সম্ভাবনা- সব মিলিয়ে তৈরি হয়েছে এক অস্বস্তিকর উত্তেজনা, যা উত্তরের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎকে আরও রহস্যময় করে তুলছে।

পৃথিবীর পাঠশালা

বাতাস থেকে বিদ্যুৎ, জাদুর কয়েন

জাপানের বিজ্ঞানীরা তৈরি করেছেন কয়েন আকারের এক জেনারেটর, যা বাতাসের আর্দ্রতা থেকে একটানা বিদ্যুৎ তৈরি করতে পারে! এই যন্ত্রটি সৌরশক্তি বা বাতাসের ওপর নির্ভরশীল নয়, ফলে এটি দিনে-রাতে ২৪ ঘণ্টাই কাজ করতে পারে। এই ছোট্ট যন্ত্রটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ধানখেতে পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, এটি কোনও রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়াই কয়েক মাস ধরে সেন্সর চালাতে পারে। এটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে খুবই কার্যকর, যেখানে বিদ্যুতের অবকাঠামো নেই। এই জাদুর কয়েন জীবাশ্ম জ্বালানির নির্ভরতা কমাতে এক বড় পদক্ষেপ।

কোটিপতির 'খুদে গ্রাম'

কানাডার নিউ ব্রান্সউইকের এক কোটিপতি, মার্সেল লেব্রুন, গৃহহীনতা দূর করতে নিজের ৪ মিলিয়ন ডলার দিয়ে একটি 'খুদে বাড়ির পাড়া' তৈরি করেছেন! এই 'টুয়েলভ নেইবার্স' প্রকল্পে ৯৯টি সম্পূর্ণ সজ্জিত বাড়ি এবং একটি এন্টারপ্রাইজ সেন্টার থাকবে। এই সেন্টার বাসিন্দাদের চাকরি ও প্রশিক্ষণ দেবে। লেব্রুনের লক্ষ্য শুধু আশ্রয় দেওয়া নয়, বরং গৃহহীনদের স্বনির্ভর করে তোলা। তিনি দেখালেন, ব্যক্তিগত সম্পদ কীভাবে সমাজের বড় সমস্যা সমাধানের জন্য কাজে লাগতে পারে।

ভুয়ো ডকুমেন্ট বানাও, এক সেকেন্ডে

টেক-দুনিয়ায় এখন নতুন আতঙ্ক 'ন্যানো ব্যানানা প্রো' নামের এক টুল। এটা এত সহজ যে, যে কেউ শুধু একটা কমান্ড দিয়ে হাইপার-রিয়ালিস্টিক ভুয়ো রসিদ, কেওয়াইসি ছবি এবং পাসপোর্টের মতো নথি তৈরি করতে পারে! আগে এগুলো বানাতে এডিটিং-এর দক্ষতা লাগত, কিন্তু এখন আর তা লাগে না। এর ফলে, আপলোড করা ছবির মাধ্যমে পরিচয় যাচাই করার পদ্ধতিগুলো এখন চরম বিপদের মুখে। গুগলের মডেল থেকে আসা এই 'অতিবাস্তব' আউটপুটগুলো ডিজিটাল জালিয়াতি নিয়ে বিশ্বজুড়ে বড় প্রশ্ন তুলেছে।

বিড়াল হত্যা, নাকি বন্যপ্রাণী বাঁচানো?

নিউজিল্যান্ড এক বিতর্কিত কিন্তু জরুরি পরিকল্পনা নিয়েছে : ২০৫০ সালের মধ্যে তারা দেশের প্রায় ২৫ লক্ষ বুনো বিড়াল নির্মূল করবে! এই বুনো বিড়ালগুলো সেখানকার স্থানীয় ও বিরল পাখি, বাদুড় এবং সরীসৃপ শিকার করে ধ্বংস করে দিচ্ছে। এই সিদ্ধান্ত সংরক্ষকদের জন্য একটা বড় পদক্ষেপ, কারণ নিউজিল্যান্ডের অনেক প্রাণী পৃথিবীর অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। নিউজিল্যান্ডের এই কঠোর সিদ্ধান্ত অন্য দেশগুলোকেও ভাবাচ্ছে, মানবসৃষ্ট শিকারির হাত থেকে প্রকৃতিকে বাঁচাতে কতটা কঠোর হওয়া দরকার।

ঐতিহ্যের আলো

প্রথম পাতার পর

এবার দীপাবলি হেরিটেজ তকমা পাওয়ায় উচ্ছ্বসিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'দীপাবলি ভারতের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। এই উৎসবকে আমি দেশের সভ্যতার আত্মা বলে মনে করি। আলো ও ন্যায়ের প্রতীক দীপাবলির ইউনেসকো'র তালিকায় অন্তর্ভুক্তি আন্তর্জাতিক স্তরে এর স্বীকৃতি ও জনপ্রিয়তা বাড়াবে।' কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও পর্যটনমন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত বলেছেন, 'এই সংবাদ প্রত্যেক ভারতীয়ের মনে আবেগঘন মুহূর্ত তৈরি করল। দীপাবলি কেবল উদযাপন নয়, বেঁচে থাকার এমন এক অনুভূতি যা ভারতীয়দের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে। এই স্বীকৃতি আমাদের ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব বাড়াল।'

ভাওয়াইয়া কমিটিতে মিতালির নাম নিয়ে চর্চা

ধূপগুড়ি, ১০ ডিসেম্বর : সরকারি অনুষ্ঠানের কার্ডে বিরোধী রাজনৈতিক দলের যে কোনও স্তরের জনপ্রতিনিধি অথবা নেতার নাম না ছাপা বর্তমানে অলিখিত রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর ঠিক উলটপুরাণ হিসেবে রাজ্য ভাওয়াইয়া প্রতিযোগিতার কমিটিতে স্থান দেওয়া হল প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক তথা বর্তমান জলপাইগুড়ি জেলার বিজেপির সাধারণ সম্পাদক মিতালি রায়কে। চলতি মাসের ৮ তারিখ রাজ্য অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দপ্তরের জারি করা নির্দেশিকা প্রকাশ্যে আসতেই রাজনৈতিক চর্চা চরমে ওঠে। এটা নিছকই ভুল, নাকি বিধানসভা নির্বাচনের মুখে ফের রাজবংশী নেত্রী মিতালিকে কাছে টানার তৃণমূলি কৌশল, তা নিয়ে জোড়াফুল এবং পদ্ম দুই শিবিরেই বিতর্ক তুঙ্গে।

চিতাবাঘের আতঙ্ক

প্রথম পাতার পর

তাঁর ভাইয়ের ওপর চিতাবাঘই হামলা চালিয়েছে। একই বক্তব্য, স্থানীয়দের আরও অনেকেরই।

মাথাভাঙ্গা-১ ব্লক এলাকা থেকে অন্তত ৩০ কিমি এলাকার মধ্যে বড় কোনও জঙ্গল নেই। সেক্ষেত্রে কোথা থেকে এমন হিংস্র জন্তু এল তা নিয়ে ধন্দ তৈরি হয়েছে। বৈরাগীরহাটের সাতগাছিতে চিতাবাঘের হামলার পর বন দপ্তরের কর্তারা বলেছিলেন, গোরুমারা বা জলদাপাড়ার জঙ্গল থেকে চিতাবাঘটি আসতে পারে। একইভাবে বড়দোলা এলাকায়ও চিতাবাঘ ঢুকে পড়া অস্বাভাবিক নয় বলে স্থানীয়দের অনেকেই মনে করছেন। সাতগাছিতে চিতাবাঘের হদিস মেলার পর থেকেই শিকারপুরের গাদলেরকুঠি, পচাগড় সহ ব্লকের নানা জায়গায় অজানা জন্তুর পায়ের ছাপে একাধিকবার আতঙ্ক ছড়িয়েছে। আর এদিন অজানা জন্তুর হামলায় এক ব্যক্তির গুরুতর জখম হওয়ার ঘটনা চিতাবাঘের আতঙ্ককেই জোরালো করে তুলল।

আজ এগিয়ে চলার পালা সূর্যকুমারদের

দ্বিতীয় টি২০ খেলতে নিউ চণ্ডীগড় পৌঁছে গেলেন সূর্যকুমার যাদব। বুধবার।

নিউ চণ্ডীগড়, ১০ ডিসেম্বর : রইল বাকি ৯!

অপেক্ষার প্রহর গোনা শুরু হয়েছে। তার সঙ্গে চলছে ভারতীয় দলের এগিয়ে চলার মিশনও।

যার শুরুটা গতরাতে হয়ে গিয়েছে। আগামী ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে দেশের মাটিতে টি২০ বিশ্বকাপ ভাবনায় ভারতীয় দলের সামনে ছিল মোট দশ ম্যাচ। কটক ম্যাচের পর সংখ্যাটা এখন নয়।

কটকে দক্ষিণ আফ্রিকাকে উড়িয়ে দিয়ে সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়ার পর এবার জয়ের ছন্দ ধরে রাখার চ্যালেঞ্জের সামনে টিম ইন্ডিয়া। সেই লক্ষ্য নিয়ে আজ দুই দলই নিউ চণ্ডীগড় পৌঁছে গিয়েছে। বৃহস্পতিবার সিরিজের দ্বিতীয় টি২০ ম্যাচ। সেই ম্যাচে নামার আগে টিম ইন্ডিয়ার অন্দরে যদি স্বস্তির নাম হয়ে থাকে অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া ও তাঁর ফর্ম। তাহলে উদ্বেগ হিসেবে রয়েছেন শুভমান গিল।

ইডেন গার্ডেন্স টেস্টের দ্বিতীয় দিনে ব্যাটিংয়ের সময় চোট পেয়েছিলেন ঘাড়ে। তারপর থেকেই শুভমান ছিলেন ক্রিকেটের বাইরে। গতরাতে কটকের বারাবাটি স্টেডিয়ামে তাঁর প্রত্যাবর্তন সুখের হয়নি। ২ বলে ৪ রান করেছিলেন ভারতীয় টেস্ট অধিনায়ক। তাঁর ব্যাটিং দেখে কখনই স্বাভাবিক ছন্দে রয়েছেন, এমনটা মনে হয়নি। আগামীকাল নিউ চণ্ডীগড়ের মুল্লানপুরের মাঠে ফের পরীক্ষার সামনে পড়তে হবে গিলকে। অভিষেক শর্মার সঙ্গে তিনিই শুরু করবেন ভারতীয় দলের ইনিংস। শুভমান ফের রান না পেলে তাঁকে নিয়ে দুশ্চিন্তা নিশ্চিতভাবেই বাড়বে টিম ইন্ডিয়ার।

আপাতত গিল দুশ্চিন্তার মেঘ ভারতীয় শিবিরে সেভাবে আনাগোনা শুরু করেনি। সৌজন্যে গতরাতের কটকের টি২০। যেখানে শুরুর ব্যাটারদের ব্যর্থতার পরও হার্দিকে কাঁধে চেপে ১৭৫ রানে পৌঁছে গিয়েছিল টিম ইন্ডিয়া। জবাবে রান তাড়া করতে নেমে অর্শদীপ সিং, জসপ্রীত বুমরাহ, বরুণ চক্রবর্তীদের দাপটের সামনে ৭৪ রানে শেষ হয়ে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা। টিম ইন্ডিয়ার মায়াবী বোলিংয়ের কোনও জবাব যে প্রোটিয়াদের কাছে ছিল না, গতরাতে ম্যাচ হারের পর সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে স্বীকার করে নিয়েছেন ব্যাটিং কোচ অ্যাশওয়েল প্রিন্স। তিনি বলেছেন, 'হার্দিক দুই দলের মধ্যে ফারাক গড়ে দিয়েছে ঠিকই। একইসঙ্গে ভারতীয় বোলারদের বিরুদ্ধে আমরা কোনও প্রতিরোধই গড়ে তুলতে পারিনি। আরও সচেতন হয়ে ব্যাটিং করতে হবে আমাদের।' টিম ইন্ডিয়ার অলরাউন্ডার হার্দিককেও প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন প্রোটিয়া ব্যাটিং কোচ। প্রিন্সের কথায়, 'হার্দিক অসাধারণ। গতরাতে চাপের মুখে একাই ভারতের রান এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল ও। হার্দিককে থামানোর পথ খুঁজে পাইনি আমরা।'

হার্দিক আবেগে ভাসছে ক্রিকেটমহলও। এশিয়া কাপের আসরে চোট পেয়েছিলেন ভারতীয় অলরাউন্ডার। সেই চোট সারিয়ে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-তে বরোদার হয়ে ফিরেই চমক দিয়েছিলেন তিনি। আন্তর্জাতিক আঙিনাতেও একই ছবি হার্দিকের ক্রিকেটে। অলরাউন্ডার হার্দিকের উপস্থিতি যে টিম ইন্ডিয়ার ভারসাম্য অনেক ভালো করে দেয়, সেটা সবারই জানা। কটকে সেটা নতুনভাবে প্রমাণ হয়েছে। হার্দিকের পারফরমেন্স দেখে আবেগে ভেসেছেন তাঁর বান্ধবী মাহেইকা শর্মাও। হার্দিককে 'মাই হিরো' ও 'কিং' বলে আখ্যা দিয়েছেন তিনি।

চলতি টি২০ সিরিজে দক্ষিণ আফ্রিকা কীভাবে ঘুরে দাঁড়াবে, আদৌ পারবে কিনা-সময় তার জবাব দেবে। তার আগে ক্রিকেটমহলের নজরে এখন নিউ চণ্ডীগড়ের মুল্লানপুরের মাঠ। যেখানে আগামীকাল পুরুষদের ক্রিকেটে প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ হতে চলেছে। মুল্লানপুরের মাঠে অতীতে মহিলাদের আন্তর্জাতিক ম্যাচ হলেও পুরুষদের প্রথম ম্যাচকে কেন্দ্র করে রীতিমতো উৎসবের আবহ রয়েছে। সঙ্গে দুই দলের জন্যই রয়েছে শিশির আতঙ্কও। কটকের তুলনায় নিউ চণ্ডীগড়ে ঠান্ডার প্রকোপও অনেক বেশি। সন্ধ্যা থেকে রাতের দিকে নিয়ম করে শিশিরও পড়ছে। দুই দলের বোলাররা কীভাবে শিশিরের মোকাবিলা করবেন, তার মধ্যেই ম্যাচের ভাগ্য লুকিয়ে থাকবে বলে মনে করা হচ্ছে।

মুল্লানপুরের মাঠে সিরিজের দ্বিতীয় টি২০ ম্যাচ খেলতে নামার আগে টিম ইন্ডিয়ার জন্য বাড়তি সুবিধাও থাকছে। প্রথম একাদশের প্রায় সব ক্রিকেটারই আইপিএলের সুবাদে এই মাঠে খেলেছেন। ফলে পিচের চরিত্র থেকে শুরু করে রাতের শিশির সম্পর্কে ভালোরকম ধারণা রয়েছে সূর্যকুমার যাদবদের। তাছাড়া ঘরোয়া ক্রিকেটের সুবাদে টিম ইন্ডিয়ার তিন 'পাঞ্জাব কা পুত্তর' গিল-অর্শদীপ-অভিষেকরা মুল্লানপুরের মাঠ সম্পর্কে ভালোরকম ওয়াকিবহাল। ফলে অর্শদীপদের অভিজ্ঞতা ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের এক্স ফ্যাক্টর হতে চলেছে নিশ্চিতভাবেই। কটক থেকে একই বিমানে আজ দুই দলই একসঙ্গে নিউ চণ্ডীগড় পৌঁছে গিয়েছে। কোনও দলেরই আজ অনুশীলন ছিল না। যদিও দুই দল নিউ চণ্ডীগড়ে পৌঁছে যাওয়ার পর সেখানে সিরিজের দ্বিতীয় টি২০ ম্যাচকে কেন্দ্র করে আবেগের বিস্ফোরণ ঘটেছে বলে খবর। টিকিটের ভালোরকম চাহিদাও রয়েছে।

শুভমানের ফর্ম নিয়ে উদ্বেগ

বুধবার দ্বিতীয় টি২০-তে শুভমান গিলের থেকে বড় রানের আশায় ভারত।

ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা

দ্বিতীয় টি২০ আজ

সময় : সন্ধ্যা ৭টা
স্থান : নিউ চণ্ডীগড়
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

শীর্ষেই রোহিত, ধাওয়া বিরাটের

দুবাই, ১০ ডিসেম্বর : ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপে কি বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাকে দেখা যাবে?

কোটি টাকার প্রশ্ন। প্রশ্নটাকে ঘিরে বিতর্কও তুঙ্গে। দুই তারকাকে নিয়ে টিম ম্যানেজমেন্ট, নির্বাচক কমিটির 'শীতল' অবস্থান বিতর্কে ঘি ঢালছে, রোকোর বিশ্বকাপ ভবিষ্যৎ ঘিরে অনিশ্চয়তা বাড়াচ্ছে। যদিও বাইশ গজের পারফরমেন্সে ঠিক বিপরীত ছবি। সতীর্থদের সামগ্রিক ব্যর্থতা ঢেকে সাফল্যের ভিত গড়ে দিচ্ছেন অভিজ্ঞ দুই তারকাই।

বিরাট, রোহিতের ধারাবাহিক সাফল্যের প্রতিফলন আইসিসি ওডিআই ব্যাটারদের র‍্যাংকিংয়েও। বেশ কিছুদিন ধরেই শীর্ষস্থানে রয়েছেন হিটম্যান। আজ প্রকাশিত ক্রমতালিকাতেও সেই অবস্থান অটুট রোহিতের। তবে কতদিন, সেই প্রশ্নটাই উসকে দিচ্ছেন স্বয়ং বিরাট! অস্ট্রেলিয়া সফরে প্রথম দুই ম্যাচে রানের খাতা খুলতে পারেননি। কিন্তু পরবর্তী চার ম্যাচে আক্ষেপটা কড়ায় গন্ডায় মিটিয়ে নিয়েছেন।

দ্রুত এগোচ্ছেন কুলদীপও

টানা চার ম্যাচে পঞ্চাশ প্লাস স্কোর। যার মধ্যে দুইটিতে আবার তিন অঙ্কের স্কোর। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের সিরিজে ১৫১ ব্যাটিং গড়ে করেছেন ৩০২ রান। সিরিজের সেরাও নির্বাচিত হন কিং কোহলি। দুরন্ত যে সাফল্যের সুবাদে চার থেকে এক লাফে দ্বিতীয় স্থানে পৌঁছে গিয়েছেন। পিছনে ফেলছেন নিউজিল্যান্ডের ড্যারিল মিচেল ও আফগানিস্তানের ইব্রাহিম জাদরানকে। নতুন বছরে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজে সুযোগ থাকবে রোহিতকে টপকে সিংহাসন দখলেরও।

শীর্ষস্থানে থাকা রোহিত ৭৮১ পয়েন্টে রয়েছেন। সতীর্থের থেকে বিরাট (৭৭৩) মাত্র ৮ পয়েন্টে পিছিয়ে। একটা বড় ইনিংসে যে ব্যবধান মুছে যেতে পারে। বিরাটের উত্থানের জেরে মিচেল ও জাদরান যথাক্রমে একধাপ পিছিয়ে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে আছেন। ২০২১ সালের মার্চে শেষবার ওডিআই ব্যাটিংয়ে শীর্ষস্থানে ছিলেন বিরাট। পাকিস্তানের বাবর আজমের কাছে যে স্থান হারান। পাঁচে রোহিতের হাত থেকে সদ্য নেতৃত্ব পাওয়া শুভমান গিল (৭২৩ পয়েন্ট)। চোটের জন্য মাঠের বাইরে থাকা শ্রেয়স আইয়ারও সেরা দশে জায়গা ধরে রেখেছেন। ৬৭৯ পয়েন্ট নিয়ে দশম স্থানে শ্রেয়স।

বোলিং বিভাগে দ্রুত এগোচ্ছেন কুলদীপ যাদব। তিন ধাপ এগিয়ে তৃতীয় স্থানে উত্তরণ ঘটেছে ভারতীয় রিস্ট স্পিনারের। সামনে শুধু আফগানিস্তানের রশিদ খান ও ইংল্যান্ডের জোফ্রা আর্চার। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজে সর্বাধিক ৯টি উইকেট নেন কুলদীপ। ইকনমি রেট ৬.২৩। সিরিজের নির্ণায়ক ম্যাচে ১০ ওভারে ৪১ রান নিয়ে ৪ উইকেট পেয়েছিলেন। সুফল আইসিসি ক্রমতালিকায়। অলরাউন্ডারদের কোটায় শীর্ষে আফগানিস্তানের আজমাতুল্লাহ ওমরজাই। পরবর্তী তিন স্থানে যথাক্রমে সিকান্দার রাজা (জিম্বাবোয়ে), মহম্মদ নবি (আফগানিস্তান) ও মেহেদি হাসান মিরাজ (বাংলাদেশ)।

অখণ্ড অবসর। ছুটির মেজাজে রোহিত শর্মা। বুধবার মুম্বইয়ে।

সঞ্জু দাদার মতো : জিতেশ

চণ্ডীগড়, ১০ ডিসেম্বর : গৌতম গম্ভীরের গুডবুকে ছিলেন একসময়।

গম্ভীর জমানায় শুরুর দিকে একাধিক টি২০ শতরানে মন জিতে নিয়েছিলেন নতুন হেডকোচের। যদিও কয়েক মাস কাটতে না কাটতে ছবিটা ক্রমশ বদলাচ্ছে। টিম কম্বিনেশনের যুক্তিতে দলে অনিয়মিত হয়ে পড়েছেন সঞ্জু স্যামসন। জিতেশ শর্মার মতো নতুনরা অগ্রাধিকার পাচ্ছেন!

কটকে অনুষ্ঠিত টি২০ সিরিজের উদ্বোধনী ম্যাচে সঞ্জু নয়, জিতেশকে খেলানো হয়েছে। সুযোগ কাজে লাগাতে ভুলচুক করেননি জিতেশ। ডেথ ওভারে নেমে খুব বেশি বল পাননি। তবে উইকেটকিপারের দায়িত্বে জিতেশের পারফরমেন্স প্রশংসা কুড়িয়ে নিয়েছে। প্রাক্তনদের অনেকের মতে, যা সঞ্জুর কেরিয়ারে আরও অনিশ্চয়তা তৈরি করবে।

'দলে আমার ভূমিকা কী জানি'

ক্রিকেটমহল যখন এহেন তর্জায় সরগরম, তখন সিনিয়ার সতীর্থ সম্পর্কে আবেগ ঝরে পড়ল জিতেশের। জানান, সঞ্জু স্যামসন তাঁর বড় ভাইয়ের মতো। দাদার মতোই সম্মান করেন। দুজনেই উন্নতির লক্ষ্যে পরিশ্রম করছেন। জিতেশ বলেছেন, 'আমার সৌভাগ্য এই ভারতীয় দলে সঞ্জুভাইকে পেয়েছি। সত্যি কথা বলতে ও আমার দাদার মতো। আর যখন সুস্থ প্রতিযোগিতা থাকে দলের মধ্যে, তখন সেরাটা বেরিয়ে আসে। দলের জন্য যা ভালো।'

ভারতীয় ক্রিকেটের গভীরতার কথা তুলে জিতেশ আরও বলেছেন, 'ভারতীয় দলে প্রতিভার ছড়াছড়ি। যার প্রভাব ক্রিকেটারদের ওপরও পড়ছে। এই ম্যাচে সঞ্জুভাই সুযোগ পায়নি। আমি খেলেছি। ও গ্রেট প্লেয়ার। সেরাদের অন্যতম। ওর মতো ক্রিকেটারের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হলে নিজের খেলাকে সেই উচ্চতায় নিয়ে যেতে হবে। আমাকে যা সেরা খেলাটা তুলে আনতে সাহায্য করবে।'

প্রতিযোগিতা থাকলেও সম্পর্কে বিন্দুমাত্র প্রভাব পড়েনি। সবসময় নিজেদের মধ্যে মত বিনিময় করেন। সিনিয়ার হিসেবে সঞ্জুও তাঁর অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেন। জিতেশের কথায়, 'আমাদের দুজনের মূল লক্ষ্য দেশের প্রতিনিধিত্ব করা, অন্য কোনও টিমে খেলা নয়। আমরা দুজন ভাইয়ের মতো। নিজেদের মতো মত বিনিময় করি। ব্যাটিং হোক বা উইকেটকিপিং, সবকিছু নিয়ে অনেক সাহায্য পাই ওর থেকে।'

বছর ঘুরলেই ঘরের মাঠে টি২০ বিশ্বকাপ। ভারতীয় দলে নিজের জায়গা পাকা করে নেওয়া টার্গেট বলার অপেক্ষা রাখে না। আত্মবিশ্বাসী জিতেশ জানান, অস্ট্রেলিয়া সফরের পর সেই অর্থে বিশ্রাম পাননি। দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের আগে এমার্জিং এশিয়া কাপ খেলেছেন। পাশাপাশি ভারতীয় দলে নিজের ভূমিকা সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল। গত ২-৩ বছর আইপিএলে ফিনিশারের ভূমিকা সফলভাবে পালন করেছেন, যা তাঁর অস্ত্র। প্র্যাকটিসে ঘাম ঝরাচ্ছেন। ভুলত্রুটি শুধরে নিতে পরিশ্রম করছেন। আশাবাদী দলের দাবি মেটাতে সক্ষম হবেন।

উইকেটের পিছনে গ্লাভস হাতে জিতেশ শর্মার পারফরমেন্স চাপ বাড়াচ্ছে সঞ্জু স্যামসনের উপর।

> ভারতীয় দলে প্রতিভার ছড়াছড়ি। যার প্রভাব ক্রিকেটারদের ওপরও পড়ছে। এই ম্যাচে সঞ্জুভাই সুযোগ পায়নি। আমি খেলেছি। ও গ্রেট প্লেয়ার। সেরাদের অন্যতম। ওর মতো ক্রিকেটারের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হলে নিজের খেলাকে সেই উচ্চতায় নিয়ে যেতে হবে। আমাকে যা সেরা খেলাটা তুলে আনতে সাহায্য করবে। -জিতেশ শর্মা

ডিনার টেবিলেও সুইপ!

১৫ বছর পর 'ঋণ' শোধ করেছিলেন শচীন

মুম্বই, ১০ ডিসেম্বর : কথা দিয়েছিলেন। কথা রেখেওছিলেন। অবশ্য মাঝে দেড় দশক পার! গুরুশরণ সিংকে নিয়ে এমনই মজার গল্প শুনিয়েছেন শচীন তেন্ডুলকার। শুধু কথা রাখা নয়, শোধ করেছিলেন গুরুশরণের ঋণও। ইরানি ট্রফির ম্যাচ। অবশিষ্ট ভারতীয় একাদশের হয়ে খেলছিলেন শচীন। জাতীয় দলে ডাক পাওয়ার ক্ষেত্রে যে ম্যাচ কার্যত 'অ্যাসিড টেস্ট' ছিল। দলের নবম উইকেট যখন পড়ে, শচীন ৮৫ রানে খেলছিলেন।

তরুণ সতীর্থের শতরান পূরণের জন্য ভাঙা হাত নিয়ে নেমেছিলেন গুরুশরণ। শেষপর্যন্ত শচীন সেঞ্চুরি করেন এবং পরপর জাতীয় দলে ডাক। ১৯৯০ সালের নিউজিল্যান্ড সফরে ভারতীয় দলে ছিলেন গুরুশরণও।

ফর্মুলা ওয়ানে প্রথমবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন ইংল্যান্ডের ল্যান্ডো নরিস। তাঁকে অভিনন্দন জানালেন শচীন তেন্ডুলকার।

শচীন তখন কথা দিয়েছিলেন, গুরুশরণের বেনেফিট ম্যাচে খেলবেন। দেড় দশক পর ২০০৫ সালে সেই বেনিফিট ম্যাচ হয়। যেখানে সতীর্থের ডাকে সাড়া দিয়ে মাঠে নেমেছিলেন ততদিনে কিংবদন্তি হয়ে যাওয়া মাস্টার ব্লাস্টার।

গতকাল মুম্বইয়ের এক অনুষ্ঠানে সেই স্মৃতিরোমন্থন করে শচীন বলেছেন, 'জাতীয় দলে ডাক পাওয়ার ক্ষেত্রে ওটা কার্যত ট্রায়াল ম্যাচ ছিল। গুরুশরণ ভাঙা হাত নিয়ে খেলে আমাকে সেঞ্চুরি করতে সাহায্য করেছিলেন। ওর যে প্রচেষ্টা আমার হৃদয় ছুঁয়ে গিয়েছিল। পরে জাতীয় দলে ডাক পাই। ওকে জাতীয় দলের সতীর্থ হিসেবে পেয়েছি।'

শচীন আরও বলেছেন, 'ওইসময় অবসরপ্রাপ্ত ক্রিকেটারদের বেনিফিট ম্যাচ হত। নিউজিল্যান্ড সফরের সময় গুশিকে (গুরুশরণ সিং) বলেছিলাম, তুমি যখন অবসর নেবে, তোমার বেনিফিট ম্যাচ হবে আমি খেলব। ১৫ বছর পর ফোন করে আমাকে বেনিফিট ম্যাচের কথা বলে। খেলেছিলাম আমি। পুরোনো সেই স্মৃতি এখনও আমার কাছে তরতাজা। গর্বের সঙ্গে বলতে পারি, কথা দিয়ে কথা রেখেছিলাম।'

এদিকে, নভজ্যোৎ সিং সিধু আবার শচীনকে নিয়ে অন্য মজার গল্প শুনিয়েছেন। স্পিন-দুর্বলতা কাটাতে নাকি ডিনার টেবিলেও সুইপ করতেন মাস্টার ব্লাস্টার! প্রাক্তন ওপেনার সিধু বলেছেন, 'শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টেস্ট। সনৎ জয়সূর্য লেগসাইডে একনাগাড়ে বল করে যাচ্ছিল শচীনকে। ও তখন সুইপ মারত না। পুল করতে গিয়ে আউট হয়। হতাশায় সবাই টিমবাসে উঠে পড়লেও শচীন ঠাঁই সাজঘরে! ওকে ডেকে ব্যাপারটা হালকা করি।'

শচীন যদিও বিষয়টিকে হালকাভাবে নেননি। নেটে ১০ জন বাঁহাতি স্পিনারকে ডেকে নিয়ে সকাল সাতটা থেকে একটানা সুইপ শট প্র্যাকটিস। সিধুর কথায়, 'এর আগে কখনও সুইপ করতে দেখিনি ওকে। সারাক্ষণ সুইপ করে গেল। এমনকি ডিনার টেবিলেও! কাটা চামচ নিয়েও সুইপ করছিল শচীন! আমাদের সঙ্গে সঞ্জয় মঞ্জরেকার, অজয় জাদেজাও ছিল। প্রত্যেকেই অবাক। আসলে স্বপ্ন দেখলেই শুধু হয় না, তা সফল করার তাগিদ থাকা দরকার। শচীন সবার কাছে এই ব্যাপারে উদাহরণস্বরূপ।'

আইয়ারের প্রশংসায় নায়ার

মুম্বই, ১০ ডিসেম্বর : পরিকল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে। কীভাবে, কোন ক্রিকেটারকে নিলামের আসরে টার্গেট করা হবে, আইপিএলের দশ ফ্র্যাঞ্চাইজি দলের শীর্ষকর্তারাই এখন সেই আলোচনায় ডুবে।

এমন অবস্থার মধ্যে আজ কলকাতা নাইট রাইডার্স ও পাঞ্জাব কিংস, দুই ফ্র্যাঞ্চাইজি দলের অন্দরের দুই ধরনের ভাবনার কথা সামনে এসেছে। শেষ আইপিএল নিলামে ২৩.৭৫ কোটি টাকার বিনিময়ে ভেঙ্কটেশ আইয়ারকে দলে নিয়েছিল কেকেআর। তাঁকে দলের সহ অধিনায়কের দায়িত্বও দেওয়া হয়েছিল। বাস্তবে আইপিএলের আসরে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিলেন আইয়ার। প্রতিযোগিতার মাঝেই তাঁকে প্রথম একাদশ থেকে বসিয়েও দেওয়া হয়েছিল।

নিলামে হয়তো নেই পন্টিং

পরবর্তী সময়ে আইয়ারকে রিটেইন করেনি শাহরুখ খানের দল। ফের নিলামে উঠতে চলেছেন ভেঙ্কটেশ। কোন দল তাঁকে নেবে, সময় তার জবাব দেবে। তার আগে আজ মুম্বইয়ে এক অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে কেকেআরের নতুন কোচ অভিষেক নায়ারের গলায় আইয়ারকে নিয়ে শোনা গিয়েছে আগামীর বার্তা। কেকেআর কোচ অভিষেক বলেছেন, 'ভেঙ্কটেশ দুর্দান্ত প্রতিভা। ওর মধ্যে একটা অদ্ভুত সাহস রয়েছে। সেই সাহসের কারণেই একসময় ওকে কেকেআরে নেওয়া হয়েছিল। ওর মানসিকতা বরাবরই ছিল বাকিদের চেয়ে আলাদা। ভেঙ্কটেশের ভবিষ্যতের জন্য শুভেচ্ছা রইল।'

একদিকে নাইট সংসারে যখন আইয়ারের প্রশংসায় মজেছেন কোচ নায়ার। তখন পাঞ্জাবের অন্দরের ছবিটা আবার আলাদা। ১৬ ডিসেম্বর আবু ধাবিতে ২০২৬ সালের আইপিএল নিলামের আসরে পাঞ্জাব অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার থাকলেও কোচ রিকি পন্টিং হয়তো থাকছেন না। জানা গিয়েছে, ব্যক্তিগত কারণে তিনি নিলামের সময় অস্ট্রেলিয়াতেই থাকবেন। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে নিলাম নিয়ে তাঁর সতীর্থদের সঙ্গে আলোচনা সেরে নেবেন পন্টিং।

চোট সারিয়ে অ্যাডিলেডে প্রত্যাবর্তন কামিন্সের

অ্যাডিলেড, ১০ ডিসেম্বর : প্রত্যাশা ছিল। অন্যথা হল না।

অ্যাডিলেড টেস্টের দলে ফিরলেন প্যাট কামিন্স। প্রথম দুই টেস্টে খেলতে পারেননি। পরিবর্তে নেতৃত্ব দেন স্টিভেন স্মিথ। দুই টেস্টেই ইংল্যান্ডকে হারিয়ে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে ক্যাঙারু ব্রিগেড। ১৭ ডিসেম্বর শুরু তৃতীয় টেস্ট। জয়ের হ্যাটট্রিকে সিরিজ নিশ্চিত করে ফেলতে বদ্ধপরিকর অস্ট্রেলিয়া। লক্ষ্যপূরণের দৈরথে নিয়মিত অধিনায়ক কামিন্সের প্রত্যাবর্তন অজিদের শক্তি অনেকটাই বাড়িয়ে দিল।

গত জুলাইয়ে শেষবার অস্ট্রেলিয়ার হয়ে খেলেছেন কামিন্স। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তৃতীয় টেস্টের পর থেকে পিঠের চোটে মাঠের বাইরে ছিটকে যান। লম্বা কামিন্সের প্রত্যাবর্তনটুকু সরিয়ে রাখলে জর্জ বেইলিদের নির্বাচিত দলে সেই অর্থে কোনও চমক নেই। থাকার কথাও ছিল না।

প্রথম দুই টেস্টে ব্যাটে-বলে দাপট

তৃতীয় টেস্টের জন্য অস্ট্রেলিয়া স্কোয়াড ঘোষণা

প্রতীক্ষার পর অবশেষে প্রত্যাবর্তন। কামিন্সের প্রত্যাবর্তনে কোপ পড়েছে সিন অ্যাবটের ওপর। হাতে প্রায় সপ্তাহখানেক থাকলেও এদিনই অ্যাডিলেড টেস্টের ১৫ জনের দল ঘোষণা করল অস্ট্রেলিয়া। দেখানোর পর অযথা কাটাছেঁড়ার পথে হাঁটেনি অজি নির্বাচক কমিটি। টানাপোড়েন থাকলেও অভিজ্ঞ ওপেনার উসমান খোয়াজা তাঁর জায়গা ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছেন। তবে খোয়াজার অনুপস্থিতিতে ব্রিসবেন টেস্টে নতুন ওপেনার জেক ওয়েদারাল্ড সাফল্য পাওয়ার ফলে ওপেনিংয়ে নতুন বিকল্প ঘুরপাক খাচ্ছে অজি সাজঘরে। অ্যাডিলেড টেস্টে ফের ওয়েদারাল্ড অগ্রাধিকার পেলে বলার কিছু থাকবে না।

অলরাউন্ডার বিউ ওয়েবস্টার ও নাথান লায়োন ব্রিসবেন একাদশে জায়গা না পেলেও পরবর্তী টেস্টের দলে রয়েছেন। স্পিন তারকা লায়োনের বাদ পড়া নিয়ে গত কয়েকদিন ধরে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। হতাশা গোপন করেননি স্বয়ং লায়োনও। সতীর্থের অভিমান মেটাতে হাল ধরতে হয়েছে গত দুই টেস্টের 'স্টপগ্যাপ অধিনায়ক' স্মিথকেও। অ্যাডিলেড তুলনায় স্পিন সহায়ক। সেক্ষেত্রে পেস ব্রিগেডে কাটছাঁট করে প্রথম এগারোয় লায়োনের প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল।

অ্যাডিলেড টেস্টের স্কোয়াড : প্যাট কামিন্স (অধিনায়ক), স্টিভেন স্মিথ, স্কট বোল্যান্ড, অ্যালেক্স ক্যারি, ব্রেন্ডন ডগেট, ক্যামেরন গ্রিন, ট্রাভিস হেড, জোশ ইনগ্লিস, উসমান খোয়াজা, মার্নাস লাবুশেন, নাথান লায়োন, মাইকেল নেসের, মিচেল স্টার্ক, জেক ওয়েদারাল্ড ও বিউ ওয়েবস্টার।

জিম সেশনে প্যাট কামিন্স।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ ক্রীশঙ্ক (ক্রীশ) : আজ তোমার তৃতীয় জন্মবার্ষিকীতে আমাদের প্রাণভরা ভালোবাসা, আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা। তুমি সুস্থ থাকো, ভালো থাকো ও বড় মানুষ হও। **তোমার বাবা শরৎ চন্দ্র সরকার, মাতা স্বর্গীয় ডায়নামিকা রায় সরকারের ঐশ্বরিক আশীর্বাদ, দাদা আহান, অভীক, চঞ্চল, পিকলু, জয়দীপ, দিদি মুন, অনন্যা, তাতা, তাতি, পিপি, মিমি মেসো, জ্যাঠু-জ্যাঠি, বম্মা, দাদু, শুভাকাঙ্ক্ষী।** শান্তিনিকেতন, শুশ্রুতনগর, শিলিগুড়ি।

পিছিয়ে পড়েও জয়ী বার্সেলোনা

ফলাফল

বায়ার্ন মিউনিখ ৩-০ স্পোর্টিং লিসবন
আটালান্টা ২-০ চেলসি
বার্সেলোনা ২-১ এইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্ট
ইন্টার মিলান ০-১ লিভারপুল
টটেনহাম হটস্পার ৩-০ স্লাভিয়া প্রাহা
পিএসভি আইন্দহোভেন ২-৩ অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ
মোনাকো ১-০ গালাতাসারে
ইউনিয়ন সেন্ট গিল্লোইসে ২-৩ মার্সেই
কাইরাত এফসি ০-১ অলিম্পিয়াকোস

চেলসিকে হারিয়ে চমক আটালান্টার ■ স্বস্তির জয় লিভারপুলের

বার্সেলোনা ও মিলান, ১০ ডিসেম্বর : প্রথমার্ধে গোল হজম। দ্বিতীয়ার্ধে তিন মিনিটের ব্যবধানে জুলেস কুন্দের দুই গোল। এইনট্রাখট ফ্র্যাঙ্কফুর্টকে হারিয়ে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে জয়ের সরণিতে ফিরল বার্সেলোনা। অন্যদিকে, মহম্মদ সালাহকে ঘিরে বিতর্কের মাঝে স্বস্তির জয় পেল লিভারপুল। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের মঞ্চে চেলসিকে হারিয়ে চমক দিল আটালান্টা।

লা লিগায় দারুণ ছন্দে। তবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে পরপর দুই ম্যাচে জয় অধরা। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার ফ্র্যাঙ্কফুর্টের বিরুদ্ধে মাঠে নেমেছিল কাতালান জায়েন্টরা। সেই ম্যাচে জার্মানির ক্লাবটিকে ২-১ গোলে হারাল বার্সা। ম্যাচের শুরু থেকে দাপট ছিল বার্সেলোনার। ২১ মিনিটে গতির বিপরীতে গিয়ে এক গোল দেয় ফ্র্যাঙ্কফুর্ট। দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচে ফিরল হ্যান্সি ফ্লিকের দল। তবে স্ট্রাইকাররা গোল পেলেন না। ৫০ ও ৫৩ মিনিটে পরপর দুটি গোল করেন কুন্দে। প্রথম গোলটির অ্যাসিস্ট মার্কাস র‍্যাশফোর্ডের। দ্বিতীয় গোলে অবদান লামিনে ইয়ামালের।

> ভুল সবাই করে। তবে সেই ফুটবলারকেই ভাবতে হবে যে সে কী ভুল করেছে। সেই তাগিদটা তাহলে কার দিক থেকে থাকা উচিত?
>
> **আর্নে স্লট, লিভারপুলের কোচ**
> (মহম্মদ সালাহর ক্লাব ছাড়ার জল্পনা প্রসঙ্গে)

এদিকে, গত কয়েকদিন ধরেই সালাহ বিতর্কে বিদ্ধ লিভারপুল। শোনা যাচ্ছে, শীঘ্রই অ্যানফিল্ডের ক্লাব ছাড়বেন মিশরীয় তারকা। শুধু তাই নয়, প্রিমিয়ার লিগেও ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে লিভারপুল। এরই মাঝে সান সিরোতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচে ইন্টার মিলানের বিপক্ষে স্বস্তির জয়। ম্যাচের শেষ মুহূর্তে পেনাল্টি থেকে গোল। স্পটকিকে লক্ষ্যভেদ করেন ডমিনিক সোবোসলাই। তাতেই ইন্টারকে ১-০ গোলে হারাল লিভারপুল।

ম্যাচ শেষে সালাহকে ঘিরে গৃহযুদ্ধের প্রসঙ্গে লিভারপুল কোচ আর্নে স্লট জানালেন, মিশরীয় তারকার জন্য অ্যানফিল্ডের দরজা খোলা। সালাহর নাম না করেই তিনি বলেছেন, 'ভুল সবাই করে। তবে সেই ফুটবলারকেই ভাবতে হবে যে সে কী ভুল করেছে। সেই তাগিদটা তাহলে কার দিক থেকে থাকা উচিত?' প্রশ্ন ছুড়ে দেন স্লট।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আগের ম্যাচে বার্সেলোনার বিপক্ষে দারুণ জয় পেয়েছিল চেলসি। সেই চেলসি এবার ২-১ গোলে হারল আটালান্টার কাছে। ইতালিয়ান ক্লাবটির বিপক্ষে তাদের মাঠে শুরুতে এগিয়ে যায় চেলসি। ২৫ মিনিটে গোল করেন জোয়াও পেদ্রো। দ্বিতীয়ার্ধে দুই গোল হজম করে ম্যাচ হাতছাড়া করে চেলসি। অন্য ম্যাচে স্পোর্টিং লিসবনকে ৩-১ গোলে হারাল বায়ার্ন মিউনিখ।

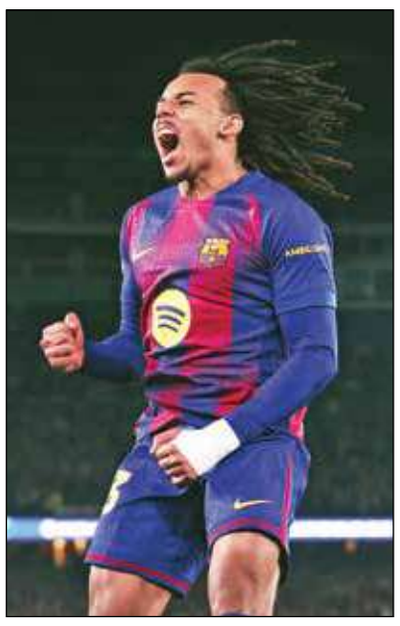

লিভারপুলকে জিতিয়ে শূন্যে লাফ ডমিনিক সোবোসলাইয়ের (বাঁয়ে)। গোলের পর হুংকার বার্সেলোনার জুলেস কুন্দের। মঙ্গলবার রাতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে।

৫ উইকেট অঙ্কুশের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১০ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের কম্বাইন্ড ইঞ্জিনিয়ার ও রবিন পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে বুধবার মিলনপল্লি স্পোর্টিং ক্লাব ৮ উইকেটে রামকৃষ্ণ ব্যায়াম শিক্ষা সংঘকে হারিয়েছে। তরাই স্কুল মাঠে প্রথমে রামকৃষ্ণ ২৮.৪ ওভারে ৯০ রানে গুটিয়ে যায়। সঞ্জিত সাহানি ২৬ ও আকাশ সরকার ২৪ রান করেন। ম্যাচের সেরা অঙ্কুশ যাদব ১১ রানে পেয়েছেন ৫ উইকেট। ভালো বোলিং করেন সুদীপ সিংহও (৭/২)। জবাবে মিলনপল্লি ২৮.৩ ওভারে ২ উইকেটে ৯১ রান তুলে নেয়। আনন্দ প্রসাদ ৫১ ও অরুণাভ সরকার ১৭ রান করেন। বৃহস্পতিবার খেলবে নরেন্দ্রনাথ ক্লাব ও এনআরআই।

বার্ষিক সভায় পাশ না হলে কনসোর্টিয়ামও সম্ভব নয়

ক্লাব সিইও-দের চিঠি ফেডারেশন সহ সচিবের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ ডিসেম্বর : শেষপর্যন্ত আদৌ কি হবে ইন্ডিয়ান সুপার লিগ বা দেশের শীর্ষ লিগ? পরিস্থিতি যেদিকে গড়াচ্ছে তাতে 'সময় বহিয়া যায় নদীর স্রোতের প্রায়,' কিন্তু মেলে না কোনও সমাধানসূত্র।

যখন মনে হচ্ছিল, শীর্ষ আদালতের রায়ের পরই হয়তো খুলে যাবে ইন্ডিয়ান সুপার লিগ করার দরজা। কিন্তু এদিন অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের সহ মহাসচিব এম সত্যনারায়ণনের ক্লাব সিইও-দের কাছে পাঠানো চিঠি কিন্তু নতুন করে আশঙ্কার জন্ম দিয়ে গেল। ফেডারেশন সভাপতিকেও সিসি করা হয়েছে এই চিঠি। এর আগে ক্লাব সিইও-রা গত ৫ ডিসেম্বর কল্যাণ চৌবেকে একটি চিঠি দেন। যা এফসি গোয়ার রবি পুষ্করের ই-মেল থেকে গেলেও স্বাক্ষর ছিল বাকি সব ক্লাব সিইও-দের। নতুন বিপণন সঙ্গী নেওয়ার বিষয়গুলি পয়েন্ট ধরে ধরে এই চিঠিতে নমনীয় ও শিথিলতা দেখানোর কথা লেখা হয়। একইসঙ্গে ক্লাবজোটের প্রস্তাব ছিল, এই মরশুমে স্বল্পমেয়াদি পদক্ষেপ হিসাবে ক্লাবগুলি নিজেদের মধ্যে কনসোর্টিয়াম করে লিগ পরিচালনার দায়িত্ব নেবে। এদিন সত্যনারায়ণন তাঁর চিঠিতে পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, এআইএফএফের বার্ষিক সাধারণ সভায় পাশ না করিয়ে এই কনসোর্টিয়াম করে লিগ শুরু করা সম্ভব নয়। তিনি এদিন লেখেন, 'আপনাদের যে ১২টা পয়েন্ট ছিল তার কিছু পরস্পর বিরোধী, কিছু বিষয় এখনও আদালতের অধীন এবং কিছু সংবিধান অনুযায়ী সম্ভবই নয়।' তাই এইসব পয়েন্ট সরিয়ে রেখে তিনি দ্রুত সমাধানসূত্র বের করার জন্য অনুরোধ রেখেছেন। গত ১০-১৫ বছর ধরে ক্লাবগুলি যে টাকা লগ্নি করেছে ভারতীয় ফুটবলের উন্নতির জন্য, তা যাতে নষ্ট না হয় সেই বিষয়ে সময় নষ্ট না করে পদক্ষেপ গ্রহণের কথা লেখেন সত্যনারায়ণন। তাঁর চিঠির বক্তব্য, 'আমি একমত যে দীর্ঘমেয়াদি সমাধান প্রয়োজন। একইসঙ্গে দ্রুত লিগ চালু থাকাটা জরুরি ফুটবলের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য। এআইএফএফ এই বিষয়ে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করছে নতুন দরপত্রের জন্য। কিন্তু এই সমাধানসূত্র রাতারাতি সম্ভব নয়।'

সবশেষে তিনি আসল কথা লেখেন যে, ক্লাবজোট ও ফেডারেশনের কনসোর্টিয়ামের পক্ষে তখনই লিগ চালানো সম্ভব যখন এআইএফএফ কার্যনির্বাহী কমিটি ও এআইএফএফ বার্ষিক সাধারণ সভায় বিষয়টি পাশ না করিয়ে কাজ শুরু করা সম্ভব নয় সংবিধান অনুযায়ী। ২০ ডিসেম্বর বার্ষিক সাধারণ সভার পরেই একযোগে লিগ শুরু করা সম্ভব হবে। তাই দ্রুত ক্লাব প্রতিনিধিদের সঙ্গে একটি সভা করে এই বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছানোর পরই তা বার্ষিক সাধারণ সভায় পেশ করা সম্ভব হবে বলে তিনি জানান। তাই দ্রুত একটি সভা করার আর্জি জানানো হয়েছে ক্লাব প্রতিনিধিদের কাছে। অর্থাৎ শীর্ষ আদালত যাই বলুক, বার্ষিক সাধারণ সভা না হলে লিগ শুরু করার বিষয়ে কোনও কাজেই এগোনো সম্ভব হবে না ক্লাব জোটের পক্ষেও। ফলে জানুয়ারিতেও লিগ শুরু করা যাবে কিনা তা নিয়ে ফের একবার আশঙ্কার বাতাবরণ তৈরি হল।

> আমি একমত যে দীর্ঘমেয়াদি সমাধান প্রয়োজন। একইসঙ্গে দ্রুত লিগ চালু থাকাটা জরুরি ফুটবলের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য। এআইএফএফ এই বিষয়ে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করছে নতুন দরপত্রের জন্য। কিন্তু এই সমাধানসূত্র রাতারাতি সম্ভব নয়।
> **–এম সত্যনারায়ণন** (এআইএফএফ-এর সহ মহাসচিব)

আজ ইস্টবেঙ্গলের সামনে করাচি সিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ ডিসেম্বর : প্রথম ম্যাচে বড় জয় পেয়ে চনমনে মেজাজে ইস্টবেঙ্গলের মহিলা দল।

বৃহস্পতিবার সাফ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপের দ্বিতীয় ম্যাচে খেলতে নামছে লাল-হলুদের মেয়েরা। প্রতিপক্ষ পাকিস্তানের করাচি সিটি এফসি। সাম্প্রতিক সময়ে ভারত-পাক সম্পর্কের টানাপোড়েনের প্রভাব দেখা গিয়েছে খেলার মাঠে। এই আবহে ইস্টবেঙ্গল-করাচি ম্যাচে অন্য মাত্রা যুক্ত হয়েছে।

দ্বিতীয় ম্যাচে খেলতে নামার আগে সুইটি দেবীর চোট নিয়ে ইস্টবেঙ্গল কোচ অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে। বুধবার তাঁর খেলা নিয়ে সংশয় রয়েছে।

সাফ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ

মঙ্গলবার অনুশীলনেও সাইড লাইনে ছিলেন সুইটি দেবী। তবে বাকি দল পুরো ফিট রয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে নামার আগে কোচ অ্যান্থনি বলেছেন, 'যে কোনও প্রতিযোগিতায় ভারত-পাক প্রতিদ্বন্দ্বিতা আলাদা উত্তেজনার সৃষ্টি করে। করাচি সিটির কাছে এটা মাস্ট উইন ম্যাচ। ওরা প্রচণ্ড মরিয়া থাকবে। আমরাও প্রথম ম্যাচ জিতে দারুণ সূচনা করেছি। একটা দুর্দান্ত ম্যাচ হতে চলেছে।'

করাচি সিটির বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গলকে স্বস্তি জোগাচ্ছে দুই বিদেশি তারকা ফাজিলা ইকওয়াপুট ও রেস্টি নানজিরির দুরন্ত ফর্ম। এছাড়াও সৌম্যা গোগুলথ, সুলঞ্জনা রাউলরা ম্যাচের রং বদলানোর জন্য তৈরি রয়েছেন।

মঙ্গলবার রাতে কলকাতায় পৌঁছে গেলেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের নতুন কোচ সের্জিও লোবেরা।

সুযোগ না পেয়ে মারধর কোচকে

পুদুচেরি, ১০ ডিসেম্বর : সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-তে রাজ্য দলে সুযোগ না পেয়ে কোচকে প্রহার। পুদুচেরি ক্রিকেটের এমনই এক ঘটনা আলোড়ন ফেলে দিয়েছে গোটা দেশে।

ঘটনাটি ঘটেছে গত সোমবার পুদুচেরি ক্রিকেট সংস্থার কমপ্লেক্সে। জানা গিয়েছে, দলে সুযোগ না পেয়ে ক্ষোভে অনূর্ধ্ব-১৯ দলের কোচ এস ভেঙ্কটরামনকে ব্যাট দিয়ে বেধড়ক মারধর করেন তিন ক্রিকেটার। গুরুতর আহত হয়েছেন ভেঙ্কটরামন। তাঁর কাঁধের হাড় সরে গিয়েছে। ২০টি সেলাই পড়েছে কপালে। এরপরই স্থানীয় থানায় অভিযোগ জানান পুদুচেরি অনূর্ধ্ব-১৯ দলের কোচ। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মুস্তাক আলি ট্রফি

অভিযোগে ভেঙ্কটরামন জানিয়েছেন, তিনি ইন্ডোরে প্র্যাকটিস করাচ্ছিলেন। সেই সময় তিন ক্রিকেটার কার্তিকেয়ন, অরবিন্দ রাজ ও সন্তোষ কুমার ঢুকে গালিগালাজ শুরু করেন। এরপরই শুরু হয় প্রহার। পুলিশ সূত্রের খবর, তিন অভিযুক্ত ক্রিকেটারই পলাতক। তাঁদের খোঁজ চলছে। এদিকে, এই ঘটনায় ভেঙ্কটরামনের তির পুদুচেরি ক্রিকেট সংস্থার সচিবের দিকে। অভিযোগ, এই ঘটনায় সংস্থার সচিবের প্রচ্ছন্ন মদত রয়েছে।

জয়ী সংঘশ্রী

জলপাইগুড়ি, ১০ ডিসেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেটে বুধবার সংঘশ্রী ক্লাব ৬ উইকেটে জেএসিসি-কে হারিয়েছে। টাউন ক্লাব মাঠে প্রথমে জেএসিসি ১১৬ রানে সব উইকেট হারায়। সৌমজিৎ রায় ৩৮ রান করে। অনুপম অধিকারী ২ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে সংঘশ্রী ৪ উইকেটে ১১৭ রান তুলে নেয়। সায়ন দে ৩৪ রান করেন। সত্যব্রত মাইতি ২০ রানে নেন ২ উইকেট।

TENDER NOTICE
Pradhan, Gopalpur GP has invited e-Tender vide NIT No. ET/05/GGP/2025-26, Dated 09/10/2025. Bid submission last on 01/01/2026 upto 5:00 P.M. Details are available on **www.wbtenders.gov.in** and Office Notice Board.
Sd/- Pradhan
Gopalpur GP,
Mathabhanga-I Block

প্রথম দিনেই অল আউট ক্যারিবিয়ানরা

ওয়েলিংটন, ১০ ডিসেম্বর : ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম দিনের শেষে সুবিধাজনক অবস্থায় নিউজিল্যান্ড।

এদিন টসে জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেয় নিউজিল্যান্ড। দুই ওপেনার জন ক্যাম্পবেল (৪৪) ও ব্র্যান্ডন কিং (৩৩) শুরুটা ভালোই করেছিলেন। কিন্তু তার পরেই ক্যারিবিয়ান ব্যাটিংয়ের সামনে আতঙ্ক হয়ে দাঁড়ান দুই বছর পর টেস্ট খেলতে নামা কিউয়ি পেসার ব্লেইর টিকনার (৩২/৪)। তাঁকে যোগ্য সংগত দেন অভিষেককারী মিচেল রে (৬৭/৩)। দুই কিউয়ি পেসারের দাপটে ২০৫ রানেই শেষ ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম ইনিংস। ক্যারিবিয়ানদের হয়ে শাই হোপ (৪৮) ছাড়া পরের দিকে কেউ সেভাবে লড়াই করতে পারেননি। জবাবে দিনের শেষে নিউজিল্যান্ডের সংগ্রহ বিনা উইকেটে ২৪ রান।

তবে প্রথম দিনের শেষে কিউয়িদের চিন্তার কারণ টিকনারের চোট। এদিন ফিল্ডিং করার সময় কাঁধে চোট পেয়েছেন তিনি। পরিস্থিতি এতটাই গুরুতর যে, অ্যাম্বুল্যান্সে করে মাঠ ছাড়েন টিকনার। এই টেস্টে যদি তিনি আর খেলতে না পারেন তাহলে চিন্তা বাড়বে কিউয়ি শিবিরে।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিচ্ছেন শুভম সরকার। ছবি : দেবদর্শন চন্দ

জেনকিন্স লিগে শুভমের ৫৬

কোচবিহার, ১০ ডিসেম্বর : জেনকিন্স প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে বুধবার ২০১৩ ব্যাচ ১০৮ রানে ২০১০ ব্যাচকে হারিয়েছে। প্রথমে ২০১৩ ব্যাচ ১০ ওভারে ৫ উইকেটে ১৪২ রান তোলে। ম্যাচের সেরা শুভম সরকার ৫৬ রান করেন। জবাবে ২০১০ ব্যাচ ১০ ওভারে ৯ উইকেটে ৩৪ রানে আটকে যায়।

সুজিতের শতরান

তুফানগঞ্জ, ১০ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ক্রিকেটে বুধবার রসিকবিল বড় শালবাড়ি বয়েজ ক্লাব ১৬৯ রানে সুপার স্টার ক্লাবকে হারিয়েছে। সংস্থার মাঠে টসে জিতে রসিকবিল ৩৫ ওভারে ৬ উইকেটে ২৫২ রান তোলে। ১২০ রানে অপরাজিত থেকে ম্যাচের সেরা হন সুজিত বিশ্বাস। বুবাই বসাক ৩৬ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন। জবাবে সুপার স্টার ২২.৩ ওভারে ৮৩ রানে গুটিয়ে যায়। বৃহস্পতিবার মুখোমুখি হবে বিবেকানন্দ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন ও তুফানগঞ্জ মাস্টার্স।

এমএলএস সকার কাপ জয়ের পর এবার বর্ষসেরা নির্বাচিত হলেন মেসি।

টানা দ্বিতীয়বার বর্ষসেরা মেসি

ওয়াশিংটন, ১০ ডিসেম্বর : মেজর লিগ সকার ২০২৫ মরশুমের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন লিওনেল মেসি। এই নিয়ে টানা দ্বিতীয়বার এই পুরস্কার পেলেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা।

এই বছর ইন্টার মায়ামির হয়ে ৩৪ ম্যাচে ৩৫ গোল ও ২৮ অ্যাসিস্ট করেছেন মেসি। দলকে জিতিয়েছেন এমএলএস কাপ। ২০২৩ সালে মেসি যোগ দেওয়ার পর থেকেই অনন্য ফুটবল খেলছে মায়ামি। আর্জেন্টাইন মহাতারকার হাত ধরে এখনও পর্যন্ত তিনটি ট্রফি জিতেছে তারা। বর্ষসেরার নির্বাচনে মেসি ৭০ শতাংশ ভোট পেয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আন্দ্রেস ডায়ার ১১ শতাংশ ভোট পেয়েছেন।

এদিকে, গত সোমবার নিজের নামাঙ্কিত অনূর্ধ্ব-১৬ ফুটবল প্রতিযোগিতা 'মেসি কাপ'-এর উদ্বোধন করেছেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। সারা বিশ্বের আটটি দল এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে।

রাজার ৩ উইকেট

আলিপুরদুয়ার, ১০ ডিসেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেটে বুধবার স্বাধীন ভারত ক্লাব ৩ উইকেটে আরএফএল একাদশকে হারিয়েছে। টাউন ক্লাবের মাঠে টসে হেরে আরএফএল ২৬.৫ ওভারে ১৭৪ রানে অল আউট হয়। রাহুল ধর ৫৬ রান করেন। ম্যাচের সেরা রাজা বান্টি সাহা ২৮ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে স্বাধীন ভারত ৩০.২ ওভারে ৭ উইকেটে ১৭৮ রান তুলে নেয়। শুভজিৎ সাহা ৩৭ রান করেন। তাপস দাস ১৭ রানে নেন ২ উইকেট।

ম্যাচের সেরা হয়ে রাজা বান্টি সাহা। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

কৃতিত্ব ডাঃ প্রদ্যুম্নের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ ডিসেম্বর : ভারতের অনূর্ধ্ব-১৭ ছেলেরা শেষপর্যন্ত বিশ্বকাপের আসরে পৌঁছাতে পারবে কিনা তা সময়ই বলবে। তবে ভারতীয় দলের আগেই এদেশের ফুটবলের সঙ্গে যুক্ত অন্য একজন গর্বিত হওয়ার সুযোগ করে দিলেন। লেবাননের (১০৭) মতো ভারতের থেকে অনেকটা এগিয়ে থাকা দেশের হয়ে এশিয়ান কাপে কাজ করার সুযোগ করে নিলেন একজন চিকিৎসক। তিনি ডাঃ প্রদ্যুম্ন তাম্বেকার। লেবানন যদিও প্রথম একশোর মধ্যে নেই ক্রমতালিকায় কিন্তু তাদের পরিকাঠামো প্রথম একশোর মধ্যে থাকা দলগুলির মতোই।

প্রদ্যুম্ন লেবানন অনূর্ধ-১৭ দলের হয়ে এশিয়ান কাপ বাছাই পর্বে কাজ করেছেন। এছাড়াও ডব্লিউএফএফএ-তে রুপোজয়ী দলের সঙ্গেও তিনি ছিলেন। প্রদ্যুম্ন পেশায় অর্থোপেডিক ও স্পোর্টস মেডিসিন বিশেষজ্ঞ। তিনি সেই সব বিরল ডাক্তারদের মধ্যে একজন যাঁরা এশিয়ার বড় দলগুলির সঙ্গে কাজ করেছেন। এঁদের মধ্যে আছেন ডাঃ মুস্তাফা পুনাওয়ালা ও ডাঃ শেরভিন শরিফরাও বিদেশে কাজ করেছেন। তাঁরা ভারতের বিভিন্ন জাতীয় দলের হয়েও কাজ করলেও প্রদ্যুম্ন বিশেষ ও বিরল কৃতিত্বের অধিকারী হলেন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের থেকে এগিয়ে থাকা দেশের ডাক্তার হিসাবে কাজ করে।

জেতালেন মিতেই

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১০ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ১০ দলীয় পিসি মিত্তাল, নারায়ণচন্দ্র দাস ও অজয়কুমার গুহ ট্রফি শিলিগুড়ি প্রিমিয়ার লিগ ফুটবলে বুধবার বিবেকানন্দ ক্লাব ১-০ গোলে হারিয়েছে দেশবন্ধু স্পোর্টিং ইউনিয়নকে। ২০ মিনিটে ম্যাচের একমাত্র গোল করেন এসপি মিতেই। ম্যাচের সেরা হয়ে বিবেকানন্দের রোহিত শৈলেন্দ্র পেয়েছেন বাসন্তী দে সরকার ট্রফি। বৃহস্পতিবার নামবে উল্কা ক্লাব ও আঠারোখাই সরোজিনী সংঘ।